আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ০৬ || সোমবার || কার্তিক ২৪ || ১৪২৮ || রবিউস সানি ৩ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 06 || 08 November || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

করোনা চিকিৎসায় ট্যাবলেট যুগ শুরু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : খুব সাধারণ খাওয়ার বড়ি যদি কোভিড সারিয়ে তুলতে পারে, তবে কেমন হয়? যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান মার্ক ও ফাইজার এ রোগের চিকিৎ-সায় মুখে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

রাস্তাঘাট উন্নয়নে বাইডেনের প্রস্তাবিত বাজেট পাশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বহু বিরোধিতার মধ্যেও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ১ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলারের পরিকাঠামো আইন পাস করেছেম (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জিনগত কারণে করোনায় বেশি ঝুঁকিতে দক্ষিণ এশীয়রা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন মানবদেহের একটি বিশেষ 'জিন' চিহ্নিত করার কথা। তারা বলছেন, এটি 'ফুসফুসকে অকার্যকর' করা এবং কভিড-১৯-এ 'মৃত্যুঝুঁকি' দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। বিবিসির ওই প্রতিবেদনে বিজ্ঞানীদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার ৬০ শতাংশ এবং ইউরোপীয় অঞ্চলের ১৫ শতাংশ মানুষ এই জিনটি বহন করছে। টিকা গ্রহণের মাধ্যমে এই ঝুঁকি কমানো যেতে পারে।দ্য নেচার (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ফিরোজায় ফিরলেন খালেদা জিয়া

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ- তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে গুলশানে নিজ বাসা ফিরোজায় ফিরলেন বিএনপি চেয়ারপারসন (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাংলাদেশ সোসাইটির ভোট ১৪ নভেম্বর : মুখোমুখি 'রব-রুহুল' ও 'নয়ন-আলী' প্যানেল : সভাপতি পদে জয়নাল স্বতন্ত্র প্রার্থী

মিলিয়ন ডলারের নির্বাচন নিয়ে নানা প্রশ্ন ঃ ১৯টি পদে ৩৭ প্রার্থী





ছবিতে বাঁ থেকে জামাল আহমেদ জনি, আব্দুর রব ও রুহুল আমিন সিদ্দিকী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মনোনয়নপত্র পুরণ নিয়ে একটি প্যানেলের দু'জন সদস্য প্রার্থীর মনোনয়ন নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বাতিলের পর সৃষ্ট অপ্রীতিকর পরিস্থিতি, মামলা, মহামারী করোনা প্রভৃতি কাররে বন্ধ থাকা/স্থগিত হওয়া বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র বহুল নির্বাচন প্রায় দুই বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগামী ১৪ নভেম্বর রোববার এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে 'রব-রুহুল' ও 'নয়ন-আলী' দুই প্যানেল সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২১ অক্টোবর, রোববার সোসাইটির দ্বি-বার্ষিক (২০২২-২০২৩) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। বাংলাদেশ সোসাইটির এবারের নির্বাচনে দু'টি প্যানেল সহ কার্যকরী পরিষদের (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)





ছবিতে বাঁ থেকে জয়না আবেদীন, কাজী আশরাফ হোসন নয়ন ও মোহাম্মদ আলী

হিলারীর সহকর্মী হুমা আবেদিনের সাবেক স্বামী নিয়ে বিস্ফোরক স্মৃতি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র তো বটেই, সারা বিশ্বে বহুল আলোচিত ও পরিচিত মুখ হুমা আবেদিন। তিনি একজন মুসলিম। ভারতীয় বংশোদ্ভূত পিতামাতার মেয়ে। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

ফাইজারের কোভিড-১৯ পিল হ্রাস করে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ফাইজারের কোভিড-১৯ এন্টিভাইরাল পিল হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর ঝুঁকি ৮৯ (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বিশ্বে ১০ বছরের মধ্যে খাবারের দাম সর্বোচ্চ: জাতিসংঘ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : এক দশকের মধ্যে বিশ্বে খাবারের দাম সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। চলতি বছর খাদ্য দ্রব্যের দাম ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা গত ১০ বছরে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801

স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ-টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো পাকিস্তান। সুপার টুয়েলভে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

পুরুষদের দুই বিয়ে করতে হয় যে গ্রামে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : পাকিস্তান-ভারত সীমান্তের কাছে রাজস্থানের বাড়মের জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম দেরাসর। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

আংটি দিয়ে বাদশাহ আব্দুল্লাহকে খুন করতে চেয়েছিলেন যুবরাজ সালমান

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ- সৌদি আরবের ক্ষমতাধর যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান রাশিয়ার তৈরি একটি 'বিষাক্ত আংটি' ব্যবহার করে তৎকালীন বাদশাহ আবদুলাহকে খুন করতে চেয়েছিলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমন দাবি করেছেন সৌদি আরবের সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

মিশিগানে মেয়র হলেন দুই মুসলিম




বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : মিশিগান রাজ্যের দুই শহরে মেয়র নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন আরব বংশদ্ভুত দুই মুসলিম। গত মঙ্গলবার (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
Locations: New York & Virginia
OUR MOST POPULAR COURSES:
Basic Computing for IT Help Desk Support
Software Testing with Selenium
Data Analysis with Power BI
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihaj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // November 08 // 2021

জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা

সন্ত্রাস দমনের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা



নিউইয়র্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় সংকল্প, অটল প্রতিশ্রুতি ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সামাজিক আন্দোলন শুরু করতে আমাদেরকে সাহায্য করেছে। গত ৪ নভেম্বরও বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ রেজুলেশন ১৩৭৩ এর ২০ বছর পূর্তি এবং নিরাপত্তা পরিষদ সন্ত্রাস দমন কমিটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ সভায় বক্তব্যকালে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১ এর সন্ত্রাসী হামলাসহ বিশ্বব্যাপী সকল সন্ত্রাসী হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাথে (বাকি ংশ ৮ পাতায়)





আনজুমানে আল-ইসলাহ'র উদ্যোগে তারবিয়াহ, যিকর ও দু'আ মাহফিল অনুষ্ঠিত



নিউইয়র্ক: মুর্শিদে বরহক আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী (বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী) সাহেবের আমেরিকা সফর উপলক্ষে আনজুমানে আল-ইসলাহ ইউএসএ এর উদ্যোগে তারবিয়াহ, যিকর ও দু'আ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩ নভেম্বর, বুধবার বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত নিউইয়র্কের জামাইকাস্থ তাজমহল পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মাহফিলে তালিম ও তারবিয়াত প্রদান করেন মুর্শিদে বরহক আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বয়ান পেশ করেন বাংলাদেশ আনজুমানে আল-ইসলাহ মুহতারাম সভাপতি আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন লতিফী হ্যান্ডস বাংলাদেশের সেক্রেটারি মাওলানা গুফরান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী।

আনজুমানে আল-ইসলাহ ইউএসএ'র স্থায়ী কমিটির সভাপতি আল্লামা জালাল সিদ্দিকর সভাপতিত্বে ও নিউ-ইয়র্ক স্টেট কমিটির সভাপতি মাওলানা শাব্বির আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কোরআনে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ টিপু রাহমান এবং পবিত্র নাতে রাসুল পরিবেশন করেন হাফিজ নজমুদ্দীন।

মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ'র স্থায়ী কমিটির সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুন নুর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মাওলানা সৈয়দ সাজিদুল হক। মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ'র স্থায়ী কমিটির সদস্য মাওলানা শরীফ উদ্দিন, স্থায়ী কমিটির সদস্য মাওলানা আবুল কাশেম ইয়াহিয়া, আল-ইসলাহর সাবেক সহ সভাপতি মাওলানা মাশহুদ ইকবাল, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সুন্নাতুর রহমান, নিউইয়র্ক স্টেট কমিটির উপদেষ্টা মাওলানা মোখলিছুর রহমান, নিউজার্সী স্টেটের সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস মঞ্জলালি, হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান, হাফিজ আলা উদ্দিন, নিউইয়র্ক স্টেট কমিটির দায়িত্বশীলদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি মাওঃ শাহান শাহ ইয়াহ-ইয়া, সহ সভাপতি হাফিজ জমসেদ হোসেন, সেক্রেটারী হাফিজ কাওছার আহমদ, সহ সেক্রেটারি কারী খালেদ মিয়া, সহ সেক্রেটারি হাফিজ নজম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মাওঃ আশিক আহমদ খান, প্রচার সম্পাদক মালিক শেখ, সহ প্রচার সম্পাদক মোশাহিদ আলী, ক্যাশিয়ার মাহবুবুর রহমান, যুব সম্পাদক সৈয়দ সায়েম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফিজ মাওঃ আব্দুল কাইয়ুম ছালিক, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আতিকুল হক বেলাল, নির্বাহী সদস্য রুকন হাকীম, হাফিজ মাওঃ জুবায়ের আহমদ রাজু, সৈয়দ মুহিতুর রহমান সুহেল, এম এ কাশেম, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, ওয়ালীউর রহমান, শাহ নেওয়াজ।

এছাড়াও উক্ত মাহফিলে আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহঃ) এর আশেকান, মুরিদীন, মুহিব্বীন সহ সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমান অংশগ্রহণ করেন।

পরিশেষে মুর্শিদে বরহক আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী'র খানেকা, মিলাদ শরীফ ও দোয়ার মাধ্যমে মাহ্ফিল সমাপ্ত হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত






WE ARE OPEN
We have missed you

Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F



ভাসানী : রাজনৈতিক ইতিহাসের মহানায়ক



ড. মাহবুব হাসান

তাঁর পাখনায় ছিলো রৌদ্রগন্ধ ঘুম
ছিলো বাতাবি লেবুর ঘ্রাণ
প্রাণবান সেই পুরুষ-হৃদয়ে লেগেছিলো
খেটে-খাওয়া মানুষের ঘামের সাহস ;
(মওলানা ভাসানী : তোমার প্রতীক)

কবিতার এ-কটি পঙক্তি যাঁর চিন্তাসাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক চরিত্র আঁকছে, তিনি বাংলাদেশের একমাত্র ব্যক্তিত্ব মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি সত্যিকার অর্থেই খেটে-খাওয়া মানুষের 'ঘামের সাহস' অর্জন করেছিলেন, তা নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, তাঁর রাজনীতিই ছিলো গণমানুষের জন্য, তাদের উন্নতি ও কল্যাণ এবং বঞ্চনার অবসানের মাধ্যমে প্রকৃত রাজনৈতিক ও মানবিক আকাশ সৃষ্টি করা। ওই স্বপ্নময় আকাশের নিচে যারা বাস করে তাদের মতোই তিনিও এক সাধারণ পরিবারের মানুষ ছিলেন। অবিভক্ত উপমহাদেশের বাংলা-আসাম প্রদেশের রাজনৈতিক মানুষটির জন্ম হয়েছিলো ১৮৮০ সালে, বর্তমান বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে। আর তাঁর রাজনৈতিক উত্থান আসামের ব্রহ্মপুত্রের চরাঞ্চল 'ভাসান'-এ। তরুণ মওলানা ওই ভাসান চরের প্রতিনিধি হিসেবে আসাম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেখান থেকেই তার নামের সাথে ভাসানী শব্দটি যুক্ত হয়ে যায়। এবং আমরা মাত্র একটি শব্দেই তাকে চিনতে পারি তাহলো 'ভাসানী'। কেউ কেউ বলেন 'মওলানা ভাসানী', পরবর্তীকালে তার নামের সাথে তাঁর রাজনৈতিক চরিত্রও যোগ হয়ে যায়, আর তাহলো 'লাল মওলানা'। তিনি রাজনৈতিক চিন্তায় ছিলেন বিপ্লবী। বলা হয় চীনাপন্থী বিপ্লবী। আসলে তিনি মাওবাদী ছিলেন না। কোনো রাজনৈতিক মতবাদই তাকে আটকে রাখতে পারেনি। কেবল 'বিপ্লব' ও 'স্বাধীনতা' এই দুটি সত্তাই তিনি লালন করেছেন আমৃত্যু। তাই বিপ্লবের রঙ হিসেবে রক্তের লালকেই সিম্বল বা প্রতীক করা হয়েছে। 'লাল মওলানা' বললে তাই উপমহাদেশের একমাত্র রাজনীতিকে চিত্রিত করা হয়, তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। আর তাঁর অস্থায়ী নিবাস হয় টাঙ্গাইলের সন্তোসে, এক পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ির পাশে, ছোটো ছনে ছাওয়া দোচালায়।



কিন্তু এটুকুই তো নয়, তিনি যে মনন-মানসে বিপ্লবী ছিলেন তার নমুনা তাঁর রাজনৈতিক জীবনধারার প্রতিটি বাঁকেই রয়ে গেছে। যারা তাকে জানতে চান, তাদের উচিত তাঁকে পাঠ করা। কারণ, আজকের বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক স্বাধীনতার তিনিই ছিলেন উদ্যোক্তা ও নিয়ামক শক্তি। তাঁর চেয়েও সিনিয়র শের-এ-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক কিংবা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে ভাসানীর মতো প্রাগ্রসর চিন্তার পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন সেই মুসলিম লীগ পাকিস্তান অর্জনের পর 'রাজনৈতিক ভূ-স্বামী' ও ধনিকদের কব্জাগত হয়ে গেছে, তিনি বেরিয়ে এলেন ওই রাজনীতি থেকে। এবং তিনি গড়ে তুললেন আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৪৭ সালে, পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর পরই। তিনি দলটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সভাপতি আর টাঙ্গাইলের জননেতা শামসুল হক প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। শেখ মুজিব ছিলেন এই কমিটির প্রথম যুগ্ম সম্পাদক। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগেই তিনি সভাপতি হিসেবেই দলটিকে অসাম্প্রদায়িক করে তোলার জন্য নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি ছেঁটে দিলেন। একজন মুসলিম হিসেবে নয়, তিনি নিজেকে রাজনৈতিক মানুষ হিসেবে আত্মপরিচয় গড়ে নিয়েছিলেন। ১৯৫৪-এর নির্বাচনটি সাধিত হয়েছিলো 'হক-ভাসানী'র নেতৃত্বাধীন হিসেবে। সেই নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছিলো আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিব এই বিজয়ের পথ ধরেই রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রবেশ করেন।

পাকিস্তানী তথা পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক ভূ-স্বামী'দের সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক গ্রাসের অন্ন থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি ১৯৪৯ সালেই বলেছিলেন বাংলার স্বাধীনতা ছাড়া মুক্তি নেই। ১৯৫৮ সালে তাই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের উদ্দেশে 'আস-সালামুআলাইম' বলে বিদায় জানিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে সামরিক সরকারের অধীনে নির্বাচন তিনি এবং তাঁর দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বলেন, সামরিক সরকারের ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে নির্বাচনে তিনি অংশ নেবেন না। এবং তিনি আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবকেও নির্বাচন থেকে বিরত থাকতে আহবান জানান। তিনি বলেন, নির্বাচনে বিজয়ী হলেও সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। ফ্রেমওয়র্কে একটি ধারা ছিলো এই যে, সামরিক সরকার যদি মনে করে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না, তাহলে তাই হবে। তার মানে তাদের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা দেয়া বা না-দেয়া। এবং ইতিহাস সাক্ষী, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে ভূমিধস বিজয়ের পরও ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের চেয়ে গণহত্যা করে জনগণের রায়কে উল্টে দিতে তৎপর হয়েছিলো। গোটা ষাটের দশক জুড়ে বাংলাদেশে যে গণজোয়ার ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিলো, তার সিংহাসনে ছিলেন মওলানা ভাসানী। ৬৬ সালে শেখ মুজিব ৬ দফা উত্থাপনের পর পাকিস্তানী আইয়ুব শাহী তাকে কারা বন্দী করেন। তার মুক্তির প্রথম আওয়াজ তোলেন মওলানা ভাসানী। গড়ে তোলেন উত্তাল গণজোয়ার। তার সাথে যোগ দেয় ছাত্র সংগঠনগুলো। ৬৯-এর ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে মুক্তি পান শেখ মুজিব। এবং তিনি পাকিস্তানী শাসকদের প্ররোচনায় বিশ্বাস করে নির্বাচনে অংশ নেবার ঘোষণা দেন। মওলানার নিষেধ তিনি মানেননি। তিনি ভেবেছিলেন জনগণের রায় সামরিক সরকার মেনে নেবেন। কিন্তু দূরদর্শী মওলানা বুঝেছিলেন পাকিস্তানী শাসকেরা মেনে নেবে না। সেটাই সত্য হয়েছিলো।

স্বাধীনতার পরও তিনি গণমানুষের পক্ষে তার রাজনীতি জারি রেখেছিলেন। শেখ মুজিব সরকারের সমালোচনাই কেবল করেননি তিনি, তিনি অনেক ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনাও দিয়েছেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ, অশীতিপর রাজনীতিকের প্রতি সম্মান জানাননি শেখ মুজিব। অথচ শেখ মুজিব ছিলেন ভাসানীর আর্শিবাদপুষ্ট এক তরুণ রাজনীতিক। তাকে নানা পর্যায়ে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন মওলানা। ব্যক্তিগত পর্যায়ে শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীকে 'পিতার মতোই শ্রদ্ধা' করতেন, কিন্তু নিজের ত্রুটিগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি।

'বাংলাদেশের রাজনৈতিক পিতৃত্ব' দাবি করার জন্য যদি কাউকে মনোনয়ন দেয়া হয়, তাহলে তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। কারণ তিনি কেবল স্বাধীনতা শব্দটিকে মনেপ্রাণে লালনই করেননি, তা রাজনৈতিক বিশ্বাসের সোপান করে তুলেছিলেন। বন্দুকের নল ছাড়া দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। তিনি সেই লক্ষ্যেই রাজনীতি জারি রেখেছিলেন আমৃত্যু। মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সেই সত্যই প্রমাণ করেছে। আমরা ৩০ লাখ মানুষের রক্ত আর অগণন মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জন করেছি কাঙ্খিত স্বাধীনতা। নির্বাচনের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। তা ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়িমাত্র। পাকিস্তানী সামরিক শাসকরা সেই সিঁড়িও গুড়িয়ে দিয়েছিলো।

মওলানা ভাসানী ভারতের ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক মিছিল করেছিলেন ১৯৭৬ সালে, তাও ছিলো আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার পক্ষে আরেক রাজনৈতিক ইতিহাস। তিনি ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো রাজনৈতিক চরিত্র নেই যাকে জাতির বিবেক, জাতির পিতার ভূমিকায় অভিসিক্ত করতে পারে। তিনি যে 'জাতির জনকেরও জনক এবং গুর' এটা আজ আমরা ভুলে বসে আছি। আজ তাকে আমরা স্মরণ করি না। এই ব্যর্থতা কিন্তু তার নয়। আমাদের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞানতা, ইতিহাস বিমুখতা, গড্ডলে গা ভাসানো, অন্যের জিহবায় ঝাল ও নুন পরখের অভ্যাসেরই কুফল এটা। আমরা চাই রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিটি পদক্ষেপের অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ হোক। তাহলেই কেবল 'অবদান' কার তা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্ম জানেন না যে রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রকৃত জ্যোতিষ্ক কে ছিলেন। কারণ তাঁর নামটিও আজকে উচ্চারণ করতে চায় না এবং জানেও না তিনি কে এবং কি ছিলেন।



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

প্রবাস আয় বাড়াতে উদ্যোগ নিন

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে ধস

বিশ্বব্যাপী করোনার প্রকোপ যখন তুঙ্গে ছিল, তখনো বাংলাদেশে রেমিট্যান্স বা প্রবাস আয় এসেছে অনেক বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে দেখা যায়, ২০২০ সালের জুলাই মাসে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৫৯ কোটি ডলারের বেশি। এখন করোনা পরিস্থিতি ভালো হলেও রেমিট্যান্স প্রবাহ কমছে। গত অক্টোবর মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ১৬৪ কোটি ডলার। প্রবাস আয় এভাবে কমতে থাকার জন্য মূলত দায়ী করা হচ্ছে হুন্ডিকে। অন্যদিকে বিদেশে বাংলাদেশের কর্মী যাওয়ার হারও অনেক কমেছে। ২০১৭ সালে ১০ লাখের বেশি কর্মী বিদেশে যান। পরের দুই বছরও এই সংখ্যা ছিল সাত লাখের কাছাকাছি। করোনায় আন্তর্জাতিক যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ২০২০ সালে এই সংখ্যা নেমে যায় দুই লাখ ১৭ হাজার ৬৬৯ জনে। চলতি বছর সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিদেশে গেছেন মাত্র তিন লাখ ১৭ হাজার ১১ জন। এটিও প্রবাস আয় কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। প্রবাস আয় কমার জন্য বিশেষজ্ঞরা আরো কিছু কারণকে দায়ী করছেন, যা দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন।

প্রবাস আয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর কল্যাণেই দেশে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিতি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। এখন সেই বৃদ্ধি কিছুটা হলেও হোঁচট খাবে। তা ছাড়া দেশের বিপুল বেকারত্ব কমাতেও বৈদেশিক কর্মসংস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার পরও এই খাতটি নিয়ে এত অবহেলা কেন? ২০১৮ সালে বিদেশে কর্মী প্রেরণের সংখ্যা তিন লাখ কমে যাওয়ার পরপরই ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ২০১৯-এও একই ধারা অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। করোনার সময় সংখ্যা কমে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সে সময় যোগাযোগ ও প্রস্তুতি যথেষ্ট থাকলে এখনো কর্মী প্রেরণের গতি এতটা স্তিমিত থাকত না বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশের কর্মীদের চাহিদা রয়েছে এমন অনেক দেশেই এখন কর্মী যাওয়া বন্ধ রয়েছে। দেশগুলোর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা জোরদার করতে হবে। দ্রুত কর্মী পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। করোনাকালে চাকরি হারিয়ে অনেক কর্মী দেশে ফিরেছেন। আবার অনেকে দেশে এসে আবার সেসব দেশে যেতে না পারায় চাকরি হারিয়েছেন। তাঁদের কিভাবে আবার বিদেশে পাঠানো যায়, তা-ও দেখতে হবে। রেমিট্যান্স প্রবাহের ধস ঠেকাতে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে। অর্থনীতি বিশ্লেষকদের মতে, ব্যাংক ও খোলাবাজারে ডলারের দামে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এ কারণে বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণকারীদের কাছে এখন হুন্ডিতে টাকা পাঠানো অনেক বেশি লাভজনক। এ ক্ষেত্রে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বৈধ উপায়ে অর্থ প্রেরণকে উৎসাহিত করতেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের দিক থেকে পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। তার একটি প্রধান কারণ দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে আমাদের পিছিয়ে থাকা। এ ক্ষেত্রে আরো উদ্যোগী হতে হবে। নতুন নতুন

তৎপর

রপ্তানি বেড়েছে, কমেছে প্রবাসী আয়

মুঈদ রহমান

সাধারণ মানুষের অস্বস্তির অন্ত নেই। কেউ কেউ ভুগছেন ক্ষুধার চাপে। যার ক্ষুধা নেই, তিনি ভুগছেন মানসিক চাপে। সেই মানসিক চাপ রাজনৈতিক হতে পারে, আবার সাম্প্রদায়িকও হতে পারে। বাজারে দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বাড়ছে। এ সময়েই সরকার ডিজেলের দাম আরেক দফা বাড়িয়ে বাজারের উত্তাপ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। এর সঙ্গে করোনার ভয়াবহতা তো আছেই। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় মেনে নিয়েই এগিয়ে চলেছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। সেক্ষেত্রে আমাদের রপ্তানি আয় স্বস্তিদায়ক। গত কয়েক বছর ধরেই রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনকভাবে এগিয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমাদের পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৩৬৭ কোটি ডলার। পরবর্তী বছরে ১৫ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জনের মধ্য দিয়ে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ হাজার ৮৭৫ কোটি ডলারে। আশা করা যাচ্ছে, চলতি অর্থবছরে রাপ্তানি প্রবৃদ্ধি গেল অর্থবছরের তুলনায় ১২ দশমিক ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে আয়ের পরিমাণ হবে ৪ হাজার ৩৫০ কোটি ডলার। আমাদের চলতি অর্থবছর শুরু হয়েছে জুলাই মাস থেকে। সে হিসাবে অক্টোবর পর্যন্ত ৪ মাস অতিবাহিত হয়েছে। এই ৪ মাসে মোট রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৫৭৫ কোটি ডলারে। ২০২০-২১ অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানির চেয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ২২ শতাংশ। এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে বছর শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধির মাত্রা প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। স্বস্তির বড় কারণ হলো করোনার ভয়াবহতা কমে আসা। বছরের চলতি প্রান্তিকে অর্থাৎ জুলাই-সেপ্টেম্বরে এসে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ২ শতাংশ, যা আগের প্রান্তিকে অর্থাৎ এপ্রিল-জুনে ছিল ৬ দশমিক ৭ শতাংশ। করোনার পুনঃআক্রমণেই তা হয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যমতে, চলতি অর্থবছরের জুলাই মাসে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৪৭ কোটি ডলার, যা আগস্ট মাসে এসে দাঁড়ায় ৩৩৮ কোটি ডলারে। সেপ্টেম্বরে এসে রপ্তানি হয় ৪১৭ কোটি ডলার, যা ছিল দেশের ইতিহাসে যে কোনো মাসে রপ্তানির সর্বোচ্চ পরিমাণ। অক্টোবরে এসে সেই রেকর্ড ভেঙে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৭২ কোটি ডলারে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই রেকর্ড পরিমাণ রপ্তানিতে প্রধান ভূমিকায় ছিল পোশাক খাত। মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশেরও বেশি অবদান পোশাক খাতের। অক্টোবর মাসে এ খাতের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৫৬ কোটি ডলার। এটি পোশাক খাতের এক মাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ রপ্তানি। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৪ মাসে যে ১ হাজার ৫৭৫ কোটি ডলারের রপ্তানি হয়েছে, তার মধ্যে পোশাক খাতের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ২৬১ কোটি ডলার। পোশাক খাতের ভেতর আবার নিট পোশাক এগিয়ে। গত ৪ মাসে নিট পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৭২০ কোটি ডলারের। আর ওভেন পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৫৪১ কোটি ডলারের। যদি আমরা ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে একই সময়ে এ বছর নিট পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪ শতাংশ আর ওভেন পোশাক রপ্তানিতে ১৬ শতাংশ।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো গত ২ নভেম্বর রপ্তানির হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়, তৈরি পোশাকের পাশাপাশি হিমায়িত খাদ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, হোম টেক্সটাইল, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বেড়েছে। গত বছরের একই সময়ে কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৬ কোটি ডলার, যা এ বছর হয়েছে ৪৬ কোটি ডলার। এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতেও প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ২৯ শতাংশ। গেল বছর এ সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ডলার, যা চলতি বছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৩৬ কোটি ডলারে। হোম টেক্সটাইল রপ্তানিও বেড়েছে সন্তোজনকভাবে। গত অর্থবছরে এই সময়ে এ খাতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৫ কোটি ডলার, যা চলতি অর্থবছরে হয়েছে ৪১ কোটি ডলার। প্রবৃদ্ধির হিসাবে এই অগ্রগতি প্রায় ১৭ শতাংশ। তবে এর পাশাপাশি স্বীকার করতে হবে, আমাদের একটি উল্লেখযোগ্য খাত হলো পাট ও পাটজাত পণ্য। এ খাতে গত বছর একই সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৩ কোটি ডলার। কিন্তু এ বছর পরিমাণ প্রায় ২৪ শতাংশ কমে গিয়ে হয়েছে ৩৩ কোটি ডলার। এটা মেনে নিয়েও বলা যায়, গত ৪ মাসে আমাদের রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ছিল আশাব্যঞ্জক। গবেষকরা মনে করছেন, রপ্তানির প্রবৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের আরও সক্রিয় ও অনুসন্ধানী হতে হবে। দেখতে হবে আন্তর্জাতিক বাজারে যেসব নতুন নতুন ক্রেতা আসছেন তারা কোন ধরনের পণ্য কিনতে আগ্রহী। তাদের চাহিদার নিরিখে পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে মনোযোগ দিতে হবে। সে জন্য অভ্যন্তরীণভাবে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরিতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। ব্যবসা সহজীকরণকে আমলে নিতে হবে।

শুরুতেই বলেছিলাম, আমরা স্বস্তিতে নেই। যদিও বা কোনো স্বস্তি আসে, তা আবার অস্বস্তিকে সঙ্গে নিয়েই আসে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ভাগে আমাদের রপ্তানির খবরটি ছিল স্বস্তিদায়ক। কিন্তু এর পাশাপাশি প্রবাসী আয়ের দিকটি হলো অস্বস্তিদায়ক।

> **কেন প্রবাসী আয় কমে যাচ্ছে এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো করোনার ভেতরেও কেন তা অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছিল। সরকার এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই প্রচার করছিলেন, ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠানোর কারণে সরকার যে ২ শতাংশ প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছে, প্রবাসী আয় বাড়ার এটিই একমাত্র কারণ।**

অর্থবছরের শুরুতেই প্রবাসী আয়ে বড় ধরনের ধাক্কা লেগেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমাদের মোট প্রবাসী আয় ছিল ১ হাজার ৮০৩ কোটি ডলার। গত বছর, ২০২০-২১ সালে করোনার আঘাত সত্ত্বেও প্রবাসী আয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। ৩৬ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধি নিয়ে ওই আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ হাজার ৪৭৮ কোটি ডলারে। কিন্তু চলতি অর্থবছরের শুরু থেকেই তা কমতে থাকে। অর্থবছরের শেষ মাস অর্থাৎ জুনে প্রবাসীরা পাঠিয়েছিলেন ১৯৪ কোটি ডলার। এর পরের মাস অর্থাৎ নতুন অর্থবছরের জুলাইয়ে তার পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ১৮৭ কোটি ডলারে। এর পরের মাস আগস্টে এর পরিমাণ আরও ৩ শতাংশ কমে ১৮১ কোটি ডলার হয়েছে। গত বছরের আগস্টের তুলনায় এই পরিমাণটি প্রায় ৮ শতাংশ কম। সেপ্টেম্বর মাসে এসে প্রবাসী আয়ের ধাক্কাটা অনেক বড় হয়ে গেছে। গত সেপ্টেম্বরে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ১৭২ কোটি ৬২ লাখ ডলার। অথচ গত বছরের সেপ্টেম্বরে পরিমাণটা ছিল ২১৫ কোটি ১০ লাখ ডলার। সেই হিসাবে আয় কমে যাওয়ার পরিমাণটা প্রায় ২০ শতাংশ। এই কমে যাওয়ার প্রবণতা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে প্রভাবিত করবে।

কেন প্রবাসী আয় কমে যাচ্ছে এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো করোনার ভেতরেও কেন তা অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছিল। সরকার এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই প্রচার করছিলেন, ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠানোর কারণে সরকার যে ২ শতাংশ প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছে, প্রবাসী আয় বাড়ার এটিই একমাত্র কারণ। কিন্তু ব্যাংক-সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, প্রণোদনার বিষয়টি একটি কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। প্রকৃত সত্য হলো, করোনার সময় সারা বিশ্বে বিমান চলাচল বন্ধ ছিল। এই বিমানই হচ্ছে বাইরের টাকা দেশে পাঠানোর অবৈধ পথ। সে পথ বন্ধ থাকার ফলে বিদেশ থেকে ব্যাংকিং চ্যানেলেই অর্থের প্রবেশ ঘটেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে দেশে বিমান যোগাযোগ শুরু হওয়ায় অবৈধ পথটিও খুলে গেছে। তাই আমাদের ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে লেনদেনের পরিমাণ কমে গেছে, যে কারণে আগামী দিনগুলোতে তা আরও কমতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। তাই নীতিনির্ধারকদের এ বিষয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।

মুঈদ রহমান : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

নামাজের সময়-সূচী

নভেম্বর	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ফজর	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৯	৫.২০	৫.২১	৫.২২	৫.২৩
সূর্যোদয়	৬.৩৪	৬.৩৫	৬.৩৬	৬.৩৭	৬.৩৮	৬.৪০	৬.৪১
জোহর	১১.৪০	১১.৪০	১১.৪০	১১.৪০	১১.৪০	১১.৪০	১১.৪০
আসর	৩.০২	৩.০২	৩.০১	৩.০০	২.৫৯	২.৫৮	২.৫৭
মাগরিব	৪.৪৫	৪.৪৪	৪.৪৩	৪.৪২	৪.৪১	৪.৪০	৪.৩৯
এশা	৬.০১	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৭

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

সাপ্তাহিক ২৩ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

যে রক্তের অভিশাপ এখনো বাংলাদেশকে তাড়া করছে

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার (অব.)

In the middle of confusion, the telephone rang. when I picked it up, I heard a man say : I am Dig person. I would like to talk to HonÕble President. ইংরেজি এই উক্তিটি বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত ও পলাতক খুনি মেজর রশিদের। সাংবাদিক মাসকারেনহাসের লিখিত–'বাংলাদেশ আ লিগ্যাসি অব ব্লাড' গ্রন্থের ৯২ পৃষ্ঠায় এভাবেই উক্তিটির উল্লেখ আছে। ১৯৭৫ সালের ২ নভেম্বর দিবাগত রাতের শেষার্ধে, অর্থাৎ ৩ নভেম্বর প্রত্যুষে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে পোশাক পরিহিত সেনা সদস্যরা গুলি ও বেয়নেট চালিয়ে হত্যা করে বাংলাদেশের চার জাতীয় নেতা–সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে। বঙ্গভবন থেকে হত্যার অনুমতি দেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতির চেয়ারে বসা খন্দকার মোশতাক। জেলখানাকে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ সেই জেলের ভেতরেই এমন বর্বরতম হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে, যার উদাহরণ মানবসভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বরের রক্তাক্ত ঘটনার ওপর আজকে লিখতে বসে প্রথমেই ৩ নভেম্বরের জেলহত্যার ঘটনাকে সূচনা হিসেবে আনতে হলো এই কারণে যে দুটি ঘটনাই একই সূত্রে গাঁথা এবং যার সূত্রপাত হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। ৩ নভেম্বরের জেলহত্যা, ৭ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা হত্যা ও ১৫ আগস্ট জাতির পিতা হত্যাকান্ডের পরিকল্পনা এবং সহযোগিতা আসে একই জায়গা থেকে। এই তিনটি ঘটনার পরম্পরায় রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে যা ঘটেছে তার সূত্রেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ও মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে–এই দুই ভাগে রাজনীতি এখনো চরমভাবে বিভাজিত হয়ে আছে এবং ধর্মান্ধ চরম উগ্রপন্থী ইসলামিস্ট গোষ্ঠী চেষ্টা করে যাচ্ছে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো একটি সাম্প্রদায়িক ইসলামিক রাষ্ট্র বানাতে, সে লক্ষ্যেই তারা দেশকে হিন্দুশূন্য করার মিশন নিয়ে কাজ করছে, যার সাম্প্রতিক উদাহরণ এবারে দুর্গাপূজার সময়ে সারা দেশে পূজামন্ডপ ভাঙচুর ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণ। সুতরাং কোনো কিছুই হঠাৎ করে ঘটছে না, কোনোটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তাই মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের পাকিস্তানপন্থী রাজনীতি ও সভ্যতার শত্রু ধর্মাশ্রয়ী অপশক্তির কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বরকে জানতে, বুঝতে হবে এবং বুঝতে হবে কেন ১৫ই আগস্ট, আর কেনই বা ৩ নভেম্বরের জেলহত্যা। তাই আজকের লেখার মূল লক্ষ্য ৭ নভেম্বর সংঘটিত ঘটনার বিশ্লেষণের শুরুতেই পূর্বাপর ঘটনার যোগসূত্র বোঝার জন্য ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের কিছু পর্যালোচনা আবশ্যক।

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী এবং ৭ নভেম্বরে নিহত মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর-উত্তম ১৫ আগস্টের ঘটনার সময় সেনাসদরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জিয়াউর রহমান ছিলেন উপ-সেনাপ্রধান। খালেদ মোশাররফকে সবাই মেধাবী অফিসার ও মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সবচেয়ে সাহসী সেক্টর কমান্ডার হিসেবে জানতেন। কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে জাতির পিতা নিহত হওয়ার খবর পাওয়ার পর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল ক্ষমতাবান পদে থেকেও সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ, নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করা এবং বঙ্গবন্ধু সকালে নিহত হলেন, আর দুপুরের আগেই কেন তিনি খুনিদের সঙ্গে মিলেমিশে গেলেন তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। উপ-সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান কর্তৃক সরাসরি খুনিদের অভিনন্দন জানানোর কারণ এখন সবাই জানেন। ১৫ আগস্টের ঘটনার সময় সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহ দোদুল্যমানতায় দিশাহারা। তখন সিজিএস খালেদ মোশাররফ ও ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়েত জামিল সেনাপ্রধানের পাশে দাঁড়িয়ে সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিলে কয়েকজন খুনি মেজর পালানোর পথ খুঁজে পেত না। মেজর রশিদের ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি ও মেজর ফারুকের ট্যাংক রেজিমেন্ট ছাড়া ঢাকা সেনানিবাসের বাকি ইউনিটগুলো এবং মূল ফাইটিং ফোর্স বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলো ১৫ই আগস্টের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল না। সুতরাং খালেদ মোশাররফ উদ্যোগ নিলে সেদিন রথের চাকা ঘুরে যেত এবং ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হতো না, জেলখানা হত্যাকান্ড ঘটানোর সুযোগ তারা পেত না, হতো না নভেম্বর, বেঁচে যেত বাংলাদেশ। সুতরাং ১৫ই আগস্টে সেনাপ্রধান ও সিজিএসসহ দায়িত্বে থেকেও যাঁরা নিষ্ক্রিয় থাকলেন তাঁরা একদিকে শপথ ভঙ্গ ও সেনা আইন লঙ্ঘনে যেমন নিজেরা অপরাধী হয়েছেন, তেমনি হয়তো মনের অজান্তেই নিজেদের কবর রচনার পথকে সুগম করেছেন।

> **সাংবাদিক মাসকারেনহাসের লিখিত–'বাংলাদেশ আ লিগ্যাসি অব ব্লাড' গ্রন্থের ৯২ পৃষ্ঠায় এভাবেই উক্তিটির উল্লেখ আছে। ১৯৭৫ সালের ২ নভেম্বর দিবাগত রাতের শেষার্ধে, অর্থাৎ ৩ নভেম্বর প্রত্যুষে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে পোশাক পরিহিত সেনা সদস্যরা গুলি ও বেয়নেট চালিয়ে হত্যা করে বাংলাদেশের চার জাতীয় নেতা–সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে।**

প্রয়াত মেজর জেনারেল মঈনুল হুসেন চৌধুরী বীর-বিক্রম কর্তৃক লিখিত–'The silent witness by a Genarel' গ্রন্থ থেকে দু-একটি উদ্ধৃতি দিই। বইয়ের ৭৭ পৃষ্ঠায় জেনারেল মঈন লিখেছেন, রাষ্ট্রপতি হত্যাকান্ডের খবর পেয়ে দায়িত্বশীল পদে থেকে যাঁরা নিষ্ক্রিয় থেকেছেন তাঁরাও সমান অপরাধে অপরাধী এবং সশস্ত্র বাহিনী আইনের ৩১ ধারা অনুসারে গুরুদন্ড পাওয়ার মতো অপরাধে দোষী। বইয়ের ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, রাষ্ট্রপতি হত্যার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বে থাকাদের অবশ্য কর্তব্য ছিল সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বিদ্রোহ দমন, খুনিদের গ্রেপ্তার ও কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে সবার বিচার করা। কিন্তু ১৫ আগস্টে সেটা হয়নি। সেনা আইন অনুসারে সেনা শৃঙ্খলার স্বার্থে, দেশের সংবিধান ও স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে এমন কথা বলার সুযোগ নেই যে রক্তপাত এড়ানোর জন্য খুনি রাষ্ট্রদ্রোহীদের সঙ্গে সবাই মিলেমিশে গেলাম। তাহলে তো সর্বত্র খুনিদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, বাংলাদেশে সেটাই হয়েছে। রাষ্ট্রের সংবিধান ও সার্বভৌমত্বের ওপর আক্রমণ হবে, আর রক্তপাত এড়ানোর জন্য সবাই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, এটা তো হতে পারে না।

এবার ৩ ও ৭ নভেম্বরের কথায় আসি। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ছিল খুবই সংকীর্ণ এবং তখন সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও রেষারেষির ফল। এর সঙ্গে জাতীয় স্বার্থ, নীতি ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কোনো কিছুরই সংস্রব ছিল না। ফলে তা টেকসই হয়নি, বরং খালেদ মোশাররফ নিজের জীবন দিয়ে নিজের ভুলের খেসারত দিয়েছেন। জেনারেল মঈন তাঁর বইয়ের ৯২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের পেছনে ভারতের কোনো হাত ছিল না, এটা আওয়ামী লীগের পক্ষে বা আওয়ামী লীগ সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনো চেষ্টা ছিল না। জেলহত্যার খবর পান খালেদ মোশাররফ ৪ নভেম্বর সন্ধ্যার কিছু আগে, ঘটনার প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর। এতেই বোঝা যায়, খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের সঙ্গে ভারত ও আওয়ামী লীগের কোনো সংযোগ ছিল না। ৩ নভেম্বর প্রত্যুষে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে নিজ গৃহে বন্দি রেখে খালেদ মোশাররফ ৬ নভেম্বর পর্যন্ত বঙ্গভবনে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে দেনদরবার বোঝাপড়ায় ভীষণ ব্যস্ত থাকেন, সেনানিবাসে কী ঘটছে তার খবর রাখেননি। এটা ছিল চরম ভুল কাজ। এই কয়েক দিন সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড বলতে কিছুই ছিল না। ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে চক্রান্তকারীদের জন্য ফাঁকা মাঠের সৃষ্টি হয়ে যায়। এর পূর্ণ সুযোগ নেয় ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পেছনের ষড়যন্ত্রকারী দেশি-বিদেশি পক্ষ। সেনানিবাসের প্রতিটি ব্যারাকে হাজার হাজার লিফলেট ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যার মূল কথা ছিল, খালেদ মোশাররফ ভারতের দালাল, ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করে দিচ্ছেন, শিগগিরই ভারতীয় সেনাবাহিনী চলে আসছে ঢাকায়। এটা কাদের কাজ হতে পারে। হ্যাঁ, এ কথাও ঠিক, ফাঁকা মাঠ পেয়ে কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার লোকজনও অতি তৎপর হয়ে ওঠে। পক্ষের লিফলেটের ভাষা ছিল একেবারে ভিন্ন। সৈনিকদের দাবিসংবলিত কল্পিত বিপ্লবের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তাতে উল্লেখ করা হয়। ৬ নভেম্বর দিবাগত রাত ১২টার পরপরই একদল জেসিও-এনসিও জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দি থেকে মুক্ত করে বঙ্গবন্ধু হত্যায় অংশগ্রহণকারী ২ ফিল্ড রেজিমেন্টের অফিসে নিয়ে যায়, যার কমান্ডিং অফিসার তখন বঙ্গবন্ধুর খুনি মেজর মহিউদ্দিন। তাতে বোঝা যায় সেদিন গৃহবন্দি থেকে মুক্ত হয়ে জেনারেল জিয়া পাকিস্তান থেকে ফেরত তথাকথিত বিপ্লবী অমুক্তিযোদ্ধা জেসিও-এনসিওদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

NUR BEPARY AUTO REPAIR
& BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com



জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা

(৩ পাতার পর)

বাংলাদেশের একাত্মতা প্রকাশের কথাও প্রদত্ত বক্তব্যে উল্লেখ করেন তিনি।

সন্ত্রাসবাদ এবং এর যে কোনো ধরণ বা রূপের প্রতি বাংলাদেশের জিরো টলারেন্স নীতির পুনরুল্লেখ করে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদ দমনে গৃহীত সকল আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত। সন্ত্রাসবাদ, সহিংস চরমপন্থা, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নসহ এধরণের যেকোনো হুমকি দমনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার যে সকল আইন প্রণয়ন এবং নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

রেজুলেশন ১৩৭৩ এর কার্যকর বাস্তবায়নে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা সক্ষমতার ঘাটতি, সকল স্তরে কার্যকর আন্ত:সীমান্ত সহযোগিতা, দেশগুলোর মধ্যে অপারেশনাল তথ্যের নির্বিঘ্ন আদান-প্রদান এবং সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস চরমপন্থার মূল কারণগুলো মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি এক্ষেত্রে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে জোরালো সহযোগিতার আহ্বান জানান।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার সকল আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় একটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে থাকার জন্য বাংলাদেশের যে অবিচল অঙ্গীকার রয়েছে তা পুনর্ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

যে রক্তের অভিশাপ এখনো

(৬ পাতার পর)

খুনি মেজর মহিউদ্দিনের অফিসকেই তিনি নিরাপদ মনে করেছেন। জেনারেল জিয়ার সঙ্গে কর্নেল তাহের দেখা করতে আসেন সকাল ৬টা-সাড়ে ৬টার দিকে। কিছু কথা বিনিময়ের পরই তাহের বুঝতে পারেন জিয়ার দ্বারা তাঁদের কল্পিত বিপ্লবের কোনো কার্য সাধন হবে না, বরং উল্টো হতে চলেছে। জিয়ার সঙ্গে থাকা দু-একজন অফিসার তাহেরকে ভারতের দালাল বলে ভৎর্সনা করেন। ফলে জিয়ার সামনেই তাঁদের প্রচন্ড ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করেন। তাহের আসার আগেই মুক্ত হয়ে যে ছয়-সাত ঘণ্টা পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত ও বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণকারী জেসিও-এনসিও দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন তখনই জিয়া সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবং পরবর্তী সময়ে সব কাজ সেভাবেই করেছেন। সুতরাং তাহেরকে সেদিন ব্যর্থ মনোরথে ফেরত যেতে হয় এবং পরবর্তী ৯ মাসের মাথায় প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে জিয়া তাহেরকে ফাঁসিতে ঝোলান। জেনারেল মঈন উল্লিখিত বইয়ের ৯৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ঢাকায় অবস্থিত বেঙ্গল ইউনিটগুলো যোগ দেয়নি। যোগ দিয়েছে বঙ্গবন্ধুর হত্যায় জড়িত আর্টিলারি ও ট্যাংক ইউনিট এবং অন্যান্য ইউনিটের সৈনিকরা। ৭ নভেম্বর সকালে শেরেবাংলানগরে অবস্থিত ১০ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসে জেনারেল খালেদ মোশাররফকে হত্যা করা হয়। জিয়া চার দিন গৃহবন্দি ছিলেন। তাঁর গায়ে একটা টোকাও লাগতে দেননি খালেদ মোশাররফ। অথচ জিয়া মুক্ত হয়ে যথেষ্ট সময় পাওয়ার পরও খালেদ মোশাররফ নিহত হলেন। ডজনখানেক অফিসার বিদ্রোহী জোয়ানদের হাতে নিহত হন।

প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকলেও জেনারেল জিয়া এসব হত্যাকান্ডের কোনো তদন্ত এবং বিচার করলেন না। কেন করলেন না, সে প্রশ্নের উত্তর থেকেও নেই। ৭ নভেম্বরকে কেউ কেউ বিপ্লব ও সংহতি দিবস বলে থাকেন। কিন্তু বিপ্লবের নেতা কে, সেটা কেউ বলতে পারেন না। ৭ নভেম্বরের ঘটনায় বিপ্লবের কী কী বৈশিষ্ট্য ছিল, তা কেউ বলতে পারেন না। আর সংহতি, সেটা কার সঙ্গে কার। কিছু উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক শহরে দোকানপাট লুট করার সুবিধার্থে বিপ্লব জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ স্লোগান দেয়। ৭ নভেম্বরের মাধ্যমে যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন তাঁদের সঙ্গে সংহতি হয় একাত্তরের পরাজিত পক্ষ জামায়াত, রাজাকার, আলবদরদের। ফলে মাত্র কিছুদিনের মধ্যে জিয়াউর রহমান প্রধানমন্ত্রী বানালেন রাজাকার শিরোমণি শাহ আজিজকে। মন্ত্রী হলেন যুদ্ধাপরাধী আবদুল আলিম। ৭ নভেম্বর রক্তের ওপর পা রেখে যাঁরা রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে এলেন তাঁরা আজও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তাই সংঘাতহীন উন্নত শান্তিময় বাংলাদেশ চাইলে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট এবং ৭ নভেম্বরের কলঙ্ক ও অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে হবে।

লেখক: রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অর্জনে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

সেসে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৩ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

ইসকনের ভিন্নমত

গত ৩০ অক্টোবর নয়া দিগন্তে 'ইসকনের মন পেতে প্রতিযোগিতা' শীর্ষক প্রকাশিত কলামের ব্যাপারে ইসকন তার ভিন্নমত জানিয়েছে। এ ব্যাপারে ইসকন বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী স্বাক্ষরিত ইসকনের মতামতের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু নিচে প্রকাশ করা হলো। এতে বলা হয়েছে- 'ইসকনের মন পেতে প্রতিযোগিতা' শীর্ষক প্রকাশিত লেখায় আমরা ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। ওই প্রবন্ধে লেখক গৌতম দাস উদ্ভট কাল্পনিক ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে ইসকনের প্রতি বিষোদগার করেছে। এরূপ লেখনী মানুষকে তার স্বীয় অধিকার রক্ষা ও ন্যায়ের জন্য প্রতিবাদ করার শক্তিকে রহিত করবে এবং সমাজকে দুষ্কর্মে উৎসাহিত করে এক ভয়ানক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। লেখক অনেক বিষয়ের অবতারণা করেছেন, তন্মধ্যে সংশ্লিষ্ট আমাদের প্রতিবাদ ভাষ্য উপস্থাপন করা হলো-

'সাম্প্রতিক সময়ে সনাতন ধর্মের জনসাধারণের ওপর দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা, অত্যাচার, নিপীড়নের ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে। নোয়াখালী ইসকন মন্দিরসহ বিভিন্ন মন্দিরে বিগ্রহ-প্রতিমা, মন্দির ভাঙচুর করা হয়েছে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট করা হয়েছে। বহু আহত ও গুরুতর আহত হয়েছে। হত্যাসহ নারীদের শ্লীলতাহানির মতো জঘন্য ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। নোয়াখালী জেলায় আর্ত নিরীহ লোকদের করুণ আবেদনে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে বিবেকবান মানুষসহ সব মানবহিতৈষী সংগঠনের প্রতিবাদ করা, প্রতিকারের দাবি জানানো অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। সবার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসকন তাই করেছে। শুধু তাই নয়, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ইসকন এরূপ পরিস্থিতি রোধে জনসচেতনতা, জন অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়ে জনসমাবেশ করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে। স্মারকলিপিতে বিরাজমান পরিস্থিতি, সমস্যা উল্লেখসহ প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়েছে এবং সমাধানের লক্ষ্যে আন্তঃসম্প্রদায় সম্প্রীতি বজায় ও জোরদার করার জন্য কিছু প্রস্তাবও উপস্থাপন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ও বিশ্ব মানবাধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এরূপ অবস্থায় নির্বিকার মৌনভাব অবলম্বন অন্যায় ও দুষ্কর্মের প্রতি সহায়তার নামান্তর।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





আমাদের কাছে ঠিকানা পাবেন

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "'ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টদের বৈধ স্ট্যাটাস দানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে আপডেটঃ

কংগ্রেসের সর্বশেষ 'বিল্ড ব্যাক বেটার' প্যাকেজের ইমিগ্রেশনের ধারা সমূহঃ

হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ ১.৭৫ ট্রিলিয়ন সোস্যাল স্কেন্ডিং প্যাকেজ (সামাজিক ব্যয় প্যাজেক) এর সর্বশেষ ভার্সনে যে ইমিগ্রেশন প্রভিশন অন্তর্বুক্ত করা হয়েছে তাতে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত আনডকুমেন্টেড মানুষদের ১০ বছরের ওয়ার্ক পারমিটের ধারা প্রত্যাতাহর করা হয়েছে। গত ৩ নভেম্বর হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ প্রকাশিত 'বিল্ড ব্যাক বেটার' প্যাকেজে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রায় ১ কোটি ৯০ লাক আনডকুমেন্টেড মানুষের জন্য নাগরিকত্ব লাভের পথ উন্মুক্ত থাকবে না। এই কর্মসূচিতে প্যারোলের সুযোগ থাকবে তাদের জন্য যারা ২০১১ এর পূর্বে থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছে। প্রাথমিকভাবে এটা হবে ৫ বছরের জন্য- পরে সেটা আরও ৫ বছরের জন্র বাড়ানোর আবেদন করতে পারবেন। প্রালোজের এই ধারায় সাময়িক স্ট্রাটাস নিশ্চিত করলেও তা হবে অনেকটা প্রেসিডেন্ট ওবামার 'ড্রিমারদের' যে করম সুযোগ দিয়েছিলো তেমনটা, তাতে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট বা নাগরিকত্ব লাভের কোন সুযোগ থাকবে না। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই ধারায় সাময়িক স্ট্যাটাস পাওয়া গেলেও, আনডকুমেন্টেড বহু ইমিগ্র্যান্টর জন্য কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পেতে সাহায্য করবে। বর্তামনে আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টরা তাদের পরিবারের সদস্য বা নিয়োগ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রেসিডেন্সি লাভের যোগ্যতা অর্জনের কোন সুযোগ নেই।

প্রতিনিধি পরিষদের জুডিসিয়ারি কমিটির চেয়ারম্যান জেরল্ড ন্যাডলার, নিউইয়র্কের একজন ডেমক্র্যাট প্রতিনিধি বলেছে, পার্লামেন্টে পাশ হওয়ার জন্য এটাই সর্বোত্তম পন্থা। এখানে উল্লেখ্য, প্রস্তাবনাটি সিনেটে উত্থাপিত সমন্বয় এবং সামাজিক ব্যয় বিলের মতই। ডেমোক্র্যাটদের আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টদের একটা স্বস্তি দেয়ার উপায়মাত্র। অবশ্য এখনও কিছুই চূড়ান্ত নয়। আমরা বিষয়টির প্রতি তীব্র নজর রাখছি। এবং প্রস্তাবনাটি গৃহীত হওয়ার পর আবেদন করার জন্য যারা যোগ্য সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে দেব।

নিউইয়র্ক থেকে এম হকের প্রশ্নঃ

আমি বাংলাদেশে বসবসকারী আমার এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বন্ধুর জন্যে এই চিঠি লিখছি। আমার বন্ধুর ইচ্ছা সে এদেশে ব্যবসা করবে। সে কারণে তাদের জন্য এদেশে ব্যবসার ভিসা এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি। আশা করি এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

এম হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

যুক্তরাষ্ট্রে বিজনেস আইন এবং নীতিমালা খুবই নমনীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা করার ব্যাপারে বিদেশীদের জন্য উৎসাহ ব্যঞ্জক। উন্নত অনেক দেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা করার শর্ত অনেক কম। যার ফলে কেউ ভিসা ছাড়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে না এসেও ব্যবসা শুরু করতে পারেন এবং ব্যবসার মালিক হতে পারেন।

একটি বিষয় জানা আবশ্যক যে, আমেরিকার বাইরে থেকে ব্যবসা চালাতে পারলেও দেশের অভ্যন্তরে বৈধ ভিসা ছাড়া ব্যবসা করার অনুমতি পাবেন না। যে কোন ধরনের ভিসা ছাড়াই কেউ কোন ইউএস কর্পোরেশনের পরিচালক এবং অংশিদার হতে পারেন। কিন্তু ভিসা ব্যতিত এদেশের অভ্যন্তরে কোন কর্মকর্তা হতে বা কোন দায়িত্ব সাধারণতঃ পালন করতে পারবেন না। তাই বৈধ ভিসা ব্যক্তি কর্পোরেশনের বা এলএলসিতে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কাজ করার অনুমতি পাওয়া যাবে না।

শেষ কথা হচ্ছে, আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রে এসে কোন ব্যবসা শুরু করতে চান, তবে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক ভিসার কোন একটি আপনার অবশ্যই থাকতে হবে। ভিসা ছাড়া কোন আমেরিকান কোম্পানির ব্যবসা-ব্যবস্থাপনা বৈধভাবে করতে পারবেন না। ভিসা ছাড়া আপনি যদি আপনার কোম্পনির হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করেন, সেক্ষেত্রে আপনি ডিপোর্টেড হবেন। আর কখনো যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অধিকার পাবেন না। আর অবৈধ কোন বিদেশিকে কাজে নিয়োগ করার জন্য আপনার কোম্পানিকে জরিমানা করা হতে পারে। বিদেশে ব্যবসায়ী মালিকদের জন্য বেশ কয়েক ধরনের ভিসা আছে। কোনটি আপনার জন্য উপযুক্ত সেটি আপনাকে বেছে নিতে হবে।

বি-ওয়ান/বি-টু ভিসাঃ

বি-ওয়ান/বি-টু ভিসা একটি সাময়িক ভিসা- যা ভিসা প্রদানকারীকে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের ব্যবসার ব্যবস্থাপনা অথবা ভ্রমণের



জন্য দেয়া হয়। বি-ভিসা খুব ব্যাপক এবং একমাত্র শিক্ষা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় সকল উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে ভ্রমণ করা যায়। শিক্ষার উদ্দেশ্যে এফ ওয়ান ভিসা প্রদান করা হয়। বি-ওয়ান ভিসা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ভ্রমণ এবং বি-টু ভিসা হচ্ছে টুরিস্ট ভিসা যা ভ্যাকেশন বা পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ভিসা।

নিচের বিষয়গুলোর জন্য বি-ওয়ান/ বি-২ ভিসা দেয়া হয়ঃ

বিজনেস পরিচালনা যেমন চুক্তি স্বাক্ষর অথবা কোন বিজনেস মিটিংয়ে যোগদান। পেশাগত, শিক্ষা অথবা চলমান বিজনেস পরিচালনা সংশ্লিষ্ট কোন কনফারেন্সে যোগদান।

কনসার্ট বা দেশ ক্লাসে অংশগ্রহণ যেখানে বি-ওয়ান/ বি-টু ভিসাধারীদের কোন অর্থ প্রদান রকা হয় না।

বি-ওয়ান/ বি-টু ভিসাধারীরা কোন পড়াশোনা অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহন করতে পারবেন না। কোন ইউএস কোম্পানির হয়ে কাজ করতে পারবে না। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে বি-ওয়ান ভিসা কোন ইউএস কোম্পানীর পক্ষে কাজ করার জন্য ইস্যু করা হয় না। বিদেশের কোন কোম্পানি মিটিং এ প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন, তবে কোন ইউএস কোম্পনির প্রতিনিধিত্ব করতে হলে লাগেব ই এবং এল ভিসা।

সাময়িক শ্রমিকদের জন্য ই ভিসাঃ

বাণিজ্য চুক্তি (ই-ওয়ান) এবং বাণিজ্যে বিনিয়োগ (ই-টু) ভিসা সেই সব দেশের নাগরিকদের দেয়া হয় যেসব দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য এবং নেভিগেশন চুক্তি আছে। বাংলাদেশও এই চুক্তির অংশীদার। এই ট্রিট্রিভুক্ত সব দেশের তালিকান পওয়া যাবে ইউএস স্টেট ওয়েবসাইটে। ট্রিটি টেড্রার (ই-ওয়ান) এবং ট্রিটি ইনভেস্ট (ই-টু) ভিসার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন তারাই যাদের যুক্তরাষ্ট্রে আসেত হবে অবশ্যই কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক কাজে। যেমন সেবা বা প্রযুক্তি বাণিজ্য। যা যুক্তরাষ্ট্র এবং ট্রিটি যুক্ত দেশের মধ্যে সম্মত কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। অথবা এমন ব্যবসায়িক উদ্যোগ যেখানে আবেদনকারীর উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ রয়েছে। ই-ভিসাধারীদের ই স্ট্যাটাস প্রত্যাহার করে নেয়া হলে তাদের অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের অঙ্গিকার থাকতে হবে।

ট্রিট্রি ট্রেডার্স, ট্রিট্রি ইনভেস্টর অথবা তাদের ব্যবসার কর্মচারিদের স্বামী বা স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ডিপেন্ডেন্ট ই-ভিসা পেতে পারেন। ই-ভিসা প্রাপ্তরা ততদিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে পারবেন যতদিন ইমিগ্রেশন কাজ করার অনুমতি দেবেনা। ই-ভিসা প্রাপ্তাদের উপর যারা নির্ভরশীল তারা যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর কাজের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

যোগ্যতাঃ

ট্রিট্রি ট্রেডার (ই-ওয়ান) ভিসার জন্য যোগ্যতাঃ

আবেদনকারীকে অবশ্যই ট্রিট্রিভুক্ত দেশের নাগরিক হতে হবে,

আবেদনকারী যে ট্রেডিং ফার্মের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আসবেন, ট্রিট্রিযুক্ত দেশের তার অবশ্যই নাগরিকত্ব থাকতে হবে,

আন্তর্জাতিক ট্রেড হিসেবে অবশ্যই 'উল্লেখযোগ্য' হতে হবে,

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং ট্রিট্রিভুক্ত দেশের নাগরিকদের মধ্যে ৫০ ভাগের বেশি অংশ থাকতে হবে,

আবেদনকারীকে সুপারভাইজার বা নির্বাহী পদে কর্মরত থাকতে হবে। অথবা তার ফার্ম পরিচালনার জন্য বিশেষ দক্ষতা থাকতে হবে,

স্ট্যাটাস শেষ হলে তাকে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যেতে হবে।

ট্রিট্রি ইনভেস্টর ভিসা (ই-টু)ঃ

ইভেস্টর ব্যক্তির অংশিদারিত্ব বা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান হোক, তাকে অবশ্যই ট্রিটি দেশের নাগরিকত হতে হবে।

ব্যবসার ক্ষেত্রে ৫০ ভাগ ব্যবসার মালিকানা থাকতে হবে ট্রিটি দেশের নাগরিকের,

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সফল পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ থাকতে হবে,

প্রকৃত বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ হতে হবে।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটিকে প্রমান করতে হবে বিনিয়োগে টিকে থাকার জন্য মুনাফা যথেস্ট, কিংবা এদেশর অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবাদন থাকতে হবে।

বিনোয়োগের জন্য অর্থ লাগবেঃ

বিনিয়েগের জন্য সেই অর্থে নির্দিষ্ট পরিমান নেই। তবে সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ প্রয়োজন। বিনিয়োগকারী পরিবার এবং অন্যান্য কর্মচারীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জনের সামর্থ থাকার মত বিনিয়োগ জরুরী।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনা-মুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
২৬ বছরে
The Weekly Bangla Patrika

আমেরিকার গণতন্ত্র ও ‘সফট পাওয়ার’

জোসেফ এস নাই

আন্তর্জাতিক ট্রান্স-আটলান্টিক ফরেন পলিসির সাম্প্রতিক একটি সভায় আমার এক ইউরোপীয় বন্ধু বলছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ‘হার্ড পাওয়ার’ (সামরিক সক্ষমতা, অর্থনৈতিক সামর্থ্য ইত্যাদির ক্ষমতা) ক্রমে কমছে। এটি তাঁকে উদ্বিগ্ন করলেও একই সঙ্গে আশ্বস্ত করছে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের হার্ড পাওয়ার বাড়তে থাকলে অন্য দেশের ওপর সামরিক অভিযানের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। ওই বন্ধু বলছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিমন্ডলে যা ঘটছে এবং ঘটমান বিষয়গুলোর কারণে আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতির অধীন ‘সফট পাওয়ার’ (মুক্ত গণমাধ্যম, প্রতিবাদের স্বাধীনতা ইত্যাদি সংরক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত রাষ্ট্রের নৈতিক শক্তি) যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাতে তিনি আগের চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। তাঁর এই ভয় পাওয়াটা কতখানি যৌক্তিক, তা ভেবে দেখা দরকার।

মার্কিন সফট পাওয়ার যখন অন্যদের আকৃষ্ট করতে পারে, তখন তা অংশত আমেরিকান সংস্কৃতি ও পররাষ্ট্রনীতিকে জোরালো করে। আমরা মার্কিন নাগরিকেরা অভ্যন্তরীণ পরিমন্ডলে কীভাবে গণতন্ত্র চর্চা করি, তার ওপরও আমেরিকান সফট পাওয়ার অনেকটা নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক জরিপগুলো দেখিয়েছে, সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসন আমেরিকান সফট পাওয়ারের প্রতিনিধিত্ব করেনি। শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নিজের স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার স্লোগান দিয়ে ট্রাম্প যে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছিলেন, তা মিত্রদের এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে হতবাক করেছিল। এ ছাড়া করোনা মহামারি মোকাবিলায় ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া নিয়েও বিশ্ববাসী হতাশা প্রকাশ করেছিল।

সামরিক বাহিনীর মতো হার্ড পাওয়ার সব সময় সরকারের সঙ্গে অভিন্ন শক্তি হিসেবে থাকে। কিন্তু বহু সফট পাওয়ার বা অন্তঃস্থ শক্তি আছে, যা সরকারি কাঠামো থেকে বিযুক্ত এবং তা অন্যদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে।

যুক্তরাষ্ট্রের সফট পাওয়ারের ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা মসৃণভাবে হস্তান্তরে ট্রাম্পের বাধাদান। ক্যাপিটল হিলে ট্রাম্পের অনুসারীদের তান্ডব পুরো আমেরিকার সফট পাওয়ারকে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এতে আমেরিকার আকর্ষণী ক্ষমতা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। সেই নিষ্প্রভ সফট পাওয়ারকে কি আবার আগের জায়গায় ফেরানো সম্ভব হবে?

সামরিক বাহিনীর মতো হার্ড পাওয়ার সব সময় সরকারের সঙ্গে অভিন্ন শক্তি হিসেবে থাকে। কিন্তু বহু সফট পাওয়ার বা অন্তঃস্থ শক্তি আছে, যা সরকারি কাঠামো থেকে বিযুক্ত এবং তা অন্যদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। হলিউডের সিনেমায় এবং জনপ্রিয় আমেরিকান সংগীতে যেভাবে নারীর স্বনির্ভরতা অথবা সংখ্যালঘুর ক্ষমতায়নকে উৎসাহ দেওয়া হয়, তা বিশ্বের অন্যদের আকৃষ্ট করে।

আগেও যুক্তরাষ্ট্রের সফট পাওয়ারের ওপর বড় বড় আঘাত এসেছে। সেসব আঘাতের জখম দ্রুত সারিয়ে তোলার ক্ষমতাও আছে তার। এমন নজির আমরা দেখেছি। ১৯৬০-এর দশকে আমেরিকার বর্ণবাদের রেশ ধরে বিভিন্ন শহরে দাঙ্গা হয়েছিল এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি ভবনগুলোতে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটিতে বিক্ষোভকারী অনেক ছাত্রকে গুলি করে মেরে ফেলেছিলেন ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা। আমরা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এবং দুজন কেনেডিকে গুপ্তহত্যার শিকার হতে দেখেছি। জর্জ ওয়ালেশের মতো জনতুষ্টিবাদী নেতাকে ঘৃণার আগুন ছড়াতে দেখেছি। কিন্তু কয়েক দফা রাজনৈতিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে এক দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সেই ক্ষত সারিয়ে তুলতে সক্ষম হয়।

সামরিক বাহিনীর মতো হার্ড পাওয়ার সব সময় সরকারের সঙ্গে অভিন্ন শক্তি হিসেবে থাকে। কিন্তু বহু সফট পাওয়ার বা অন্তঃস্থ শক্তি আছে, যা সরকারি কাঠামো থেকে বিযুক্ত এবং তা অন্যদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। হলিউডের সিনেমায় এবং জনপ্রিয় আমেরিকান সংগীতে যেভাবে নারীর স্বনির্ভরতা অথবা সংখ্যালঘুর ক্ষমতায়নকে উৎসাহ দেওয়া হয়, তা বিশ্বের অন্যদের আকৃষ্ট করে। একইভাবে আমেরিকার মুক্ত গণমাধ্যম, দাতব্য ফাউন্ডেশনগুলোর সমাজসেবামূলক কাজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুসন্ধানী তদন্তের স্বাধীনতাও বহির্বিশ্বের সবাইকে উজ্জীবিত করে। আমেরিকার বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, ফাউন্ডেশন প্রতিবাদ সমাবেশ এমনকি চার্চগুলো দেশটির সফট পাওয়ার বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রেখে থাকে। মনে রাখতে হবে, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সফট পাওয়ার বাড়াতে পারে, কিন্তু ক্যাপিটল ভবনে যা হয়েছিল, তা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের ধারণা থেকে অনেক দূরের জিনিস। এর মধ্য দিয়ে ট্রাম্প রাজনৈতিক মেরুকরণের পথ বেছে নিয়েছিলেন। এর জন্য তিনি বাইডেন শিবিরের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের তথ্য ছাড়াই ভোট চুরির অভিযোগ এনেছিলেন। এখনো ট্রাম্প সেই অবস্থান থেকে সরে আসেননি। নৈরাশ্যবাদী অনেকেই এটা ভেবে উদ্বিগ্ন যে ট্রাম্পের সেই বিভাজনের রাজনীতি আবার ফিরে আসতে পারে।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের সফট পাওয়ারের ক্ষতি আবার সারাই করার মতো সম্পদ তার হাতে রয়েছে। দেশটিতে এখনো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আছে, স্বাধীন বিচার বিভাগ আছে এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের স্বাধীনতা আছে। এই সম্পদ দিয়েই দেশটির সফট পাওয়ার আবার জাগরিত করা সম্ভব হবে। যখন সরকারের কোনো ভুল নীতি সেই সফট পাওয়ারকে দুর্বল করতে শুরু করে, তখন এই তিন সম্পদ সেই ত্রুটিকে সারিয়ে তোলে।

আমি আমার সেই ইউরোপিয়ান বন্ধুকে বলেছি, নতুন নতুন প্রজন্ম আসে এবং মূল্যবোধও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু আশা বাঁচিয়ে রাখে সবচেয়ে নবীন প্রজন্ম। সেই নতুন প্রজন্মই আমেরিকার সবচেয়ে বড় সফট পাওয়ার বা ভেতরের শক্তি।

ইংরেজি থেকে অনূদিত, স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

জোসেফ এস নাই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের **অধ্যাপক ও ডু মোরালস ম্যাটার বইয়ের লেখক**

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ২৬ বছরে
The Weekly Bangla Patrika

আবারও ধর্ম ব্যবসায়ীদের ধর্মানুভূতিতে আঘাতের অন্তরালে সেই পুরাতন খেলা

প্রদীপমালাকার

গত ১২ অক্টোবর কুমিল্লার নানুয়া দীঘির পাড়ে মৌলবাদী শক্তি দুর্গা মন্দিরে কোরান রেখে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এলাকার প্রায় ৯ টি মন্দির ভাঙচুর করে দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি করে। এর পর থেকে কুমিল্লা শহরের প্রায় সব মন্দিরে কোন পূজা হয়নি। ভয়ে, আতঙ্কে অনেক মন্দিও কমিটি পূজা অসমাপ্ত রেখে অষ্টমী দিনই দুর্গা বিসর্জন দিয়ে ফেলেছে। কুমিল্লার নানুয়া দীঘির ঘটনার গুজব ছড়িয়ে পরের ২দিনে ভোলা, চট্টগ্রাম, ফেনী, বাঁশখালী, সাতক্ষীরা, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালীর চৌমহনী, পার্বত্য চট্টগ্রামের লামায়, রংপুরের পীরগঞ্জ সহদেশের বহু স্থানে ধর্মান্ধগোষ্ঠী শতশত মন্দির ভাঙচুর, বাড়ি ঘর দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও অসংখ্য নারীর শীলতা হানি ঘটায়। চৌমুহনীতে হায়েনার দল ১০বৎসরের মেয়ে সহ মা-কে ধর্ষণ করে। পরের দিন মেয়েটি মারা যায়। গত ২২ অক্টোবর নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে রাতের আঁধাওে অন্তঃসত্তা গৃহবধূকে একাধিক মৌলবাদী গণধর্ষণ করার পর হত্যা করে ফেলে যায়। গৃহবধূর মৃত্যু নিশ্চিত করার পরেও মৌলবাদীরা ধর্ষণ করে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় দুই পুরুহিত সহ ৯ জনের প্রানহানীর ঘটনা ঘটেছে। এই সকল নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের পিছনে কাদের হাত আছে? গত কয়েক দিনের সারা দেশ ব্যাপী সাম্প্রদায়িক তান্ডব ও সংখ্যালঘু নির্যাতনে কারা লাভবান ও কারা খতিগ্রস্থ হয়েছে?

প্রিয় পাঠক, কুমিল্লার নানুয়ার দীঘির ঘটনাটি বোজতে কোন গবেষণার প্রয়োজন নেই, শুধু এই সরকারের গত আমল থেকে বর্তমান আমলে ঘটে যাওয়া এই জাতীয় কয়েকটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করলে ষড়যন্ত্রের মোটিভ সম্পর্কে ধারনা করা যেতে পারে। সেই চট্টগ্রামের রামু থেকে শুরু করে রংপুরের ঠাকুর বাড়ি, সাতক্ষীরা, পাবনার সাথিয়া, নাসির নগর, কুমিল্লার মুরাদনগর, সিলেটের শাল্লায় ও কুমিল্লার নানুয়ার দীঘির ঘটনাগুলো একই সুত্রে গাথা। নির্যাতনের প্যাটার্নও একই ধরনের। দেশের জামায়াত শিবির, হেফাজত তথা মৌলবাদী ইসলামী দলগুলো সেই পুরনো কৌশল ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার অজুহাতে সাধারণ মানুষকে উস্কানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক হামলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলা। ধর্মান্ধ দলগুলো ধর্মানুভুতির এই অস্ত্র টি ব্যবহার করে একদিকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মন ভেঙ্গে দিয়ে তাদেরকে দেশ থেকে বিতারণের পথ সুগম করা ও আওয়ামী লীগকে সংখ্যালঘুদের কাছে জনপ্রিয় হীন করে ভোট ব্যাংকে ধস নামানো।

অপর দিকে সরকারকে দেশে বিদেশে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে পারবে। প্রথমে কুমিল্লার নানুয়ার দীঘি দিয়ে শুরু করে পিছনের কয়েকটি ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। কুমিল্লার নানুয়ার দীঘিতে দুর্গা মন্দিরটির অবস্থান খুব সুরক্ষিত নয়। সপ্তমী পুজার দিন পুরোহিত পূজা সেরে রাত ১২ টায় বাতি নিভিয়ে চলে যান। সারা রাত পাহারা দিয়ে দুই সিকিউরিটি গার্ড ভোর ৬ টায় চলে যায়। সকাল ৮টায় পুরোহিত ও কমিটির লোক এসেই দেখেন হনুমান মূর্তির কোলে একটি কোরান রাখা আছে। তাৎক্ষনিকভাবে পুলিশকে খবর দিয়ে কুরআনটি সরিয়ে নেয়া হয়। পুরোহিত, স্থানীয় ও কমিটির লোকের ভাষ্য মতে রাতের অন্ধকারে দুই সিকিউরিটির গার্ডের দুর্বলতার সুযোগে কে বা কারা পবিত্র কোরানটি রেখে দিয়েছে। অথবা সপ্তমী পূজার দিন কিছু অপরিচিত লোক মন্দিরের সামনে ঘন ঘন পায়চারী করতে দেখেছে। মন্দির কমিটির লোকজন আরও দাবী করেন, ঘটনাটি প্রকাশ হওয়ার বা পুলিশ আসার আধা ঘণ্টার ভিতরে কয়েক শ লোক লাঠিসোটা ও অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মন্দিরে হামলা চালায়। স্পষ্টতই বুঝা গিয়েছিল, হামলাকারীরা পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখে ছিল। এই লেখা শেষ করার পূর্বে খবর আসে, পুলিশ সিসি টিভি ফুটেজ দেখে ইকবাল হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছে, যে কোরানটি হনুমানের কোলে রেখে ছিল। তার বাড়ি সুজানগর, সে এলাকার নুর আহম্মদ আলমের ছেলে। তাকে পুলিশ কক্সবাজার থেকে আটক করে এবং পুলিশী জেরায় সে মন্দিরে কোরআন রাখার কথা স্বীকার করে। পুলিশ ও স্থানীয়দের ধারণা ঘটনার সাথে তৃতীয় পক্ষ জড়িত। পুলিশের ভাষ্য মতে, ভবঘুরে ইকবালকে তারা ব্যবহার করেছে।

এবার পিছনের কয়েকটি ঘটনার আলোকপাত করা যাক। ২০১৯ সালে মৌলবাদী শক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবার হত্যা আন্দোলন, ভারত-বাংলাদেশ পানি চুক্তি এবং কতিপয় আওয়ামী যুব নেতাদের ক্যাসিনো কান্ডকে পূঁজি করে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। আর এই আবহর মধ্যে ২০১৯ সালের ১৯ অক্টোবর ভোলার বোরহানউদ্দিনে বিল্লব চন্দ্র শুভ নামে এক যুবকের ফেসবুক মেসেঞ্জার থেকে হযরত মুহাম্মদ(সাঃ)-কে নিয়ে কথিত কটূক্তির স্ক্রিনশট ফেসবুকে ছড়িয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়। কথিত বিল্লব ঘটনার আগের দিন থানায় এসে নিজ থেকে জানায় তার ফেসবুক আইডি হ্যাক হয়েছে এবং সে এও জানায় হ্যাকারদের দাবীকৃত ২০ হাজার টাকা না দিলে তারা কোরান অবমাননার অভিযোগ এনে ফেসবুকে ছড়িয়ে দিবে। পুলিশ ঘটনা তদন্ত করে ইমন ও শরীফ নামে দুই হ্যাকারকে আটক করে এবং জিজ্ঞাসাবাদে জানায় আইডি হ্যাক ও মহানবীর (সা:) অবমাননার কাজটি তারাই করেছে। পুলিশ সতর্কতা হিসেবে ঈদগাহ ময়দান ও মসজিদের ইমামদের সমাবেশ ও মিছিল না করার জন্য নিষেধ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে বিপ্লবের আইডি হ্যাক ও নির্দোষের কথা বলা হলেও ধর্মান্ধগোষ্ঠী তৈহদী জনতার নাম দিয়ে জেহাদি জুসে পুলিশ ও হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে ভয়াবহ তান্ডব চালিয়ে হিন্দুদের বাড়িঘর, দোকানপাট, মন্দির ভাংচুর ও লুটপাট চালায়।

এখানে পুলিশ মৌলবাদীদের লাশ নিয়ে আন্দোলন করার সুযোগ না দিয়ে এবং তাদের কাছে নত হয়ে ৬ দফার এক দফা বিল্লব চন্দ্র শুভকে গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবী মেনে নেয়। এখানে উল্লেখ্য, গত ২০০১ সালে ভোলার হিন্দু জনগোষ্ঠী একই ধর্মান্ধ তথা বিএনপি-জামায়াতের ভোটের কুটিল রাজনীতির নির্যাতনের শিকারের সাক্ষী হয়ে আছেন। এদিকে ঢাকায় আবরাবের খুনের ঘটনায় দুইজন হিন্দু ছাত্র জড়িত থাকার ব্যাপারে কম অপপ্রচার হয়নি। শুধু মাত্র নামের মিল থাকার কারনে একজন মুসলিম খুনিকে হিন্দু বানানোর আপ্রাণ চেষ্টা এবং তথা কথিত জামায়াত শিবিরের বুদ্ধিজীবী ও তাদের সমর্থকগোষ্ঠী দুই ছাত্রকে ভারতের শিব সেনা, আরএসএস ও ইসকনের সদস্যের তকমা দিয়ে হিন্দুদের গালাগাল দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করে। ইসকন একটি ধর্মীয় সেবা মূলক সংগঠন। রামকৃষ্ণ মিশনের মতই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের শাখা আছে। বাংলাদেশেও কয়েকটি জেলায় শাখা আছে। ইসকন চট্টগ্রামে তাদের নিজেদের স্কুলে হিন্দু ছেলে-মেয়েদের প্রসাদ খাইয়েছে। দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা তথ্য বিকৃতি ও সত্য গোপন করে রিপোর্ট করে মুসলমান ছেলেমেয়েদের নাকি প্রসাদ খাওয়ানো হয়েছে বলে রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্ট লুফে নিয়ে হেফাজত, জামায়াতি বুদ্ধিজীবি ও বাঁশের কেল্লার গং রা বিভিন্ন স্কুলের নাম দিয়ে বেশ কিছু ভিডিও বানিয়ে, সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানোর কাজে এইগুলিকে ব্যবহার করে।

কুমিল্লার নানুয়ার দীঘির ঘটনাটি বোজতে কোন গবেষণার প্রয়োজন নেই, শুধু এই সরকারের গত আমল থেকে বর্তমান আমলে ঘটে যাওয়া এই জাতীয় কয়েকটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করলে ষড়যন্ত্রের মোটিভ সম্পর্কে ধারনা করা যেতে পারে। সেই চট্টগ্রামের রামু থেকে শুরু করে রংপুরের ঠাকুর বাড়ি, সাতক্ষীরা, পাবনার সাথিয়া, নাসির নগর, কুমিল্লার মুরাদনগর, সিলেটের শাল্লায় ও কুমিল্লার নানুয়ার দীঘির ঘটনাগুলো একই সুত্রে গাথা।

২০১২ সালে ধর্মান্ধ গুষ্টি কক্সবাজারের রামু উপজেলার বৌদ্ধ পল্লীতে তিনশতাধিক বাড়িঘর, অসংখ্য প্যাগোডা সহ পাঁচশত বছরের পুরনো ঐ তিহাসিক নিদর্শন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং লুটতরাজ, ভাংচুর সহ নারী নির্যাতন চালায়। এখানেও উত্তম বড়ুয়া নামে অল্প শিক্ষিত এক যুবকের ফেইস বুকে ইনসাট করে আল্লাহ বা পবিত্র কুরআনের উপর নগ্ন নারীর পা রাখা ছবিকে কেন্দ্র করে উক্ত বড়ুয়ার বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ এনে জামায়াত সহ ধর্মান্ধ গোষ্ঠী রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সহয়তায় রামু, আনোয়ারাসহ দেশের কয়েকটি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক তান্ডব চালিয়েছিল। রামুর ঘটনায় প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছিল, কথিত উত্তম বড়ুয়ার সাথে স্থানীয় শিবির ক্যাডারের সখ্যতার সুযোগে উত্তমের ফেসবুক আইডি চুরি করে তার মাধ্যমেই কারসাজির ঘটনাটি ঘটেছিল। পুলিশ পরে তাকে গ্রেপ্তারও করেছিল। আর উত্তম বড়ুয়া আজও নিখোঁজ।

একই কায়দায় ২০১৬ সালের ৩০ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর থেকে ৩০ কিলোমিটার মতো দুরে অবস্থিত নাসিরনগরে রসরাজ দাশ নামে এক ব্যক্তির ফেসবুকে কাবা ঘরের উপর হিন্দু দেবতা মহাদেবের ছবি প্রকাশ পাওয়ায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অজুহাত তুলে ধর্মান্ধ গোষ্ঠী ৭১ এর হায়েনার মত হিন্দু পল্লীতে তান্ডব চালায়। তারা হিন্দুদের তিনশতাধিক বাড়ী ও পাঁচটি মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর, আগুন দেওয়া, লুটতরাজের পাশাপাশি নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। গত ১০ নভেম্বর ২০১৭ সালে জৈনক টিটো রায় নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে মহানবী (সাঃ)-কে নিয়ে মিথ্যা কূটক্তি করা এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ তুলে রংপুরের পাগলা পীর এলাকার ঠাকুরবাড়ি গ্রামে স্থানীয় কয়েক হাজার মুসল্লি হিন্দুদের শতাধিক বাড়ীঘড়, মন্দিরে হামলা, লুটতরাজ ও আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

ঐ একই সপ্তাহে ১২ নভেম্বর ২০১৭ সালে ভোরের কাগজ-এ একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে, রংপুরের পাগলা পীর এলাকার ঠাকুরবাড়ি গ্রামে হামলা ও আগুন দেওয়ার নেপথ্যে জামায়াত শিবির জড়িত ছিল। পরে তাদের সাথে বিএনপি, আওয়ামী লীগসহ সব দলের মাঠ পর্যায়ের নেতা কর্মী সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে ওলামা দলের সভাপতি ইনামুল হক, ইউপি চেয়ারম্যান রফিকূল ইসলাম ও হরিদেবপুর চেয়ারম্যানের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মজার ব্যাপার ছিল, এই জনপ্রতিনিধিরাই আবার হামলার প্রতিবাদ জানাতে কর্মী বাহিনী নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমাবেশ করছে। তারাই আবার সংবাদ সম্মেলন ডেকে নিজেদের নির্দোষ দাবি করছে। অন্য দিকে টিটো রায়কে নিয়ে তুলকালাম ক্যান্ড ঘটেছিল, সেই টিটো ছিল নিরক্ষর, লেখাপড়া জানতো না। কোন রকমে নিজের নামটা স্বাক্ষর করতে জানেন। অথচ পাওনাদারের টাকার ভয়ে দীর্ঘ দিন ধরে বাড়ী ছাড়া। পুলিশ নীলফামারী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে এবং দুইবার রিমান্ডে নেয়।

পরবর্তীতে জামিনে মুক্তি পায়। অথচ এখানে মূল স্ট্যাটাসদাতা ছিলেন খুলনার মাওলানা আসাদুল্লাহ হামিদী, যিনি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, দীঘিলীয়া উপজেলার সভাপতি। তিনি ১৮ অক্টোবর ২০১৭-তে স্পর্শকাতর স্ট্যাটাসটি দেন এবং ৫ ই নভেম্বর পর্যন্ত ৮৭ জন ফেসবুক ব্যবহারকারী তাদের ওয়ালে শেয়ার দেয়, যাদের একজন ছিলেন রংপুরের এমডি টিটো। আর টিটো নামে শেয়ার দেওয়া হয় ৫ নভেম্বর। দৈনিক কালের কণ্ঠের প্রতিবেদকের কাছে হামিদী স্বীকার করে বলেন, সিলেটের এক ব্যক্তি এই কাজটি করেছে। তারপর আমি ডাউন লোড ও মন্তব্য লিখে প্রচার করি। তারই প্রচারের অংশ হিসেবে রংপুরের এমডি টিটো ৫ নভেম্বর হয়ে যায় টিটো রায়।

প্রিয় পাঠক, উপরি উল্লেখিত সকল ঘটনাতেই আইন রক্ষাকারী বাহিনীকে হামলার আগে ভিকটিমরা খবর দিলে কিংবা সাহায্যের জন্য কাকুতি-মিনতি করেও ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্ষমতাসীন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আন্তরিক থাকলেও সরকারের ভিতর ঘাপটি মেরে থাকা কিছু সাম্প্রদায়িক দুষ্টচক্র, অদক্ষ, অদূরদর্শী কিছু মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, আমলা ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যথা সময়ে নিরাপত্তা পায় না। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণেই বার বার রামু, নাসিরনগর, ভোলা, রংপুরের ঠাকুরবাড়ি, সিলেটের শাল্লা, কিংবা কুমিল্লার নানোয়ার দীঘির মত ঘটনা ঘটেই চলেছে। না সির নগররে ঘটনায় রসরাজ দাস একজন নিরক্ষর এবং জেলে পরিবারের সদস্য। দেড় মাস পর সে জামিনে মুক্ত হয়ে পরিবারের সদস্যদের জানায় ফেসবুক কিভাবে চালাতে হয়, তা সে জানে না এবং পাসওয়ার্ড কি তাও বুঝে না।

এখানে চারটি ঘটনায় উত্তম বড়ুয়া, রসরাজ, টিটো রায় কিংবা বিপ্লব চন্দ্র শুভরা তো কোন নামী দামী ব্যক্তি, বা সংগঠনের নেতা কিংবা প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন না। তারা ছিলেন গ্রামের মধ্যেই অপরিচিত, অশিক্ষিত খেটে খাওয়া অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাদের বিরোধে বড় বড় মিছিল, সমাবেশ কিসের লক্ষণ ছিল? অতীতের এ ধরনের ঘটনা থেকে তা আওয়ামী লীগ নেতারা বা প্রশাসন কি জানতো না? অতীতে নাসির নগর, ঘটনায় রসরাজ, রংপুরের টিটো রায়, ভোলার বোড়ান উদ্দিনের বিপ্লব চন্দ্র কিংবা সিলেটের-শাল্লা'র ঘটনায় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তারের পর পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার কথা ছিল। কিংবা কুমিল্লার নানোয়ার দীঘি ঘটনায় পুলিশ শিশি ক্যামেরায় মন্দিরে কোরআন রাখা ব্যক্তিটি একজন মুসলমান সনাক্তের পরও পরবর্তী দুই/তিন দিন যাবত পার্বত্য চট্টগ্রামের লামা, রংপুরের পীড় গঞ্জসহ বিভিন্ন জেলায় জামায়াতী-হেফাজতীদের তান্ডব চলে। কিংবা ভোলার-বোরানউদ্দিনের ঘটনায় পুলিশ হেডকোয়ার্টার ও ফেসবুক কর্তৃপক্ষ বীল্লব চন্দ্র নির্দোষ বলার পরও জামায়াতী-হেফাজতী তথা তৈহিদী জনতার চাপে পুলিশ বীল্লবসহ দুই আসামীকে গ্রেপ্তারের পরও পার্শ্ববর্তী হিন্দু এলাকায় হামলা হয়। নাসির নগর, রংপুরের ঠাকুর বাড়ী, ভোলা, সিলেটের শা ল্লা বা কুমিল্লার নানোয়ার দিঘীর ঘটনায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃত্বে কোন্দল ও ব্যক্তি স্বার্থ জড়িত থাকায় মৌলবাদীদের উস্কে দেওয়া হয়। আর এ সকল হামলায় বিরোধী দল বলছে আওয়ামী লীগ ঘটিয়েছে। আর আওয়ামী লীগ দোষ চাপাচ্ছে বিএনপি-জামায়াত ঘটিয়েছে। যারাই ঘটাক, ভিকটিমসহ প্রতিটি সচেতন মানুষ ধারাবাহিক দৃশ্যমান ঘটনা প্রবাহের মধ্যদিয়েই বুজতে পারে কারা ঘটীয়েছে। কিন্তু ব্লেইম গেইমের এ আত্মঘাতী রাজনীতির কারণে একবার যদি ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগ বা বিএনপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে কারা লাভবান হবে তা উভয় বড় দলকেই অনুধাবন করতে হবে। সরকার ক্ষমতায় আসার পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানে এবং নির্যাতনের ঘটনাগুলোর দ্রুত নিস্পত্তি করতে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের ঘোষণা দিয়ে ছিলেন। কিন্তু আজও তা বাস্তবায়ন হয়নি। তাই দেশের মানুষ মনে করে দ্রুত ট্রাইব্যুনাল গঠন ও বিচারের ব্যবস্থা করে নির্যাতিতদের মনে আস্থা ও সাহস যোগাবেন। সামন্যে কোন ইস্যুতে আবারও সংখ্যালঘুরা টার্গেটি হতে পারে।

কাজেই সরকার পূর্বের ঘটনা গুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, অধিকার সহ তাদের নিয়ে কুটিল ভোট ব্যাংক রাজনীতি ও মিথ্যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের নামে অপরাজনীতি বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে সংসদে জাতীর বৃহত্তর স্বার্থে একটি হেইট ক্রাইম অথবা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সুরক্ষা বিল এনে এবং তা বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ইহা সময়ের দাবি, জাতীয় দাবী। তা নাহলে সরকারের সকল অর্জন ও স্বাধীনতার চেতনা ভন্ডুল, ভুলুণ্ঠিত হতে বাধ্য।

নিউইয়র্ক।

(৯ পাতার পর)

ইসকনের ভিন্নমত

সংঘ (ইসকন) একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, পারমার্থিক, জন ও জীবহিতৈষী একটি হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন। সংগঠনটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত এবং বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান ও আইন-কানুনের প্রতি বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধাশীল। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তার শ্রীগুরুদেবের আদেশ ও শিক্ষা অনুসারে পাশ্চাত্যে গিয়ে উভ্রান্ত জনতাকে শান্তিপূর্ণ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করেন। সংগঠনটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, দুর্যোগ-দুর্ভোগে সর্বদা আর্তজনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও সমাদৃত। চঁৎরঃু রং ঃযব ভড়ৎপব ড়ভ ড়ঁৎ ধপঃরড়হ-শ্রীল প্রভুপাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অদ্যাবধি ইসকন বাংলাদেশ ধারণ করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইসকনের নিজস্ব স্বীয়তা, আদর্শ ও দর্শন রয়েছে বিধায় এটি কোনো লবি বা নেটওয়ার্কের অংশ নয়। এ ছাড়াও ইসকন পরিবেশ রক্ষায় ইকো-ভিলেজের মাধ্যমে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এ বিষয়ে ইসকন যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। এ অবস্থায় ইসকনের উদার, মানবিক কার্যক্রমের প্রতি লেখকের অবজ্ঞাসূচক 'ইসকন মার্কা কৃষ্ণভক্ত' শব্দটির ব্যবহার ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অসম্মানজনক ও বিদ্বেষমূলক। কাজেই এ সম্পর্কে লেখকের কল্পকাহিনীপূর্ণ লেখা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। 'মোদির ফুট সোলজার', 'বাংলাদেশ দখল নীতি বাস্তবায়নের ভয়ঙ্কর হাতিয়ার' ইত্যাদি শব্দগুলো ইসকনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা অপরাধমূলক ও লেখকের বিকৃত মানসিকতার পরিচায়ক। সনাতন ধর্ম (হিন্দু) সত্য, শৌচ, তপ, দয়া- এই চারটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই চারটি স্তম্ভকে ধারণ করার জন্য বৈদিক শাস্ত্র, শ্রীমদ্ভগবদগিতা, শ্রীমদ্ভাগবতসহ অন্যান্য শাস্ত্র সুখাদ্য নির্বাচন ও গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পুষ্টিবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান মতে, দৈহিক ও বুদ্ধিভিত্তিক গঠন, মানসিক প্রশান্তি ও পরিবেশ রক্ষার জন্য নিরামিষ আহার একান্ত প্রয়োজন। এই নিরামিষ আহার গ্রহণ বঙ্গদেশে আধুনিককালের বা উত্তর ভারতের সংস্কৃতির ব্যাপার নয়। প্রায় ৫০০ বছর আগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগে থেকেই এ দেশে নিরামিষ আহারের প্রচলন ছিল। এ ছাড়া প্রত্যেকটি মানুষের আহারের বেশির ভাগই নিরামিষ। গলায় তুলসীমালা (কাঠের মালা) ধারণ, জপমালায় জপ এগুলো প্রাচীনকাল থেকে সাধু-সজ্জনদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত সনাতন ধর্মীয় (হিন্দু) সংস্কৃতির অংশ- নতুন কোনো বিষয় নয়। ইসকন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ধারায় প্রেমধর্ম প্রচার করছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে এবং মধ্যযুগীয় কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় দয়া, প্রেম ও অহিংস ভাবধারার প্রকাশ দেখা যায়। বর্তমানে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে এসব কবি-সাহিত্যিকের লেখা সাহিত্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এরূপ ভাবধারার প্রতি বিশ্বস্ত ইসকনকে আরএসএসের সাথে জুড়ে দেয়া কখনোই যুক্তিসঙ্গত ও কাম্য নয়। সাম্প্রতিককালে কতিপয় দুষ্কৃতকারী ধর্মের দোহাই দিয়ে হিন্দুদের ওপর অমানবিক আচরণ, নির্যাতন ও আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে ইসকন তা প্রতিরোধের জন্য সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও আইনসঙ্গত উপায়ে জনগণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছে মাত্র। এ প্রচেষ্টাগুলোকে লেখক হীনস্বার্থে রাষ্ট্রশক্তির তথা সরকারের সাথে ইসকনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করেছে। সুতরাং ইসকনের কার্যক্রমগুলো রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয় বরং তা রাষ্ট্র পরিচালনার অনুকূলে ছিল। রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা। ইসকন এই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে কাজ করেছে এবং সরকারকে তা অবহিত করেছে, যা সচেতন নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের শামিল এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত অনুকূল'।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে

(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

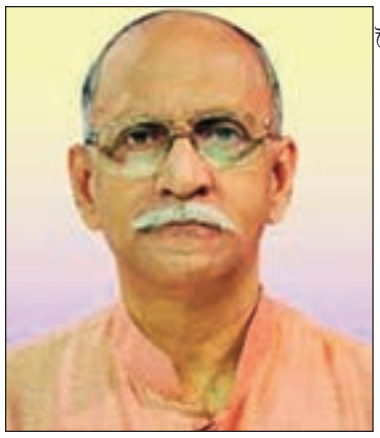
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

উত্তাল ৭ নভেম্বরের প্রেক্ষাপট সংবিধান ও রাজনীতি



সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক

অনেক কথা ও ক্ষুদ্র কলাম

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের আঙ্গিকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তারিখের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫; সিপাহি-জনতার বিপ্লব দিবস। সঠিক ইতিহাস জানার স্বার্থে এবং সেই ইতিহাস থেকে উপযুক্ত শিক্ষা (ইংরেজি : লেসন) আহরণের স্বার্থে আমাদের ৭ নভেম্বর প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন। এ জন্য উৎস হচ্ছে ওই আমলে জড়িত ব্যক্তিদের বা সাক্ষীদের মুখের বক্তব্য অথবা লিখিত বই অথবা কলাম। ইতোমধ্যে অনেক কলাম ও বই প্রকাশিত হয়েছে। একটি মাত্র কলামে যেহেতু পূর্ণ ধারণা দেয়া সম্ভব নয় এবং কোনো পাঠক যেন এই তাৎপর্যপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়টিতে আমাকে ভুল না বোঝেন, সেহেতু আমার নিজের লেখা বইয়ের রেফারেন্স এখানে দিচ্ছি। 'অনন্যা' নামক প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১১ সালের বইমেলায় প্রকাশিত, 'মিশ্র কথন' পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়টির নাম '১৯৭৫ : রাজনৈতিক ইতিহাসে বিভাজন রেখা"; গ্রন্থের ১৪৬ থেকে ১৯৩ পৃষ্ঠায় নভেম্বরের ঘটনাবলি নিয়েই আলোচনা আছে।

১৫ আগস্ট

পঁচাত্তরের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের ঘটনাবলির উৎপত্তি বা শিকড়, নভেম্বরেই নিহিত নয়। কিন্তু এর বিস্তারিত আলোচনা, স্থানের অভাবে এখানে সম্ভব নয়; ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে বাকশাল কায়েম হয়েছিল। বাকশালের অষ্টম মাস ছিল আগস্ট। দেশের ভেতরের কিছু অপ্রীতিকর কারণ, দেশের বাইরের কিছু ষড়যন্ত্রমূলক কারণ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সবকিছুর ফলে ঘটেছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ড। ১৫ আগস্ট দিনটি শোকাবহ। এর ঠিক পরের অনুচ্ছেদটি এই ১৫ আগস্ট প্রসঙ্গে। ১৫ আগস্টের ঘটনার নায়ক একজন নয়; সংখ্যায় একাধিক এবং একাধিক অঙ্গনের। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যম ও কনিষ্ঠ সারির কিছু অফিসার একটি আঙ্গিকের ও একটি অঙ্গনের নায়ক। অন্য একটি আঙ্গিকের কথা বলি। স্বাধীনতার পূর্বেকার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর দুই দশকের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও সহচর ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। মুক্তিযুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধুর নামের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন খন্দকার মোশতাক। স্বাধীন বাংলাদেশে, প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন কেবিনেটের অন্যতম সদস্য ছিলেন খন্দকার মোশতাক। এই মোশতাকসহ বেশ কিছু সংখ্যক আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ছিলেন আরেকটি আঙ্গিকের নায়ক বা নায়কমন্ডলী। দেশের বাইরের নায়কদের নামও এতদিনে সবার প্রায় জানা হয়ে গিয়েছে। যা হোক, আমরা একটি দিন তথা ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর নিয়ে এখানে আলোচনা করছি।

১৫ আগস্ট পরবর্তী ডায়লেমা

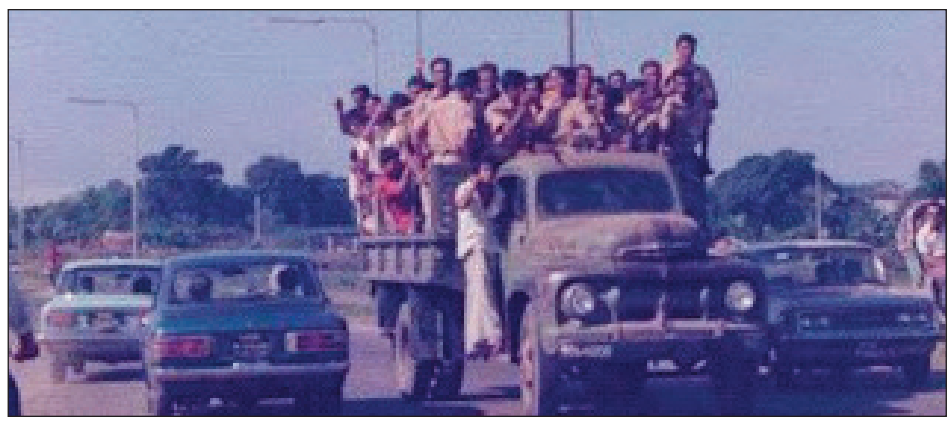
আমরা ১৯৭৫-এর কথা বলছি। ওই আমলের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও অর্থাৎ '৭৫ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ অংশ বা সেনাবাহিনীর উচ্চতম পর্যায়ের অফিসাররা ব্যস্ত এবং তৎপর ছিলেন তাদের ওই সব সদস্যকে নিয়ে, যারা ১৫ আগস্টের সাথে জড়িত ছিলেন। ওই আমলের সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম সারির বেশির ভাগ কর্মকর্তার চিন্তা ছিল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসারদের ভেঙে যাওয়া চেইন-অব-কমান্ডকে জোড়া লাগানো বা পুনঃস্থাপন করা। পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, কেন? যেহেতু ১৫ আগস্টের ঘটনায় জড়িত অফিসাররা, তাদের উপরস্থ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের অনুমতি ছাড়াই গিয়েছিলেন, তাদের কী হবে, এটাই ছিল বিবেচ্য বিষয়। আগস্টের ২৪ তারিখ থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নবনিযুক্ত প্রধান ছিলেন তৎকালীন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তম। সেনাবাহিনী অত্যন্ত ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছিল। ১৯৭২ সালের শুরুতেই সৃষ্টি করা এবং ক্রমান্বয়ে আকৃতি ও ক্ষমতায় বর্ধিষ্ণু হওয়া, জাতীয় রক্ষীবাহিনী বা জেআরবি নামক সংগঠনটিকে জিয়াউর রহমানের আনুষ্ঠানিক সুপারিশেই, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভেঙে দেয়া হয়নি বা বাতিল করা হয়নি বরং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যেই বা সেনাবাহিনীর ভেতরে একীভূত বা আত্তীকৃত করে ফেলা হয়েছিল। উল্লেখ্য, জাতীয় রক্ষীবাহিনীর বেশির ভাগ সদস্য রণাঙ্গনের তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন; কেউ কেউ বিএলএফের সদস্য ছিলেন, কেউ কেউ গেরিলা যোদ্ধা ছিলেন। জাতীয় রক্ষীবাহিনী প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দফতরে যেসব স্টাফ অফিসার কাজ করছিলেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলাম আমি, তখনকার আমলের মেজর সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম। ওই সুবাদে বলছি যে, সময় খুব ব্যস্ত ছিল এবং ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ছিল। এর মধ্যে চাপা অবস্থায় বিরাজমান ছিল একটি দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বটি কী? দ্বন্দ্বটি হলো, যারা ১৫ আগস্ট সংঘটিত করে ফেলেছে তারা কোথায় যাবে কোন অবস্থায় থাকবে, কোন দায়িত্বে থাকবে? নাকি, তাদের দ্বারা কৃত কর্মটিকে শৃঙ্খলা ভঙ্গ বিবেচনা করে সেটির বিহিত করা হবে? সমাধান পাওয়া যাচ্ছিল না; ঐকমত্য সৃষ্টিতে বিলম্ব হচ্ছিল।

খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান

এরূপ পরিস্থিতিতেই অর্থাৎ কী নিয়মে চেইন অব কমান্ড ফেরত আনা যায় বা কী নিয়মে পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করা যায়, এ বিষয়ে সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ অফিসারদের মধ্যে আলোচনা চলছিল। আলোচনা করতে গেলেই মতের ঐক্য হতে পারে আবার মতের অনৈক্যও হতে পারে এবং এটাই হচ্ছিল। এই প্রেক্ষাপটে, ওই আমলের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দফতরে কর্মরত, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সাহসী যুদ্ধাহত সেক্টর কমান্ডার, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বীর উত্তমের নেতৃত্বে একটি প্রতিবাদী কর্মকান্ড (অথবা কারো কারো দৃষ্টিতে সংশোধনমূলক কর্মকান্ড) সংঘটিত হয়। সামরিক পরিভাষায় বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় এটি ছিল একটি কু-দ্যাতা। বাংলায় বলা যেতে পারে সামরিক অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানটিতে প্রধান সহায়ক শক্তি ছিলেন তৎকালীন ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থানকারী ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল শাফায়াত জামিল বীর বিক্রম, তার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার-এর একাধিক অফিসার এবং বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ঢাকায় অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধা পাইলটগণের কয়েকজন। শাফায়াত জামিলের অধীনস্থ তিনটি পদাতিক ব্যাটালিয়নের মধ্যে সবাই এই বিদ্রোহের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেনি। খন্দকার নাজমুল হুদা, লে. কর্নেল এ টি এম হায়দার বীর উত্তমের মতো কিংবদন্তি মুক্তিযোদ্ধারা 'বিগত' হয়ে গিয়েছেন।

৭ নভেম্বরের তাৎক্ষণিক প্রেক্ষাপট

৩ নভেম্বর ১৯৭৫ ঘটনার পর, আরেকটি গোপন গোষ্ঠী সক্রিয় হয়। ১৯৭৩-এর শেষাংশ থেকে, তৎকালীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে একটি গোপন সংগঠন কাজ করত। সংগঠনটির নাম ছিল 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'। এই প্রসঙ্গে এই কলামে বিস্তারিত কোনোমতেই লেখা সম্ভব নয়। তাই এই কলামের প্রথম অনুচ্ছেদে যে বইটির নাম দিয়েছি, সেই বইটির সংশ্লিষ্ট অধ্যায় পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। এই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ ছিল সেনাবাহিনীর বাইরের একটি সংগঠন, যথা জাসদ নামক রাজনৈতিক দলের একটি অঙ্গসংগঠন, যার নাম ছিল গণবাহিনী। জাসদ নামক রাজনৈতিক দলের আনুষ্ঠানিক নেতারা ছাড়াও আরো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন জাসদের গণবাহিনীর প্রধান, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার, অন্যতম মেধাবী সাহসী সেনা কর্মকর্তা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম এ তাহের বীর উত্তম। জাসদ, জাসদের গণবাহিনী এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা চাচ্ছিল একটি বড় রকমের বিপ্লব হোক। ওই বিপ্লবের লক্ষ্যবস্তু কোনোমতেই আমাদের পরিচিত গণতন্ত্রের সম্পূরক নয় ও সুশৃঙ্খল সামরিক বাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূরক ছিল না। তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা নীরবে কাজ করছিল অনেক দিন ধরেই। ৩ নভেম্বরের ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তারা সবাই অস্থির হয়ে পড়ল এবং মনে করল 'আবার কোন্ অপরিকল্পিত ঘটনা হঠাৎ এসে তাদের বিপ্লবের পক্ষে বাধার সৃষ্টি করে।' তাই, তারা স্থির করল ৭ নভেম্বর তাদের কাজটি করে ফেলবে। তাদের মধ্যে যারা চরমপন্থী ছিল বা উগ্রপন্থী ছিল তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, সেনাবাহিনী হতে হবে অফিসারমুক্ত। তারা ঘোষণা দিলো, 'সিপাহি সিপাহি ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই।' চলমান ২০২১ সালে, এই কলামের



আমি যেহেতু তখন কোনো ব্যাটালিয়নের সঙ্গে চাকরি করি না, তাই এসব কর্মকান্ড বা পরিকল্পনা থেকে দূরেই ছিলাম। অভ্যুত্থানের অংশ হিসেবে খালেদ মোশাররফ বীর উত্তমের নির্দেশে, ৪৬ ব্রিগেডের পক্ষ থেকে অফিসার ও সৈনিকরা গিয়ে, খালেদ মোশাররফের উপরস্থ কর্মকর্তা তথা ওই মুহূর্তের বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তমকে গৃহবন্দী করেন ও তাকে বাধ্য করেন পদত্যাগ করতে। অভ্যুত্থানের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বাধীন সরকারের পরিকল্পনায় ও হুকুমে, সশস্ত্র ব্যক্তিদের সহযোগিতায়, অতি গোপনে ৩ নভেম্বর রাতে, ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলখানায় বন্দী অবস্থায় থাকা চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়েছিল। এই খবর তাৎক্ষণিক জানাজানি হয়নি বরং এক-দু'দিন বিলম্বে জানাজানি হয়েছিল। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের ফলে তথা অভ্যুত্থানকারীদের পরিকল্পনায়, খন্দকার মোশতাক আহমদকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত করে, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ এস এম সায়েমকে নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয়েছিল; মোশতাকের জারি করা সামরিক শাসন অব্যাহত রাখা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের ৩, ৪ ও ৫ এই তিন দিন, সরকারি কর্মকর্তারা বা আমলাতন্ত্র ছিল কিন্তু প্রচলিত অর্থে কোনো সরকার ছিল না। ওই আমলের (অর্থাৎ ৪, ৫, ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ তারিখের) পত্রিকা ঘাঁটলে বিরাজমান শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে; স্থানাভাবে এখানে আর বিস্তারিত লিখছি না। ঢাকা মহানগরে ৪ ও ৫ নভেম্বর সংঘটিত লঘুমাত্রার কিছু রাজনৈতিক কর্মকান্ডের তথা রাজনৈতিক লক্ষণের কারণে, খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানটি রাজনৈতিক অঙ্গনে, সচেতন জনগণের মনের ভেতরে এবং সৈনিকদের মনের ভেতরে একটি ভারতপন্থী অভ্যুত্থান হিসেবে রঙ পেয়েছিল। ফলে সচেতন জনগণ ও সৈনিকরা এই অভ্যুত্থানকে পছন্দ করেনি। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি মোটামুটি স্পষ্ট হয়েছিল; কিন্তু ততদিনে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল যেকোনো তরুণ পাঠকের পক্ষে, তিনি যে পেশারই হোক না কেন, ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের এবং ঢাকা মহানগরের বাসিন্দাদের মন-মানসিকতা কিরূপ অস্থির ছিল, আবেগ কী পরিমাণ স্ফীত ছিল এবং চিন্তাশক্তি কী পরিমাণ উত্তেজনাপূর্ণ ছিল, সেটি কল্পনা করা বা হৃদয়ঙ্গম করা অনেক কঠিন কাজ।

সৈনিক বিপ্লব অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল

ঠিক একই সময়ে, অর্থাৎ ৩ নভেম্বরের পরপর দিনগুলোতে, সেনাবাহিনীর মধ্য ও নিম্নস্তরে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে আলোচনা ও চিন্তা চলছিল, জিয়াউর রহমান বীর উত্তমকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে হবে। জিয়াউর রহমানকে বন্দী করা হয়েছিল, এই কাজটিকে সাধারণ সৈনিকরা কোনোমতেই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি; সাধারণ সৈনিকরা বেদনাহত হয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের আমল থেকেই বিবিধ কারণে দেশবাসীর কাছে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯৭২ সালের এপ্রিলে, যথাক্রমে সেনাবাহিনী প্রধান বা উপপ্রধান নিযুক্ত হওয়ার কিছু দিন পর, সফিউল্লাহ এবং জিয়াউর রহমান উভয়েই মেজর জেনারেল হন। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের ২৪ তারিখ পর্যন্ত হিসাব করলে, মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ তিন বছর সাড়ে চার মাস দায়িত্ব পালন করেছিলেন। নভেম্বরের ৩ তারিখে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করার সংবাদ এবং পদত্যাগে বাধ্য করার সংবাদ যখন এক-দুই-তিন-চার কান হয়ে মানুষের মুখে মুখে পুরো সেনাবাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ল, তখন সাধারণ সৈনিকরা বা সাধারণ অফিসাররা এই সংবাদকে ব্যথিতচিত্তে গ্রহণ করেছিল। এটুকু না বললে, ৭ নভেম্বরের প্রেক্ষাপট স্বচ্ছ হতো না বিধায় স্থানের টানাটানি সত্ত্বেও এই কলামে বললাম।

সৈনিক ও জনতার বিপ্লব

খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডারের নিয়ম মোতাবেক, ৬ নভেম্বর দিনের শেষে রাত ১২টায় তারিখ বদলে যায় এবং নতুন দিন তথা ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ শুরু হয়। সৈনিকদের বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সৈনিকদের বিপ্লবটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একটি অংশ ছিল অরাজনৈতিক মনোভাবসম্পন্ন নিখাদ বাংলাদেশ প্রেমিক সৈনিকরা। আরেকটি অংশ ছিল জাসদের প্রভাবান্বিত বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্য ও অনুসারীরা। ঘণ্টা তিন-চারেকের মধ্যেই ঢাকা মহানগরের জনগণ জড়িত হতে থাকে। সূর্য উদয়ের ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে সৈনিকরা মহানগরে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। বিপ্লব শুরু হওয়ার পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন অংশে, একাধিক অফিসার ও অফিসারের পত্নী বিদ্রোহী বা বিপ্লবী সৈনিকদের হাতে লাঞ্ছিত বা নিহত হন। তবে কেউ তাৎক্ষণিকভাবে হত্যাকারীদের বা লাঞ্ছনাকারীদের চিহ্নিত করতে পারেননি। মধ্যরাতের এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যেই অরাজনৈতিক শান্তিপ্রিয় সৈনিকরা জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসভবনের সামনে ও পাশে অবস্থান নেন এবং 'জিয়াউর রহমানের মুক্তি চাই, জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করতে হবে' এরূপ কথা বলে সরব হন। একই সময়ে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। যেসব সৈনিক ৩ নভেম্বরের প্রথম প্রহর থেকে গৃহবন্দী জিয়াউর রহমানের বাড়ি পাহারা দিচ্ছিলেন, সেসব সৈনিকও সবার সঙ্গে আত্মা ও কণ্ঠ মিলিয়ে জিয়াউর রহমানের মুক্তির জন্য অস্থির হয়ে পড়েন।

ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতা

১৯৭৫ সালের নভেম্বরের কথা। তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দফতরের সামরিক সচিবের শাখায় মেজর র‍্যাংকে চাকরি করতাম অর্থাৎ আমি ছিলাম সেনাসদরে কর্মরত একজন স্টাফ অফিসার। আমার তাৎক্ষণিক উপরস্থ কর্মকর্তা ছিলেন তখনকার আমলের কর্নেল এ এস এম নাসিম বীর বিক্রম (পরবর্তীতে সেনাপ্রধান)। আমি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৫ ও ৬ নভেম্বরের এই দু'দিন ছুটি নিয়েছিলাম এবং ৫ নভেম্বর তারিখে অতি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমার বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল, ঢাকার বাইরে বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার মুড়াপাড়া গ্রামে। ৬ নভেম্বর মাগরিবের সময় আমি ঢাকা সেনানিবাসে ফেরত আসি এবং এসেই মুখে মুখে শুনতে পাই যে, আজ রাতে বিপ্লব হবে এবং অফিসারদের 'কল্লা' যাবে। ৬ নভেম্বর দিবাগত রাতে তথা ৭ নভেম্বরের শূন্য ঘণ্টায় চতুর্দিকে গোলাগুলির গগনবিদারী শব্দ দিয়ে যখন বিপ্লব শুরু হলো, তখন আমি ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিই যে, বেঘোরে প্রাণ হারানো যাবে না বরং ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে। তখন আমি আমার মুক্তিযুদ্ধকালীন ব্যাটালিয়ন, দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে উপস্থিত হই। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাই যে, ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলাম চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন এনামুল হক নামক দু'জন অফিসার আগে থেকেই ডিউটি অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। দ্বিতীয় বেঙ্গলের সৈনিকরা কোনো কিছুর সাতে-পাঁচে ছিলেন না। কিন্তু ৭ তারিখের প্রথম প্রহর তথা রাত একটা-দেড়টা থেকে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাপন্থী অর্থাৎ বিপ্লবী সৈনিকরা, শান্তিপ্রিয় শৃঙ্খলাপন্থী দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থানের তিন দিক থেকে বৈরী প্রচারণা এবং আক্রমণাত্মক কর্মকান্ড প্রকাশ্যে শুরু করে। উপস্থিত জ্যেষ্ঠতম অফিসার হিসেবে আমি পুরো ব্যাটালিয়নকে নিয়ন্ত্রণে রাখি। জাসদপন্থী বিপ্লবী সৈনিকরা যেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সীমানার ভেতর অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেটি নিশ্চিত করি। কোনো অবস্থাতেই যেন, যে যে পন্থীই হোক না কেন, সৈনিকে-সৈনিকে পারস্পরিক গোলাগুলি বিনিময় না হয়, সেটি নিশ্চিত করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করি। সূর্য উদয়ের পূর্বেই, দ্বিতীয় বেঙ্গলের সৈনিকদের মিছিলে যেতে সহায়তা করি। জাসদপন্থী সৈনিকদের ও জাসদ কর্মীদের বিপ্লব, সূর্য উদয়ের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই, পানিতে যেমন চিনি গলে যায় ঐভাবে বিলীন হয়ে যায়। জীবন্ত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে শান্তিপ্রিয় সৈনিকের এবং হাজার হাজার জনগণের সম্মিলিত বিপ্লব। সেই অবধি এই দিনের নাম হয়েছে সৈনিক জনতার বিপ্লব বা সিপাহি জনতার বিপ্লব বা বিপ্লব ও সংহতি দিবস। যেহেতু ৭ নভেম্বর বিপ্লব শুরু হওয়ার পরপরই বা সূর্য উদয়ের পরই কয়েকজন জ্যেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা এ দিন নিহত হয়েছিলেন, সে জন্য একাধিক রাজনৈতিক দল এই দিনটিকে মুক্তিযোদ্ধা হত্যা দিবস বলে।

বিপ্লবোত্তর চ্যালেঞ্জগুলো

৭ নভেম্বর পরবর্তী সেনা নেতৃত্বের সামনে অনেক প্রকারের চ্যালেঞ্জ ছিল। ৭ নভেম্বরের বিকেল থেকেই পরবর্তী দেড়-দু'দিনের চ্যালেঞ্জ ছিল, বিপ্লবে ব্যর্থ জাসদের কর্মীদের নিরাপদ দূরত্বে রাখা; চ্যালেঞ্জ ছিল সৈনিকদের হাতে হাতে ঘোরা সৈনিকদের অস্ত্রগুলো অস্ত্রাগারে ফেরত আনা; চ্যালেঞ্জ ছিল পথে পথে ঘুরছে এমন সৈনিকদের নিজেদের ব্যারাকে ফেরত আনা। সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান অন্য জ্যেষ্ঠ অফিসারদের সহায়তায় দৃঢ় মনোভাব ও বক্তব্যের মাধ্যমে, সৈনিকদের ওপর অফিসারদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃস্থাপনের কাজটি শুরু করেন। সৈনিকরা যেন অস্ত্র জমা দেয় সেটি নিশ্চিত করেন। সৈনিকদের মনের ভেতরে পুঞ্জীভূত কষ্টগুলো দূর করার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, মাত্র দু'দিনের পুরনো যথা ৫ নভেম্বর তারিখ বিকেলে নিযুক্ত প্রেসিডেন্ট আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। কোনো মন্ত্রিসভা ছিল না। ওই মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট সায়েম বাংলাদেশ কিভাবে পরিচালনা করতেন বা করছিলেন, সেটি গবেষণার একটি বিষয়। কঠোর ও গভীর গভার্নেন্স ক্রাইসিস থেকে বাংলাদেশ রক্ষা পেয়েছিল সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। উদারভাবে মূল্যায়ন করলে এটি বলাই যায় যে, একান্তভাবেই হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করেছিল ওই আমলের নেতৃত্ব।

লেখক: চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি

বিশ্বজিৎ সাহার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

(শেষের পাতার পর)

রিসিভডএনওয়াইএসসিইএফ: ১১/০১/২০২১। মামলায় বিশ্বজিৎ সাহা, মুক্তধারা ইনক, মুক্তধারা নিউইয়র্ক ইনক, মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ইনক এবং ইশমত আরা জাহান-কে বিবাদী করা হয়েছে।

বাদী তার মামলায় উল্লেখ করেন যে তার দুই বন্ধু/পরিবারের সদস্য ভিজিট ভিসায় আমেরিকা আসার চেষ্টা করে বারবার ব্যর্থ হলে পরিচিতজনদের পরামর্শে বাদী নিউইয়র্ক মুক্তধারার কর্ণধার বিশ্বজিৎ সাহা ও ইসমত আরা জাহানের সাথে যোগাযোগ করেন। মুক্তধারার জ্যাকসন হাইটস অফিসে যোগাযোগ করার পর প্রথমে লোকজনদেরকে ভিসা করিয়ে দেয়ার কথা অস্বীকার করলেও কথাবার্তার এক পর্যায়ে তারা তাকে সহায়তা করার আশ্বাস দেন এবং দেশ ও প্রবাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সহজেই ভিসা পাওয়ার আশ্বাস দেন বলে অভিযো উঠেছে। আর এজন্য মাথাপিছু ৫০ হাজার ডলার ফি ধার্য করা হয়। এসময় মাথাপিছু ফি ৫০ হাজার শুনে বাদী প্রচন্ড অবাক হল এবং পরবর্তীতে দুইজনের জন্য ৮০ হাজার ডলারে চুক্তি হয়। ষাট হাজার ডলার অগ্রিম আর ভিসা পাওয়ার পর পাসপোর্ট নেয়ার আগে বাকী অর্থ দেওয়া হবে বলে জানানো এবং চুক্তির অর্থ শুধুমাত্র ক্যাশ দিতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয়।

চুক্তি অনুযায়ী বাদী একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ষাট হাজার ডলার প্রদান করা হয়। কিন্তু ভিসা হচ্ছিলো না; বিশ্বজিৎ সাহা বা ইসমত আরা জাহানও কোন প্রকার যোগাযোগ করছিলেন না। অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে বাদী একদিন কল করলে বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, 'আর একবার ফোন করলে সব চুক্তি শেষ।' বলেই ফোন কেটে দিয়েছিলেন। পরে বাদীকে জানানো হয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রী সেপ্টেম্বরে আসছেন। প্রধানমন্ত্রীর ডেলিগেট হিসেবেই বাদীর বন্ধু/পরিবারের সদস্যরা চলে আসবে। কিন্তু বন্ধু/পরিবারের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে না আসায় বাদী বিশ্বজিৎ সাহা ও ইসমত আর জাহানের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তবে প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কে থাকাকালীন সময়েই বাদীকে ব্লক নম্বর থেকে হুমকি দেয়া হয়। ফলে বাদী নিরূপায় হয়ে কোর্টের স্মরনাপন্ন হয়েছেন।

এব্যাপারে রোববার বিশ্বজিৎ সাহার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এই মামলার ব্যাপারে আমি বিস্তারিত জানিনা। আর মামলার বাদী কেও আমি চিনতে পারছি না। তার কোন ঠিকানাও নেই। তিনি বলেন, আমি মামলা আর বাদীর ব্যাপারে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি। তবে আনগতভাবেই বিষয়টি মোকাবেলা করা হবে।

ফ্রি করোনা টেষ্ট



বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কোন দেশে
ট্রাভেল করার জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে
করোনা টেষ্ট করা হয়।
এবং দ্রুত সময়ে রেজাল্ট দেওয়া হয়

সপ্তাহে ৭ দিন খোলা



বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVEL

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ২৩ বছরে
The Weekly Bangla Patrika

বিচারের অপেক্ষায় আছি

মাহজাবিন খালেদ

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বাংলাদেশে জাতির জন্য একটি কলঙ্ক রচিত হয়েছিল এবং তার থেকে আমরা এখনো মুক্ত হতে পারিনি। সিপাহি বিপ্লবের নামে এই দিনে শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধা, সেনাসহ তাঁদের পরিবারের হত্যার প্রক্রিয়া। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি দিবসটি মুক্তিযোদ্ধা ও সৈনিক হত্যা দিবস হিসেবে আখ্যায়িত করে। একটি স্বাধীন দেশে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যার মিশন শুরু হয় এই দিন। হত্যা করা হয় খ্যাতনামা মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফ বীর-উত্তম, কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বীরবিক্রম ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ টি এম হায়দার বীর-উত্তমকে প্রাণ দিতে হয় সেনাবাহিনীর নির্দোষ সদস্যদের।

আজ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বীর মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল খালেদ মোশাররফকে স্মরণ করছি, যিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর নিজের হাতে গড়া ক্র্যাক প্লাটুন ঢাকায় বিভিন্ন সময়ে অপারেশন চালিয়েছে।

এই যুদ্ধের সচিত্র প্রতিবেদন Khaleds War গ্রেনাডা টক কর্তৃক নির্মিত বিশ্বের টেলিভিশনে বহুবার প্রদর্শিত হয়। Khaleds War প্রতিবেদনে তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন, একটি দীর্ঘ যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। কারণ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দ্বারা আরো বেশি হত্যাকান্ড ঘটবে এবং এটি মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়ে দেবে। তারপর এই নিবেদিত অফিসার আরো বলেন, 'let them empty Bnagladesh of its people, but they can never take our soil.' এমনই নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তাঁর ভালোবাসা শুধু তাঁর দেশের জন্য।

মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে অক্টোবর মাসে সম্মুখযুদ্ধ ক্ষেত্রে খালেদ মোশাররফদের কপালে শত্রুপক্ষের সিপ্লন্টার আঘাত হানে, তিনি আহত হন। আহত হওয়ার সংবাদ ক্যাম্পে আসার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে কান্নার রোল পড়ে যায়। ২ নম্বর সেক্টরের অভিভাবক দেশের জন্য যুদ্ধ করা মানুষের জন্য ছিলেন বটগাছের ছায়া। পরম আকুতি নিয়ে সবাই খালেদের জন্য অপেক্ষা করেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতের লখনউ শহরে। ভারতীয় ডাক্তার অস্ত্রোপচার করে তাঁকে নতুন জীবন দান করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন দেশের সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার জন্য 'বীর-উত্তম' খেতাব দেওয়া হয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, স্বাধীনতার চার বছরের মধ্যেই ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর এই বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ কর্নেল হুদা (বীরবিক্রম), কর্নেল হায়েদার (বীরবিক্রম) নিহত হন বাংলাদেশী অফিসারের হাতেই।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে বিশ্বাসঘাতক খুনি মোশতাকচক্র। মোশতাকচক্র ক্ষমতাবলেই সহযোগী খুনিদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যার মতোই স্বাধীন বাংলাদেশও হত্যা করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হলেও দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী ফারুক-রশিদ-ডালিম-নূর চক্র। তাঁরা বঙ্গভবনে বসে উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের ওপর খবরদারি করতে থাকেন। ১৯৭৫ সালের আগস্ট জাতির পিতার হত্যাকান্ডের পর দেশের ভেতর যে চরম অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় তা আরো ভয়ানক রূপ নেয় ৩ নভেম্বর জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে পাল্টা ক্যু ঘটার পর।

মোশতাক-জিয়াচক্রের এই দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীরা সংগঠিত হন। তাঁরা বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ ও সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু ৩ নভেম্বর ভোরে খালেদ মোশাররফের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই খন্দকার মোশতাক ও বঙ্গভবনে অবস্থানরত খুনি মেজরদের কুকর্মে পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে জেলের ভেতর হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে। কর্নেল সাফায়েত জামিল তৎকালীন চিফ অব আর্মি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে কয়েকবার কথা বলেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন জিয়া এ ব্যাপারে কিছু করবেন না এবং সমর্থন দেবেন না। জিয়া মোশতাকচক্রেরই অংশ। তাই ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই জিয়াকে গৃহবন্দি করা হয়। জিয়াকে বন্দি ও তাঁর পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতেই খালেদ মোশাররফ সেনাপ্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হন। এই সুযোগে জাসদ নেতা কর্নেল তাহের (অব.) ব্যাপকভিত্তিক প্রস্তুতি ছাড়া অসংগঠিত অবস্থায় হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে খালেদ মোশাররফকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করার উদ্যোগ নেন। তাঁর মাধ্যমেই শুরু হয় ৭ নভেম্বরের পাল্টা ক্যু ও মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকান্ড। পরবর্তী সময়ে এই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ও মোশতাক সরকারচক্রকে সমর্থন দেওয়া সৈনিক ইউনিট জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করে আনেন ৭ নভেম্বর।

খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে অভ্যুত্থানের পর খুনি মেজরদের মোশতাক সরকারকে অপসারণ করে সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড নিয়ে আসা হয় ও বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে ৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করা হয়। এখানে লক্ষণীয়, খালেদ মোশাররফ সেই সময় দেশ দখলের কোনো আগ্রহ দেখাননি। খালেদের সহযোগীরা তাঁকে বারবার রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষণ দেওয়ার অনুরোধ করলেও তিনি রাজি হননি। নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিই শুধু ভাষণ দেবেন। খালেদ এই সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন।

একই সময় কর্নেল তাহের ও তাঁর সংগঠনের জাসদের কর্মীবাহিনী ও তাঁদের সহযোগী সৈনিক সংস্থা পুরো ঢাকা নগরী প্রদক্ষিণ ও স্লোগানে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছিল। সে সময় কর্নেল তাহেরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তাঁর ভাই আনোয়ার হোসেন, যিনি পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ছিলেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বিবিসিকে জানান, ১৭৯৫ সালের ৩-৬ নভেম্বর রাত পর্যন্ত অসংখ্য সভা হয়েছে। কর্নেল তাহের পরিকল্পনা করেছিলেন অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া সেনা সদস্যরা অস্ত্র হাতে রাস্তায় বেরিয়ে আসবেন। তিনি সেনা সদস্যদের বলেছিলেন, প্রত্যেকে কয়েকটি অস্ত্র হাতে বেরিয়ে আসবেন আর বাইরে অপেক্ষমাণ আমাদের শ্রমিক ও ছাত্ররা সশস্ত্র হবে। এভাবেই সৈনিক-জনতার অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন কর্নেল তাহের। ৩ নভেম্বর বন্দি জিয়া ফোনে কর্নেল তাহেরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খালেদ মোশাররফ জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দি করে বাসার ফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেও তাঁর বেডরুমের ফোন সচল ছিল। সেই ফোনে তিনি কর্নেল তাহেরকে বলেছিলেন, 'সেভ মাই লাইভ'। জিয়ার অনুরোধে তাঁকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে তাঁর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা, যারা ছিল জাসদেরই অংশ।

নতুন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সায়েম যখন শপথ নিচ্ছেন, জিয়া তখন গৃহবন্দি; কিন্তু সবচেয়ে সক্রিয় তখন জাসদের গণবাহিনী ও সৈনিক সংস্থা। ৭ নভেম্বর রাত ১২টার দিকে শ্রেণিহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিলাষ বাস্তবায়নে পুরো ক্যান্টনমেন্ট উত্তেজিত করে তোলে খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে। সুপরিকল্পিতভাবে তাঁকে ভারতের চর, দেশ বিক্রি করে দেওয়া দালাল হিসেবে প্রচার করে লিফলেট বিলিয়ে প্রত্যেক সেনার মাথায় ঢুকিয়ে দেয় এক স্লোগান–'সেপাই সেপাই ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই'।

খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান সফল হলেও বেঙ্গল ল্যান্সার্স ও ২ ফিল্ড আর্টিলারি, যারা ফারুক-রশিদ-মোশতাকচক্রকে সমর্থন করেছিল, তাদের তখনো নিরস্ত্র করা হয়নি। তার পরিপ্রেক্ষিতেই ঢাকার রাজপথে তাদের দেখা যায়। এই দুটি ইউনিটই ব্যবহার করা হয় খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে পাল্টা অভ্যুত্থানের জন্য। সেদিন জিয়াকে মুক্ত করে নিয়ে আসে ২ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট। তাঁদের সঙ্গে সামরিক বাহিনীতে থাকা জাসদের সেনাবাহিনীর গোপন সংগঠন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যরাও ছিলেন। জাসদ সমর্থনকারী ও তথাকথিত বামপন্থী সেনা সদস্যরা ও মোশতাক ফারুক-রশিদের অনুগত ডানপন্থী সেনা সদস্য–এই দুই গোষ্ঠীই ৭ নভেম্বর হয়ে ওঠে জেনারেল খালেদের প্রতিপক্ষ।

খালেদ মোশাররফ অবস্থার অবনতি উপলব্ধি করে শেরেবাংলানগরের অবস্থিত দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে উপস্থিত হয়েছিলেন, হয়তো চিন্তা করে যে মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজের সেক্টরে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাটালিয়ন তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। কমান্ডিং অফিসার ছিলেন কর্নেল নাওয়াজিস। তাঁর কাছে নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে তাঁরা সেই ইউনিটে যান।

কর্নেল নাওয়াজিস খালেদের আগমনের খবর তাৎক্ষণিক টেলিফোনে সদ্য মুক্ত জিয়াউর রহমানকে তাঁর ইউনিটে খালেদের উপস্থিতির কথা জানান। ভোরবেলা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় একদল উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় দশম বেঙ্গলের সৈনিক। এই উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মেজর আসাদ ও জলিল। মেজর আসাদ ও জলিল জিয়ার সঙ্গে কথা বলার পরই জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর-উত্তম, কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বীরবিক্রম ও কর্নেল এ টি এম হায়দার বীরবিক্রমকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। আমার বাবা শহীদ মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ নেই। তাঁকে আর কোনো দিন আমরা পাব না। আমরা তিন বোন পিতৃস্নেহ পাব না। কিন্তু আমরা বাবার হত্যার বিচার থেকে বঞ্চিত হব–এটা মেনে নিতে পারছি না। ৪৭ বছর ধরে পিতৃহত্যার বিচারের অপেক্ষায় আছি। আজ আমি জোর দাবি জানাব ৭ নভেম্বরের হত্যাকান্ডের বিচারের। সেদিন হত্যা করা হয় ২ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কে ফোর্সের অধিনায়ক প্রখ্যাত সমরবিদ, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুজিব হত্যার প্রতিবাদকারী, সেনাপ্রধান শহীদ মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর-উত্তম, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল নাজমুল হুদা বীরবিক্রম, ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ টি এম হায়দার বীর-উত্তমসহ অসংখ্য সেনা কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের। এসব হত্যাকান্ডের বিচার করতে হবে। একই সঙ্গে দাবি জানাব, সেদিনের হত্যাকান্ডের সব বিতর্কের অবসানের জন্য তদন্ত করে সঠিক ঘটনা জাতিকে জানাতে হবে।

লেখক: খালেদ মোশাররফ বীর-উত্তমের মেয়ে, সাবেক সংসদ সদস্য

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বাংলাদেশে জাতির জন্য একটি কলঙ্ক রচিত হয়েছিল এবং তার থেকে আমরা এখনো মুক্ত হতে পারিনি। সিপাহি বিপ্লবের নামে এই দিনে শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধা, সেনাসহ তাঁদের পরিবারের হত্যার প্রক্রিয়া। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি দিবসটি মুক্তিযোদ্ধা ও সৈনিক হত্যা দিবস হিসেবে আখ্যায়িত করে।

দেড়মাসের আন্দোলন

(শেষের পাতার পর)

ক্যাব। সামান্য সংখ্যক ইয়েলো ক্যাব রাস্তায় চলাচল করলেও এক সময়ের সোনার হরিণ ইয়েলো ক্যাবে নেই সন্তোষজনক ব্যবসা নেই তাদের। বুধবার দুপুরে নিউইয়র্ক সিটি ট্যাক্সি ওয়ার্কার এলায়েন্স এর দাবী মেনে নেয়ার ঘোষণা দেয় সিটি কর্পোরেশন। এই ঘোষনায় মেডালিয়ন মালিকদের ঋণ পরিশোধ সহজ করা হয়েছে। এতে মেডালিয়নের দাম ২লাখ ডলার এবং সিটি থেকে ৩০ হাজার ডলার গ্রান্ড দেয়া হবে। ঋনের সুদ হবে ৫শতাংশ যা ২০ বছরে পরিশোধের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া এখন মেডালিয়ন মালিকদের মাসিক কিস্তি হবে এক হাজা ১২২ডলার। এ বিষয়ে কথা হয় অনেক ইয়েলো ক্যাব চালকদরে সাথে। এটি মেডালিয়ন মালিক কিংবা গ্যারেজ মালিকদের স্বস্তি দিলেও এক সময়োর দাপুটে পরিবহন ইয়েলো ক্যাব যে হতাশাহনক অবস্থায় পৌছেছে তা থেকে মুক্তর উপায় নয়। তারা মনে করেন দিন দিন এই সেক্টরে ব্যবসা কমছে এবং এক সময় হয়ত ইয়েলো ক্যাব হারিয়েই যাবে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় মহামারি করোনার পর ইয়েলো ক্যাব চালকদের বড় একটি অংশ পেশা পরিবর্তন করেছেন। একটি অংশ নিউইয়র্ক থেকে চলে গেছেন অন্য রাজ্যে। আবার বিপুল সংখ্যক চালক এপস রাইড উবার লিফটে চলে গেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২০ অক্টোবর বুধবার থেকে শুরু হয় ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভারদের সিটি হলের সামনে 'হাঙ্গার স্ট্রাইক'। নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলম্যান ও স্টেট প্রতিনিধিরাও পাশে দাঁড়িয়েছেন ড্রাইভারদের। তারা ইয়েলো ক্যাব শিল্পকে রক্ষা করতে ড্রাইভারদের সাথে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। আন্দোলন চলাকালে নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলি মেম্বার জোহরান মামদানি ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভারদের সাথে এই হাঙ্গার স্ট্রাইকে অংশ নেন। তিনি টানা ৯ দিন এতে অংশ নেন এবং সংহতি প্রকাশ করেন।

সিটি হলের সামনে ও ফুটপাতে ড্রাইভারদের হাতে ছিল বিভিন্ন ধরনের পে-কার্ড ও ফেস্টুন। 'লেটস্ ড্রাইভার এলাইভ'। 'ডোন্ট লেট দেম বারি আস এলাইভ'। অনেক ধর্মঘটি ড্রাইভার দিনরাত ফুটপথের ওপর শুয়ে থাকছেন। কিংবা গাড়িতেই সিটি হলের সামনে রাত্রিযাপন করছেন।

নিউইয়র্ক ট্যাক্সি এলায়েন্সের তথ্যানুসারে ইয়োলো ক্যাব মেডালিয়নের ড্রাইভাররা গড়ে ৫ লাখ ৫০ হাজার ডলারের ঋণভারে জর্জরিত। মেয়র সম্প্রতি ৬৫ মিলিয়ন ডলারের রিলিফ ফান্ড ঘোষণা দিয়েছেন। যা কিনা ব্যাংক বা লোন কোম্পানীর জন্য এক ধরনের বেইল আউট।প্রকৃত মেডিলিয়ন মালিকদের জন্য তা কাজে লাগছে না। সংহতি প্রকাশ করে মাদানি বলেন, শতকরা ৯৪ ভাগ ইয়োলো ক্যাব ড্রাইভার ইমিগ্র্যান্ট। তাদের সিংহভাগই সাউথ এশিয়ান।

কয়েক বছর আগে অ্যাপস ভিত্তিক উবার ও লিফট কার সিটিতে নামায় ইয়োলো ক্যাব ড্রাইভারদের কপালে শনির দশা নেমে আসে। মেডেলিয়নের দাম কমতে থাকে। এক মিলিয়ন ডলারের মেডেলিয়নের দাম নেমে যায় ১ লাখ ডলারে। তার সাথে যুক্ত হয় কোভিড-১৯। গত বছর উপায় না পেয়ে ৯৫০ জন মেডেলিয়ন ওনার কাম ড্রাইভার ব্যাংক্রাপসির আশ্রয় নেয়। ট্যাক্সি এলায়েন্স ওয়ার্কার এসোসিয়েশন এর নির্বাহী পরিচালক ভৈরবী এবং সংস্থার সংগঠক টিপু সুলতান এই আন্দোলন সফল করতে যারা নানা ভাবে সহায়তা করেছেন সকলের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিশ্বকাপে ভারতের বিদায়

(শেষের পাতার পর)

ম্যাচেও বাবর আজমের দল ছিল দুর্দান্ত। স্কটল্যান্ডকে ৭২ রানে উড়িয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই সেমিতে গেল তারা। সেমিতে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। অন্য সেমিতে ইংল্যান্ড খেলবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। শারজায় টস জিতে আগে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৮৯ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান। জবাবে ৬ উইকেটে ১১৭ রানে থেমে যায় স্কটল্যান্ড।

১৯০ রানের লক্ষ্য তাড়ায় নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে স্কটল্যান্ড। দলীয় ২৩ রানে কাইল কোয়েৎজারকে (৯) ফেরান হাসান আলী। ২৬ রানে রান আউটের শিকার হয়ে ফেরেন ম্যাথিউ ক্রস (৫)। এরপর শাদাব খান এক ওভারে আরো দুই উইকেট তুলে নিয়ে স্কটল্যান্ডকে আরো পিছিয়ে দেন। ৪১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে আফগানিস্তান তখন ম্যাচ থেকেই একরকম ছিটকে পড়ে। দলীয় ৮৭ রানে ফিরে যান মাইকেল লিস্ক। শেষ পর্যন্ত স্কটল্যান্ড থামে ১১৭ রান করে।

এ ম্যাচে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই সতর্ক পাকিস্তানি দুই ওপেনার বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান। দলীয় ৩৫ রানে রিজওয়ানকে (১৫) ফিরিয়ে দেন হামজা তাহির। তবে যাওয়ার আগে নতুন এক মাইলফলক গড়ে যান রিজওয়ান। টি-টোয়েন্টিতে এক পঞ্জিকা বর্ষে সবচেয়ে বেশি রান এখন তাঁর (৪১ ম্যাচে ১৬৭৬)। এই ম্যাচ দিয়ে ক্রিস গেইলের ২০১৫ সালে ৩৬ ম্যাচে করা ১৬৬৫ রান টপকে গেছেন তিনি।

এরপর অবশ্য বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি ফখর জামানও (৮)। এরপর দারুণ গতিতে দলকে এগিয়ে নেন বাবর ও মোহাম্মদ হাফিজ। দলীয় ১১২ রানে হাফিজকে ফিরিয়ে এ জুটি ভাঙেন সাফিয়ান শরিফ। ১৯ বলে ৩১ রান করে আউট হন হাফিজ। এর মাঝে এই বিশ্বকাপের চতুর্থ ফিফটি করেন বাবর। দলীয় ১৪২ রানে আউট হন পাকিস্তান অধিনায়ক। ফেরার আগে ৪৭ বলে ৫ চার ও ৩ ছক্কায় ৬৬ রান করেন বাবর।

অধিনায়কের বিদায়ের পর ঝড় তুলেন অভিজ্ঞ শোয়েব মালিক। ইনিংসে শেষ বলে ছক্কা মেরে ১৮ বলে নিজের ফিফটি করেন তিনি। শেষ ওভারে ২৬ রান নিয়ে পাকিস্তান থামে ১৮৯ রানে। শেষ ৮ ওভারে পাকিস্তান নিয়েছে ১১৪ রান।

বিশ্বকাপ থেকে ভারতের বিদায়

এদিকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভে নিজেদের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল আফগানিস্তান ও নিউজিল্যান্ড। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচে আফগানদের ৮ উইকেটে হারিয়ে সেমিতে উঠে গেছে কেন উইলিয়ামসনরা। আফগানিস্তানের হারে এবারের বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেল ভারতের।

আফগানদের দেওয়া ১২৫ রানের লক্ষ্যে পৌঁছতে কিউইদের লেগেছে ১৮.১ ওভার। কেন উইলিয়ামসন ৪২ বলে ৪০ ও ডেভন কনওয়ে ৩২ বলে ৩৬ রানে অপরাজিত থাকেন। মার্টিন গাপটিল ২৮ ও ড্যারি মিচেল ১৭ রান করেন। আফগানিস্তানের মুজিব-উর-রহমান ও রশিদ খান একটি করে উইকেট নেন।

এর আগে, টস জিতে ব্যাটিং করে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৪ রান সংগ্রহ করে আফগানরা। আফগানিস্তানের মোট রানের অর্ধেকেরও বেশি আসে নাজিবউলাহ জাদরানের ব্যাট থেকে। ৪৮ বলে ৩ ছক্কা ও ৬ চারে ৭৩ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। এছাড়া গুলবাদিন নাঈব ১৫ ও মোহাম্মদ নবী ১৪ রান করেন। এই তিনজন ছাড়া অন্য কোনো আফগান ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছতে পারেননি।

কিউই পেসার টেন্ট বোল্ট ৩টি ও টিম সাউদি ২টি উইকেট নিয়েছেন। এছাড়া অ্যাডাম মিলনে, ইশ সোদি ও জেমি নিশাম একটি করে উইকেট লাভ করেন। ট্রেন্ট বোল্ট ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন।

মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় যাচ্ছে না বাংলাদেশ

(শেষের পাতার পর)

হয়নি। চলতি বছর এপ্রিলেই যুক্তরাষ্ট্রে বসেছিল 'মিস ইউনিভার্স ২০২০'-র বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। মাস কয়েকের ব্যবধানেই ফের ব্রহ্মান্ড সুন্দরী হওয়ার দৌড়ে নামছে বিশ্বের ৬৬টি দেশের সুন্দরীরা। এছাড়া আরও ৯টি দেশের অংশগ্রহণ এখনও নিশ্চিত নয়।

কিন্তু এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা থেকে ফের একবার নাম তুলে নিল বাংলাদেশ। মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের পক্ষে জানানো হয়েছে ইসরাইলে অনুষ্ঠিত হওয়ার জেরেই নাকি এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে না বাংলাদেশ। ভেন্যু হিসাবে ইসরাইলের এইলাটের নাম ঘোষিত হওয়ার জন্যই চলতি বছর মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়নি। মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ প্রতিযোগিতার প্রধান রফিকুল ইসলাম ডিউক বুধবারই সে দেশের সংবাদমাধ্যমকে জানান, '৭০তম মিস ইউনিভার্স ২০২১ এর মূল আসর ইসরাইলে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ইসরাইলী দূতাবাস নেই, স্বাভাবিকভাবে ভিসা জটিলতা রয়েছে। এজন্য আমরা এবার বাংলাদেশী কোনো প্রতিনিধি পাঠাচ্ছি না।

এর আগে, গত এপ্রিল মাসে 'মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ-২০২০' তানজিয়া জামান মিথিলাও শেষ মুহূর্তে প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করেন। করোনার জেরে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ভিসা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তাই নাম তুলে নেয়া, জানায় কর্তৃপক্ষ। তবে মুকুট জয়ের পর থেকেই মিথিলাকে নিয়ে একরাশ বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তিনি বয়স লুকিয়ে অংশ নিয়েছেন প্রতিযোগিতায় এমন অভিযোগ ছিল, পাশাপাশি যৌন হয়রানি করার অভিযোগও উঠেছিল মিথিলার নামে।

গত মাসেই মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া ২০২১-এর খেতাব জিতেছেন চন্ডীগড়ের কন্যে হারনাজ সান্ধু। ইসরাইলে অনুষ্ঠিত এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন হারনাজ।

ড. নূরুন নবী পুনরায় কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত

(শেষের পাতার পর)

বনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবারো নিউজার্সী রাজ্যের প্লেইন্সবোরো টাউনশিপের কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এবার নিয়ে তিনি পঞ্চমবারের মত কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হলেন। গত ২ নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমেক্র্যাটিক দলীয় প্রার্থী ড. নূরুন নবীর বিরুদ্ধে রিপাবলিকান পার্টির কোন প্রার্থীই ছিল না। ড. নবী ২০০৭ থেকে একটানা দক্ষতার সাথে কাউন্সিলম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এবার তিনি পরবর্তী তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হলেন।

বাংলাদেশের টাঙ্গাইলের কৃতি সন্তান ড. নবী নির্বাচনের পর তার নির্বাচনী এলাকার ভোটারদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমি আশা করি আমার এ বিজয় বাংলাদেশী-আমেরিকানদেরকে মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে অনুপ্রাণিত করবে।

বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২১

BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2021



আবদুর রব মিয়া
সভাপতি
ABDUR RAB MIA
PRESIDENT

প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট

"ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিক্ষিত সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন"

১৪ নভেম্বর নির্বাচনে

রব-রুহুল

পরিষদ



রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক
RUHUL AMIN SIDDIKI
GENERAL SECRETARY

PLEASE VOTE FOR RAB-RUHUL PANEL



মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
সিনিয়র সহ সভাপতি
MD. MOHIUDDIN DEWAN
SENIOR VICE PRESIDENT



ফারুক চৌধুরী
সহ সভাপতি
FARUK U, CHOUDHURY
VICE PRESIDENT



আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
সহ সাধারণ সম্পাদক
AMINUL CHOWDHURY
ASST. GENERAL SECRETARY



নওশেদ হোসেন
কোষাধ্যক্ষ
NOASHED HOSSAIN
TREASURER



আবুল কালাম ভূঁইয়া
সাংগঠনিক সম্পাদক
ABUL KALAM BHUIYAN
ORGANIZING SECRETARY



ডা. শাহনাজ লিপি
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
DR. SHAHNAJ LIPI
CULTURAL SECRETARY



রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
REZU MOHAMMED
PUBLIC RELATION & PUBLICITY SECT.



মোঃ টিপু খান
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
MD. TIPU KHAN
SOCIAL WELFARE SECRETARY



ফয়সাল আহমদ
সাহিত্য সম্পাদক
FOYSOL AHMED
LITERATY SECRETARY



মাইনুল উদ্দিন মাহবুব
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
MAINUL UDDIN (MAHBUB)
SPORTS & ENT. SECRETARY



প্রদীপ ভট্টাচার্য
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
PRADIP BHATTACHARJYA
SCHOOL & EDUCATION SECRETARY



মোঃ সাদী মিন্টু
কার্যকরী সদস্য
MOHAMMED SAADI MINTU
EXECUTIVE MEMBER



ফারহানা চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য
FARHANA CHOWDHURY
EXECUTIVE MEMBER



শাহ মিজানুর রহমান
কার্যকরী সদস্য
SHAH MIZANUR RAHMAN
EXECUTIVE MEMBER



সিরাজদৌল্লাহ হক বাশার
কার্যকরী সদস্য
SIRAJDULLAH HAQUE BASHAR
EXECUTIVE MEMBER



মোঃ আখতার বাবুল
কার্যকরী সদস্য
MD. AKHTER BABUL
EXECUTIVE MEMBER

রব-রুহুল পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী

PLEASE VOTE FOR
RAB-RUHUL PANEL



সুশান্ত দত্ত
কার্যকরী সদস্য
SUSHANTA DATTA
EXECUTIVE MEMBER

রব-রুহুল পরিষদ আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী

প্রচারেঃ রব-রুহুল পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি



কাজী নয়ন
সভাপতি প্রার্থী

"Every moment is an organizing opportunity, every person a potential activist, every minute a chance to change the society."



মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী

বাংলাদেশ সোসাইটি নির্বাচন ২০২১

১৪ নভেম্বর নির্বাচনে

BANGLADESH SOCIETY ELECTION 2021

ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি, বাংলাদেশ ও আমেরিকার মূলধারায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গিকারবদ্ধ, নিষ্ঠাবান, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন

নয়ন-আলী পরিষদে
ভোট দিন

VOTE FOR AHSAN



সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা:

আহসান হাবিব স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

- বর্তমান স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক:
  বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক
- সভাপতি
  নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব
- সাবেক সভাপতি:
  নরসিংদী জেলা সমিতি ইউ,এস,এ ইনক
- ভাইস চেয়ারম্যান:
  বাংলাদেশী আমেরিকান বিজনেস এলায়েন্স
- ভাইস প্রেসিডেন্ট:
  বাংলাদেশি আমেরিকান পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ফ্রন্ট (BAPAF)
- ভাইস প্রেসিডেন্ট:
  জ্যাকসন হাইটস ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইন্ক
- সাংগঠনিক সম্পাদক:
  নজরুল একাডেমী অফ ইউ,এস,এ ইন্ক
- মেম্বার: ব্রুকলিন চেম্বার অফ কমার্স
- মেম্বার: ব্রুকলিন ডেমোক্রেটিক পার্টি

ORGANIZING SECRETARY
সাংগঠনিক সম্পাদক প্রার্থী

আহসান হাবিব

ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন



নয়ন-আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী

ELECTION DATE: NOVEMBER 14 , 2021

PLEASE VOTE FOR NAYAN-ALI PANEL

প্রচারে ঃ নয়ন-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS
Biman BANGLADESH AIRLINES



সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+
JFK-Dhaka-JFK Return

Emirates
ETIHAD
QATAR
DELTA AIR LINES
AmericanAirlines

ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত


আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ


কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ


পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

এখন জ্যামাইকাতে

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন



- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION JOB PROPOSAL WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

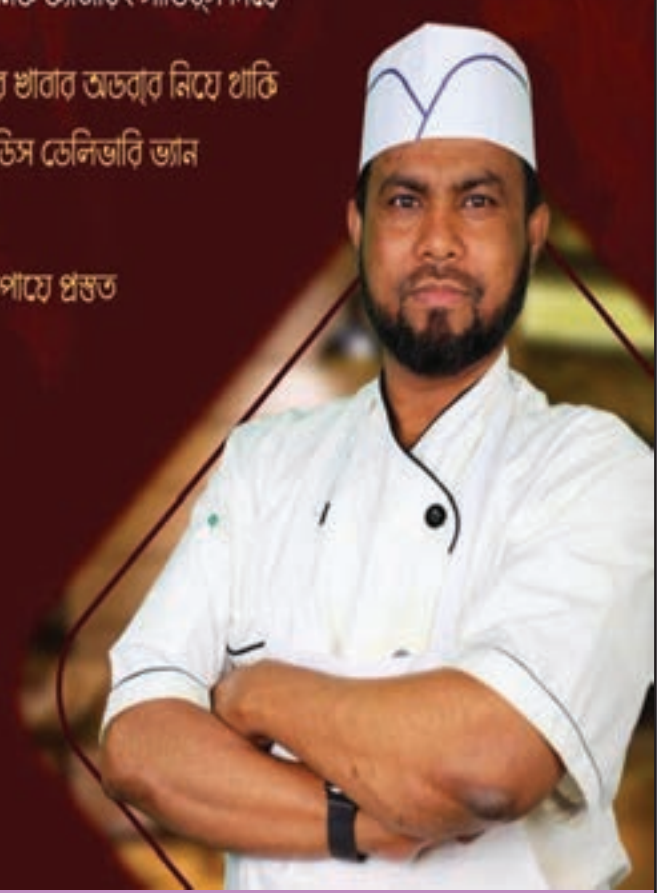
929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com

orderkhalilsfood /

খলিল"স ক্যাটারিং

সামার শেষের বাকি দিন গুলি হয়ে উঠুক জমজমাট
খলিল'স ফুড এর নান্দনিক ক্যাটারিং সার্ভিস দিয়ে

- ২০-২০০০ মানুষের খাবার অর্ডার নিয়ে থাকি
- সর্বাধুনিক মাসেরডিস ডেলিভারি ভ্যান
- খাবার গরম থাকে
- ১০০ ভাগ হালাল উপায়ে প্রস্তুত
- স্বাদ মাশাল্লাহ!



Khalil's Food

For order or online:
www.khalilsfood.com

Place Order:
646-763-5073
347-621-2884

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM	6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from	Selenium Starting from
October 19, 2019	October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM	6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from	Selenium Starting from
November 16, 2019	November 26, 2019

www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency



HHA/ PCA Service

CDPAP Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Health Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115



Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

তার এমন অর্জনে আমি গর্বিত-সালমা

বিনোদন ডেস্ক: আমার স্বামী সানাউল্লাহ নূর সাগর লন্ডনের লিংকনস-ইন থেকে ব্যারিস্টার হয়েছে। এটা আমার জন্য ভীষণ আনন্দের ব্যাপার। তার এমন অর্জনে আমি গর্বিত। মানুষ হিসেবেও সে অসাধারণ, যারা তার সাথে মিশেছেন সেটা ভালো করেই জানেন- এভাবেই কথা গুলো বলছিলেন জনপ্রিয় ফোক সংগীতশিল্পী মৌসুমী আক্তার সালমা। তার স্বামী সানাউল্লাহ নূর সাগর এখন ব্যারিস্টার। স্বামীর এমন সাফল্যের খবর তিনি নিজেই প্রথম দেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এদিকে সালমা এরইমধ্যে স্টেজ শো শুরু করেছেন। করোনার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই স্টেজ শো তেমন আয়োজন হয়নি।



তবে এরইমধ্যে টুকটাক করে ইনডোরে শো শুরু হয়েছে। সালমাও শুরু করেছেন শো। অনেক দিন পর শো শুরু হয়েছে। কেমন লাগছে? এ গায়িকা বলেন, শিল্পীদের স্টেজই মূল জায়গা। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিলো শো। এই সময়ে কম বেশি সব শিল্পী-মিউজিশিয়ানই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এখন করোনা পরিস্থিতি ভালো হচ্ছে। আমি শো শুরু করেছি। তবে এখন কেবল ইনডোরেই হচ্ছে শো। ওপেন এয়ার কনসার্ট বন্ধই আছে। যদিও অন্য সব সেক্টরের কাজ পুরোদমে চলছে। আমি মনে করি শো আগের মতো শুরু হওয়া উচিত। তাহলেই শিল্পী-মিউজিশিয়ানরা ছন্দে ফিরতে পারবে। এদিকে চলতি বছরের শুরু থেকেই রেকর্ডিংয়ে তুমুল ব্যস্ত সময় পার করছেন এ গায়িকা। নিজের ইউটিউব চ্যানেল ও অন্য কোম্পানির জন্য অনেক গান রেকর্ডিং করেছেন তিনি। সেই ব্যস্ততা চলছে এখনো। নতুন গানের ব্যস্ততা কেমন এখন? সালমা বলেন, নতুন গান রেকর্ডিং চলছে। এই ধারাটা অব্যাহত রাখতে চাই। অনেক গান প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। আরো কিছু গানের রেকর্ডিং রয়েছে সামনে। আশা করছি গানগুলো ভালো লাগবে সবার। এদিকে সালমার নিজস্ব অর্থায়নে তার শ্বশুরবাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে নির্মিত 'ইউরোপিয়ান পার্ক' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে কদিন আগেই। সেটা কেমন চলছে? সালমা উত্তরে বলেন, বেশ চলছে। এ পরিকল্পনা আসলে অনেক আগের। আমি আর আমার স্বামী সাগর অবশেষে পার্কটি করতে পেরেছি। এটাই অনেক আনন্দের। গান ছাড়াও সালমা তার স্বামী সাগরের সঙ্গে মিলে তৈরি করেছেন সাফিয়া ফাউন্ডেশন। করোনাকালেও নানাবিধ সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ নিয়েছেন তারা। এখনও সেই ধারা অব্যাহত আছে।

২৬ দিন পর জামিন পেলেন আরিয়ান



বিনোদন ডেস্ক: বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের পরিবারে এলো স্বস্তির খবর। মাদক মামলায় শাহরুখের বড় ছেলে আরিয়ান খান ২৬ দিন পর অবশেষে জামিন পেয়েছেন। গতকাল আরিয়ানের জামিন আদেশ দেয় মুম্বই হাইকোর্ট। ২রা অক্টোবর আটক ও পরবর্তীতে গ্রেপ্তারের পর বেশ কয়েকবার আরিয়ানের জামিন আবেদন খারিজ করেছে আদালত। প্রথমে দু'দফা এন-সিবি হেফাজতে থাকার পর ৭ই অক্টোবর আরিয়ান খানকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট। তারপর থেকে আর্থার রোড জেলে থাকতে হয় আরিয়ানকে। এনসিবি হেফাজত থেকে মুম্বইয়ের আদালত শাহরুখপুত্র আরিয়ান খানকে ১৪ দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। তারপরই আরিয়ানের অন্তবর্তী জামিনের আবেদন করেন আইনজীবী।

এরপরও কয়েক দফায় জামিন আবেদন নাকচ করা হয়। তবে ১১ ও ১৪ই অক্টোবর আরিয়ানের জামিনের সম্ভাবনা তৈরি হলেও এনসিবির পাল্টা আবেদনের কারণে তা সম্ভব হয়নি। আদালতের নির্দেশে মামলার শুনানি পিছিয়ে শেষ পর্যন্ত ২০শে অক্টোবর করা হয়। এই শুনানিতেও জামিন হয়নি আরিয়ানের। পরবর্তীতে জামিনের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেন আরিয়ানের আইনজীবী। প্রথমবার আবেদন খারিজ হলেও এবার দু পক্ষের যুক্তি, পাল্টা যুক্তির ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার বিকালে আরিয়ানের জামিন মঞ্জুর করে উচ্চ আদালত। এদিকে, আরিয়ানের জামিনে শাহরুখ কিংবা তার পরিবারের কারও বক্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি। তবে আরিয়ানকে বাসায় নেয়ার প্রস্তুতি চলছে তার পরিবারে।

ভোটের মাঠে সাইমন

বিনোদন ডেস্ক: চলতি প্রজন্মের নায়ক সাইমন। শুটিং নিয়েই থাকে তার ব্যস্ততা। তবে এবার তাকে দেখা গেল ভোটের মাঠে! তবে নিজের জন্য নয়, বাবার পক্ষে ভোট চাইতে নির্বাচনী মাঠে নেমেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত এই নায়ক। তার বাবা সাদেকুর রহমান কিশোরগঞ্জের সদর উপজেলার মহিনন্দ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান। এবারো তিনি ওই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নৌকা প্রতীক পেয়েছেন। সাইমন সবার কাছে দোয়া চেয়ে বলেন, আব্বু এবার নৌকার মাঝি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি। আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মনোনয়ন বোর্ডের সকল সদস্যের প্রতি। সকলের কাছে দোয়া চাই। এ অভিনেতার বাবা সাদেকুর রহমান মহিনন্দ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান।

সুস্থ রাজনীতির জন্য বেশ সুনাম রয়েছে তার। লম্বা বিরতি শেষে আবারো তিনি রাজনীতিতে ফিরেছেন। উল্লেখ্য, ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী তৃতীয় ধাপের মহিনন্দ ইউনিয়ন নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ ২ নভেম্বর। এছাড়া মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই হবে ৪ঠা নভেম্বর, প্রত্যাহারের শেষ দিন ১১ নভেম্বর। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৮শে নভেম্বর। এই ধাপে কিশোরগঞ্জ জেলার ৩ উপজেলার মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন, নিকলী উপজেলার ৭টি ইউ-নিয়ন এবং কুলিয়ারচর উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।



চেন্নাইয়ের হাসপাতালে ভর্তি রজনীকান্ত

বিনোদন ডেস্ক: চেন্নাইয়ের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হল দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্তকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অভিনেতাকে কাবেরী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে পরিবার সূত্রে খবর চিন্তার কোনও কারণ নেই। রুটিন চেক-আপের জন্যই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৭০ বছর বয়সী এই তারকাকে। সোমবারই নয়া দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে হাজির ছিলেন থালাইভা। সেখানে তাকে দাদা সাহেব ফালকে সম্মানে ভূষিত করেন উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান এটি। অভিনেতার মুখপাত্র রিয়াজ কে আহমেজ সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, এটা রুটিন হেলথ চেক আপ মাত্র।

নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ওঁনার শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়, সেই জন্যই এই মুহূর্তে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। গত বছর ডিসেম্বরে রক্তচাপজনিত সমস্যার কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল রজ-নীকান্তকে। সোমবার দাদাসাহেব পুরস্কার গ্রহণ করতে দিল্লিতে পৌঁছেছিলেন অভিনেতা। এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গেও সাক্ষাত করেন থালাইভা। বৃহস্পতিবার সপরিবারে অন্নাথে ছবির স্ক্রিনিংয়ে হাজির ছিলেন অভিনেতা। দিওয়ালিতে (৪ নভেম্বর) মুক্তি পাবে রজনীকান্ত ও নয়নতারা অভিনীত এই ছবি।

ফেসবুক ফ্রেন্ডশীপে প্রতারণা বাড়ছে!

(শেষের পাতার পর)

পুরুষ নিজেকে নারী হিসেবে ফেসবুক অ্যাকউন্ট খুলে অনেক পুরুষের সাথে বন্ধুত্ব তৈরী প্রতারণা করছেন। অনেকের সরলতার সুযোগে তারা এই প্রতারণা করে চলেছেন। বিষেষ করে বন্ধুত্বের এক পর্যায়ে নানা কথা কবের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন। সহজ-সরল প্রবাসীদের কেউ কেই সেই প্রতরণার শিকার হচ্ছেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নারীদের মাধমে পুরুষরাই প্রতারণার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জ্যামাইকায় বসবাসকারী জাকির হোসেন নামের এক প্রবাসী জানান, সুমী আক্তার নামে চট্টগ্রামের এক ফেসবুক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে তিনি প্রতারিত হয়েছেন। বলেন, প্রথম প্রথম আমাদের মাঝে ভালো বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু তাকে আমি চিনতে বা বুঝদে ভুল করি। বন্ধুত্বের সুবাদে অনেকে সময় টেক্স এ কথা বলি, অবসর সময় কাটাই এবং সুখ দু:খের কথা বলি। এক পর্যায়ে সে আমার কাছে তার লেখা-পড়ার কথা বলে অর্থ সাহায্য চায় আমি তাকে সাহায্য করি। পরবর্তীতে অসুখ-বিসুখের কথা বলে আবার অর্থ চায়। সেসময়ও মানবিক কারণে অর্থ সাহায্য করি। কিন্তু তার কথা-বার্তায় সন্দেহ হলে তাকে ওয়াচ করতে থাকি। পড়ে যখন বুঝতে পারি যে সে একজন পুরুষ মানুষ হয়ে নারী কণ্ঠে কথা বলে আমার সাথে প্রতারণা করেছেন। তার ফেসবুক পেইজে নারীর ছবিও দেখতে পাই বলে প্রথমে কোন সন্দেহ হয়নি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে যা হবার তাই হয়েছে।

রফিকুল ইসলাম নামের অপর এক বাংলাদেশী জানান, বাংলাদেশে বসবাসকারী আমার এক ফেসবুক বন্ধু বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে বিপুল পরিমান অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। মানবিক কারণে আর বন্ধুত্বের সুযোগে আমি এই প্রতারণার শিকার হয়েছি। এমন আরো একাধিক প্রবাসী ফেসবুক ফ্রেন্ড প্রতারণার শিকার হয়েছেন বলে এই প্রতিনিধিকে জানান।

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-৭

(শেষের পাতার পর)

সমানে বলে যাচ্ছে, ড্রাইভার লেট মি গো। অবাক হলাম কারণ পরপর ৩ টা স্টপেজে সে নামল না। উল্টো সে পুরো বাসে তার ট্রলি নিয়ে এদিক ওদিক করছিল। লোকজন খুব বিরক্ত হচ্ছিল কারণ বেশ ভীড় ছিল, মোটামুটি সবার সাথেই বড় বড় ব্যাগ, ট্রলি ছিল। আমি ভাবলাম উনাকে জিজ্ঞেস করব, উনার কি সমস্যা। উনার সাথে কথা বলার উদ্যোগ নিতেই এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ইশারায় মানা করল। পরে আস্তে করে বলল, সি ইজ নট স্যাবল, ইটস হ্যাপেন্ড এভরি ডে। যদিও আমি উনাকে আগে দেখিনি। সে আর আর পাশে দাঁড়ানো আরেক লোক খুব হাসাহাসি করছিল মহিলাকে নিয়ে।

বৃদ্ধাকে ভীষণ অসহায় বিপর্যস্ত লাগছিল, মুখ দিয়ে লালা পড়ছিল আর বারবার একই কথা বলে যাচ্ছিল, ড্রাইভার লেট মি গো। এত খারাপ লাগছিল বলার মতো না।

আমার এক এক্স কলিগ সব সময় বলেন যে, উন্নত মানের বৃদ্ধাশ্রম খুলুন, যাদের কেউ নেই, তারা যেন উন্নত জীবন যাপন করতে পারেন। কথাটা প্রায়ই সত্যি মনে হয়। আসলেই যাদের কেউ নেই, তারা কি একটুও ভালো জীবনযাপন করতে পারবে না?! তারা কি মানুষ না? তাদের একটু আদর যত্ন, ভালোবাসা প্রাপ্য না? এমনও তো মানুষ আছে, যারা সারাজীবন অন্যের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আজ নিঃস্ব, একা, বড্ড বেশি একা।

মাঝে মাঝে 'কোথাও কেউ নেই' মুনার কথা মনে পড়ে। একে একে আপনজনকে হারিয়ে, প্রিয়জনকে প্রতিষ্ঠা পাইয়ে দিয়ে একা নিঃসঙ্গ দ্বীপের মত হয়ে গিয়েছিল। সবার মধ্যে থেকেও একা। আমাদের আশেপাশে এরকম মানুষ, এরকম মুনা অনেক আছে। এত ব্যস্ত সবাই, তাদের দিকে কেউ তাকায়ই না ভালো করে। তাদের জন্য কারো সামান্য আয়োজনও অনেক বেশী মনে হয় অন্যদের কাছে, একসময় হয়তো ভুলেই যায় আশেপাশে কোথাও কেউ আছে যেখানে অধিকার নিয়ে কিছু এখনো চাওয়া যায়.....

কারণ মুনারা সব সময়ই একা, তাদের কেউ নেই কিংবা বলা যায় কেউই ছিল না। কারো কাছেই মুনাদের কোন প্রত্যাশা নেই বরং বলা ভালো থাকতে নেই। মুনারা জানে তাদের তা থাকতে নেই। মুনারা একা আসে, এক বাঁচে, একাই মরে। যাইহোক কাজ শেষে অফিস থেকে বের হয়ে দেখি, সারাদিন কাঠ ফাটানো রোদ্দুরের পর পুরো আকাশটা মন ভারী করে আছে। বাস স্টপেজ বেশি দূরে না, কিন্তু অল্প একটু রাস্তা পার হতেই পুরো স্নান করে ফেললাম।

ঠিক দেশের মতো ঝমঝম বৃষ্টি হলো!!

অবশেষে বাধ্য হয়ে লিফট কল করলাম।

গাড়ীতে উঠে দেখি ভেতরটা ভ্যাপসা গরম, ড্রাইভারকে এসি ছাড়তে বললাম। আমি পথ চলতে অপরিচিত লোকজনের সাথে কথা বলি। দেশে থাকতে রিক্সার ড্রাইভার, ফুটপাতের মুদিওয়ালা, সিন এন জির ড্রাইভার, লন্ডনে পাশের সিটের মানুষ, বাস স্টপেজ বা ট্রেন স্টপেজ এ দাঁড়ানো মানুষ, এখনো বাস স্টপেজ, সাবওয়ে, উবার ড্রাইভার এদের সাথে কথা বলি।

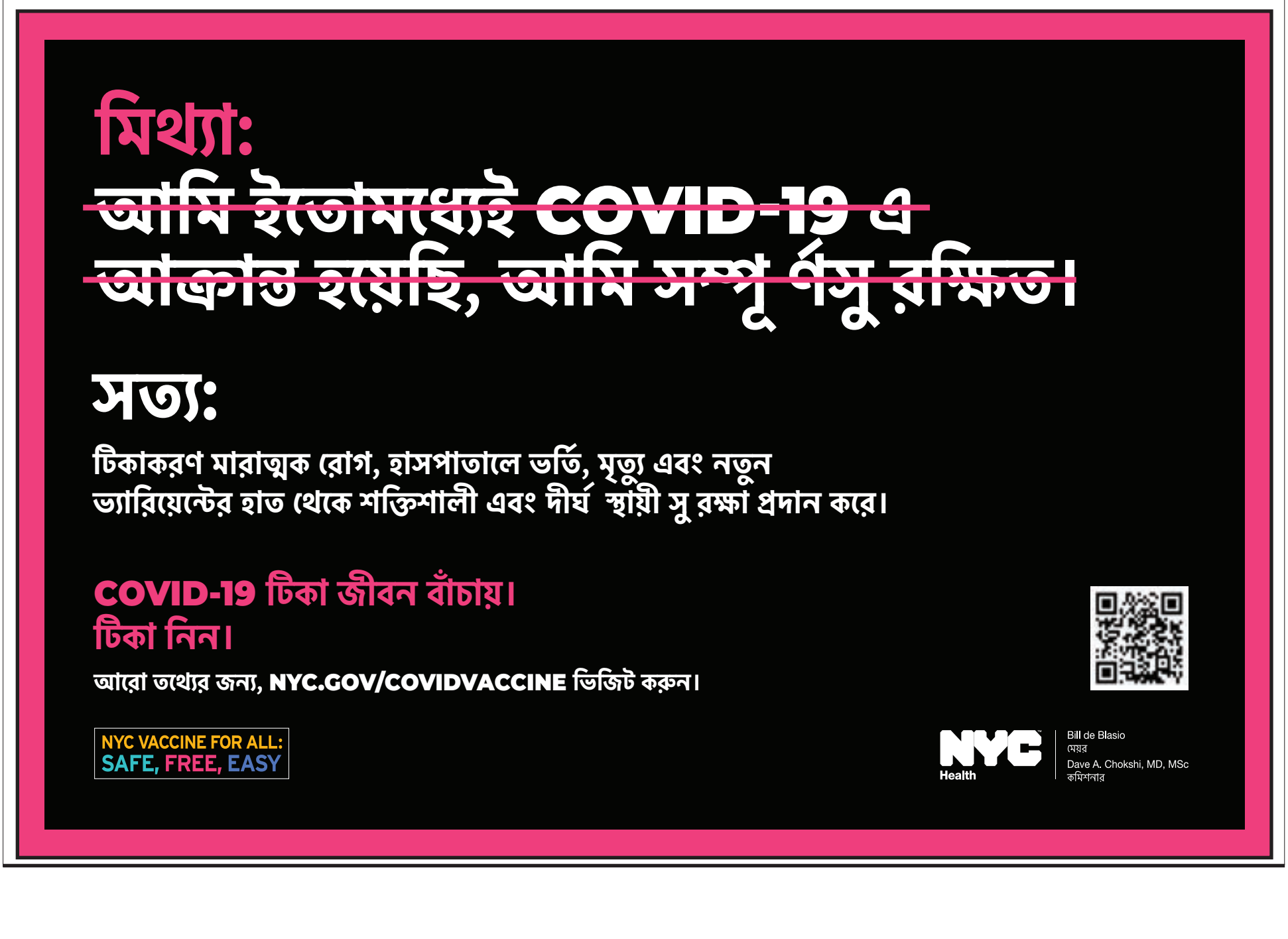
পথ চলতে মানুষের সাথে কথা বলতে ভালো লাগে, সাধারণ মানুষের জীবন, মন মানসিকতা জানতে পারি, বুঝতে পারি, মাঝে মাঝে সেখানে গল্প খুঁজে পাই।

তো সেদিনের ড্রাইভারকে কথায় কথায় বলছিলাম যে, আমি বৃষ্টি ভীষণ ভালোবাসি যখন ঘরে থাকি, ঘরে খাবার আর প্রয়োজনীয় সব থাকে কিন্তু যখন বের হতে হয় তখন বৃষ্টি উপভোগ করি না। তখন সে বলল এভরি ওয়ান ম্যাম। বলে খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বেড আর বাটারের জন্য আজও আমাকে বের হতে হলো, কতদিন বৃষ্টিতে ভিজে ফুটবল খেলি না।' শুনে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। কী নির্মম কী নিষ্ঠুর এই জীবন। অনেকে অনেক কিছু পেয়েই খুশি না আরও বেশি প্রাচুর্য আরও বেশি নাম যশের জন্য ছুটছে আর কেউ কেবল ব্রেড আর বাটারের জন্য লড়াই করছে।

কিছু কিছু মানুষের জন্য বেঁচে থাকাই যেখানে কঠিন! সুখ খোঁজা সেইখানে নিতান্তই বিলাসিতা। সেটা বৃষ্টিতে ফুটবল খেলা আর ভুনা খিচুড়ির সাথে কড়কড়ে ডিম ভাজা, বেগুন ভাজা আর টুনা কাবাবই হোক।

এই কঠিন পৃথিবীতে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা হোক বা বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে যাক শহরের সবগুলো অলিগলি, জীবন ঠিকই জীবনের মতো চলে, থেমে থাকে না কিছুই এই পাষাণ নগরীতে।





সাহিত্যসাময়িকী

আত্মার প্রতিধ্বনি
রেজাউদ্দিন স্টালিন

এক মহত্তম আকাঙ্ক্ষা
জানতে চায় কোথা থেকে এলাম
কোথায় ফিরবো সময়ের অতলে
আত্মার মরুপথে হাঁটে জিজ্ঞাসা
এই দিন ও রাত্রির আবর্তন
চাঁদ ও সূর্যের উন্নয়ন
রুটি আর পানি
সৃষ্টির রহস্য
এক অবসম্ভাবী খেলা
তুচ্ছ ঘাসও মূল্যবান
পিঁপড়েও কি সঙ্ঘবদ্ধ
আর মানুষ বিচ্ছিন্ন বিপন্ন
প্রতিকার পেতে পাহাড়ে
গুহায় উপত্যকায় ছুটে বেড়ায়
বিনাশহীন এক উৎকণ্ঠা
বছরের পর বছর
মাসের পর মাস
দিনের পর দিন
চোখ শুকিয়ে ঝরে পড়ে বালুরাশি
ক্ষুধা বিবশ করে দেয় জিহ্বা
কিন্তু অবিনাশী আত্মার প্রভু প্রতিধ্বনি তোলে:
ইকরা বেইসমো রব্বোকা খালাক্কালাজি ।

পেতে আছি পুষ্পাধার
বীরেন মুখার্জী

মায়া-মাধবীর মাঝে তুমুল ব্যবধান তুলে
নেচে ওঠে অসংখ্য মরিচবন;
সোম ও সমাধির ভেতর মঙ্গলের আলো
ফুটবে কি ফুটবে না, যখন এমন দ্বিধায়
জড়োসড়ো আমাদের আয়ুষ্কাল,
তখনই সম্পর্কের বাগানে তীব্র খঞ্জর চালায়
কুপিত শনি; রাত্রিরেখা বেয়ে আমি তার-
সদম্ভে হেঁটে যাওয়া দেখি ।

শেষ শরতের এই নিরূপম জ্যোৎস্না সাক্ষ্য দেবে
অর্ধশতকের ধ্যান কাঁধে-
একদিন আমরাও সমকাল পার হয়ে
হাতে তুলে নিতে চেয়েছি টেকসই পূর্ণতা
আর সমৃদ্ধির অনন্ত উচ্ছ্বাস;
সম্প্রীতির পথে তখনই কারা যেন-
ঢেলে দিতে চেয়েছে হলুদ বিবমিষা!
জানি-এই কাল লুণ্ঠিত রাত্রির, তবুও
অঙ্কুরোদগমের ভেতর যেটুকু রহস্য
তার-ই অন্তরালে পেতে আছি প্রিয় পুষ্পাধার...

তুমি চাইলে ভালো হয়ে যেতে পারো
শিউল মনজুর

তুমি চাইলে ভালো হয়ে যেতে পারো

ভালো হতে হলে
যেতে হয়না ইশকুলে আঙিনায়
পাশ লাগে না পরীক্ষার খাতায়
ধুলোবালিও নিতে হয় না
দূরের কোনো বিশ্ববিদালয়ের

ভালো হতে হলে
কলিংবেল টিপতে হয় না
দরোজায় দরোজায়
ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হয় না
মসজিদে মন্দিরে গির্জায়

আকাশের রঙমেখে
যখন তখন ভালো হওয়া যায়
ভালো হলে ভালোবাসার বকুলেই
বেঁচে থাকে কীর্তি ও মানব মূর্তি
ভালো হলে বাংলার কাদামাটিতেই যুক্ত হয়
সকল শিল্পের উর্বরতা
ঋতু মুগ্ধতায় রচিত হয়
পাখি সুরের চিরচেনা পাণ্ডুলিপি

তরবারির ঝলক দেখিয়ে
কেউ কখনো পৌঁছুতে পারেনি
অলৌকিক কোনো বন্দর
তুমি তো জানো, ভীষণ রকম শাসন শোষণে
ভেঙে গেছে বার্লিনেরই দীর্ঘ প্রাচীর
এবং গোলাবারুদ কামানের সাজ সাজ মহড়ায়
রক্তরঙে ক্ষরিত হয়েছে নদীরই নাব্যতা চিরকাল

তুমি চাইলে ভালো হয়ে যেতে পারো
ফলবৃক্ষের ছায়ার মতো
তুমি চাইলে ভালো হয়ে যেতে পারো
পাশের বাড়ির গান্ধীজির মতো

ঘড়ির কাটা তোমার দিকেই ঘন্টাবাজায়
সবুজ শাড়িটি ঝুলে আছে কোবিদের থাবায়

বসন্ত পুরুষ
শারমিন সুলতানা রীনা

একটি সোনালী ক্ষণে মোহন সন্ধ্যায়
এসেছো নক্ষত্র হয়ে নিজস্ব সত্তায়

মাতাল বাতাসে মিশে উড়িয়ে নিয়েছো
শাড়ির আঁচলে জমা লাজের খোলস

নীরব প্রণয় ভাষা হৃদয় সমিধ
তুলেছো দুরন্ত ঢেউ বুকের তোরণে

রঙিন আবির মাখা সহস্র চুম্বনে
কুয়াশা বলয় ভাঙে অনন্ত উল্লাস

শিরায় শিরায় নাচে বাসনা পরশ
প্রেমিক মানেই বুঝি বসন্ত পুরুষ

রোদছায়া অপরাহ্ন
স.ম. শামসুল আলম

একটি রোদছায়া অপরাহ্ন উৎফুল্ল মেজাজে
ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বাইরে তাকিয়ে নতুন বিস্ময়
মাঠভর্তি প্রাণসঞ্চারক ফসল অথবা সবুজাভ ফ্যাকাশে ঘাস
কোনোটাই অকেজো নয়
মীনাক্ষি সমুদ্র-জল লবণাক্ত জানি
তবু আকণ্ঠমগ্ন তৃষ্ণাপানে অসম্ভব ব্যাকুলতা
সৌরভ থাকা না-থাকা ফুলের দোষ নয়
কিন্তু নানা বর্ণ নানা পুষ্পে প্রয়োজনীয়তা সমৃদ্ধ বাগান
নির্ভেজাল অপরাহ্ন মাড়িয়ে যেতে এসব দেখা জরুরি
একটি পাতাও যদি বিবর্ণ হয় বুঝে নেব অধঃপাত
আকাশের কথা বাদই দিলাম
সে কখন গুমোট কখন শীতল কখন বৃষ্টিবিলাসী
কখন রৌদ্রপাগল কে জানে
মাটির কথা বলি কিংবা বাতাসের কথা
একটা না একটা গন্ধ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য নয়
যেতে যেতে দেখা মানে বর্ণাঢ্য সংগ্রহ
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ পঞ্চগুণ
অথবা অহল্যা দ্রৌপদী তারা কুন্তী মন্দোদরী পঞ্চকন্যা
যতই আকর্ষণ থাকুক না কেন
ভেতর থেকে বাইরে দেখা অতটা সহজ নয়
বরং বাইরে গিয়ে ভেতরটা দেখার কৌশল জানা আবশ্যক
কিন্তু যেতে যেতে শুধু দেখাই যায় গুছিয়ে নেয়া যায় না
যে-কোনো প্রস্থান যে-কোনো মানুষকে
কোনো না কোনো টান পেছনে তাড়িত করে
অবশ্য ফিরে তাকাবার সুযোগ থাকে না ।

হেমন্তের সকালে
কনক কুমার প্রামানিক

শিশির সিক্ত ঘাসে ঘাসে সদ্য স্নাত সকাল
শুভ্রতা মোড়ানো প্রতি ক্ষণ হেমন্ত কাল ।
শিউলি তলায় মধুর ঘ্রাণে হারিয়ে যায় মন
পুব আকাশে রঙিন রবি রাঙায় সব জীবন ।

হিমেল হাওয়া লাগলে গায়ে যেন শীতের ছল
শান্ত দীঘির কালো জলে ভাসে হাঁসের দল ।
কুয়াশার মৃদু আভা যেন দূরের ঐ আকাশে
উত্তরে হাওয়া দোলা দেয় নদী তীরের কাশে ।

ভোরের শিশির কণায় স্নাত মাঠে কচি ধান
নবান্ন আসবে কদিন পরে খুশি ভরা প্রাণ ।
উষ্ণতার পরশ প্রাণে সকাল বেলার রবি
স্নিগ্ধতার আবেশ ভরা হেমন্তের ছবি ।

ড. সাইফুল খন্দকার

বাংলাদেশীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাসডাকে কোম্পানি লিস্টিং করে ইতিহাস রচনা করলো।

(NASDAQ : FEXDU)



FEDC
FINTECH ECOSYSTEM DEVELOPMENT CORP

Nasdaq: Stock Symbol **FEXDU**

বাংলাদেশ এখন নাসডাকে (NASDAQ)

FEDC ১৮৪৫ কোটি টাকার **IPO** করে প্রথম বাংলাদেশী ফাউন্ডেড কোম্পানি হিসেবে নাসডাক লিস্টেড হয়ে ইতিহাস রচনা করলো।

বাংলাদেশের ৫০তম জন্মবার্ষিকীতে একজন বাংলাদেশীর উদ্যোগে গড়ে তোলা একটি আর্ন্তজাতিক ডিজিটাল ব্যাংকিং এন্ড ফিনটেক কোম্পানির সূচনা হলো।

বাংলদেশী মেধায় তিলে তিলে গড়ে তোলা **FEDC** ২০২৩ এর মধ্যে ১৪টি আর্ন্তজাতিক ফিন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট বাজারে আনবে। ২০২৫ এর মধ্যে কমপক্ষে ২৫ থেকে ৩০টি ফিন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট আর্ন্তজাতিক ভাবে একটি অবিচ্ছেদ্দ ফিন্যান্সিয়াল ইকোসিস্টেম গড়ে তুলবে।

সুস্থ থাকতে বয়স্করা কখন-কীভাবে হাঁটবেন

(শেষের পাতার পর

শরীরচর্চার মাঝে হাঁটা অন্যতম। ভোরবেলায় অসংখ্য তরুণ-বৃদ্ধ হাঁটতে বের হোন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তরুণ ও বৃদ্ধর হাঁটার গতি একই রকম নয়। তাই বয়স হয়ে গেলে হাঁটাচলার সময় বিশেষ কিছু বিষয় খেয়াল রাখা উচিত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রায় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হয়। তার মাঝে অন্যতম হাঁটার গতি কমে আসা। এর কারণ, তাদের দেহভঙ্গী ঠিক থাকে না। এমনকি কিছুক্ষণ হাঁটার পরই তারা ক্লান্তিবোধ ও তাল হারিয়ে ফেলতে শুরু করেন। এর পাশাপাশি ডায়াবেটিস, হাড়ের ক্ষয়, হৃদরোগ, হাঁপানি বা শরীরের কোনো অংশে ব্যথা থাকলে হাঁটাচলা আরো কঠিন হয়ে পড়ে।

একজন সুস্থ তরুণ যখন হাঁটতে বের হয় তখন তার শরীরের নীচের অঙ্গের জোড়গুলো তাকে সম পরিমাণ শক্তি জোগায়। নিতম্ব, হাঁটু ও পায়ের পাতাগুলো-সবই সমান পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করে। এর বিপরীতে এক জন ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি একই গতিতে হাঁটার শক্তি পান না। এর কারণ বার্ধক্যজনিত পেশীর প্রভাব বা অ্যাকিলিস টেনডন। তাই বয়স্ক ব্যক্তিদের হাটার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় খুব খেয়াল রাখতে হবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক সেগুলো কী কী-

স্ট্রেচিং করুন: বয়স্করা যদি হাঁটাচলাকে ব্যায়াম হিসেবে গণ্য করেন, তাহলে হাঁটাচলা শুরুর আগে স্ট্রেচিং করে নিতে পারেন। এর কারণ, বার্ধক্যজনিত কারণে মনস্তাত্বিক পরিবর্তন দেখা দেয়। তখন হাঁটার ধরণ পাল্টে যায়। হাঁটা শুরুর আগে পিঠ, নিতম্ব, হ্যামস্ট্রিংয়ের স্ট্রেচিং করে নিন। সব বয়সের ব্যক্তিদের জন্যেই এগুলো জরুরি। তবে বৃদ্ধদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া চেয়ারে ওঠাবসা করা, পায়ের পাতার স্ট্রেচিং, অ্যারোবিকস কন্ডিশনিং ব্যায়াম-এগুলো বয়স্ক ব্যক্তিদের হাঁটার সক্ষমতা বাড়ায়।

মেরুদন্ড সোজা রাখুন: হাঁটার সময় ব্যক্তির মাথা সঠিক অবস্থানে রাখা উচিত। ঘাড়কে মেরুদন্ডের একটি অংশ ভেবে নিতে হবে। মনে করতে হবে নিজেই নিজের মেরুদন্ডকে প্রসারিত করছেন। চোয়াল থাকবে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল। হাঁটার সময় পায়ের গোড়ালি সবার আগে মাটি স্পর্শ করবে, এরপর মাটি ছোঁবে পায়ের সামনের অংশ। আর পা তোলার সময় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গল মাটিতে ধাক্কা দেবে। এছাড়া হাঁটার সময় হাতের সঠিক ব্যবহার করতে হবে। এ সময় হাত কনুই থেকে ভাঁজ হয়ে থাকবে। ছোট ছোট পদক্ষেপ করতে হবে কিন্তু পা চলাতে হবে দ্রুত। এর ফলে গতি বাড়ার পাশাপাশি শরীরের ভারসাম্যও বজায় থাকবে।

মোবাইল সঙ্গে রাখুন: ইচ্ছে করলে হাঁটার সময় গান শুনতে পারেন বয়স্ক ব্যক্তিরা। স্ট্রোক থেকে সেরে ওঠা রোগীরা যদি হাঁটার সময় গান শোনার অভ্যাস করেন, তবে তাদের হাঁটার গতি যেমন বাড়বে তেমনি প্রতি ধাপের দূরত্বও বাড়বে। শরীরের তাল বজায় রাখতেও সুবিধা হবে। তবে এক্ষেত্রে রাস্তার পাশে হাঁটলে গান না শোনাই ভালো। এতে বেখায়াল হয়ে দুর্ঘটনা হতে পারে। এজন্য বার্ধক্য জনিত যেকোন অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা যদি ঘটে যায়, সে সময় সাহায্যের জন্য বয়স্করা অবশ্যই মোবাইল রাখবেন হাঁটতে গেলে। নিজের রোগ সম্পর্কে সচেতন থাকুন এবং জরুরি সময়ে যোগাযোগ করবেন এমন ব্যক্তির ফোন নম্বর, ঠিকানা ইত্যাদি সঙ্গে রাখুন।

উপযুক্ত জুতা ও ভারী ব্যাগ বর্জন: হাঁটার সময় পায়ে সাপোর্ট দিতে পারে এমন জুতা নির্বাচন করুন। ঢিলেঢালা জুতা পরে হাঁটলে গতি কমে আসে। আবার অতিরিক্ত নরম জুতাও হাঁটার জন্য উপযোগী নয়। এর পরিবর্তে খুব শক্ত না, আবার খুব নরম না-এমন জুতা পরে হাঁটুন। এর ফলে ব্যথাও কম হবে। এছাড়া হাঁটার সময় সঙ্গে ভারী ব্যাগ রাখবেন না। হাতে পানির বোতলও রাখবেন না।। এসব অসম ওজনে হাঁটার সময়ে শরীরের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে।

স্টক এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশী

(শেষের পাতার পর)

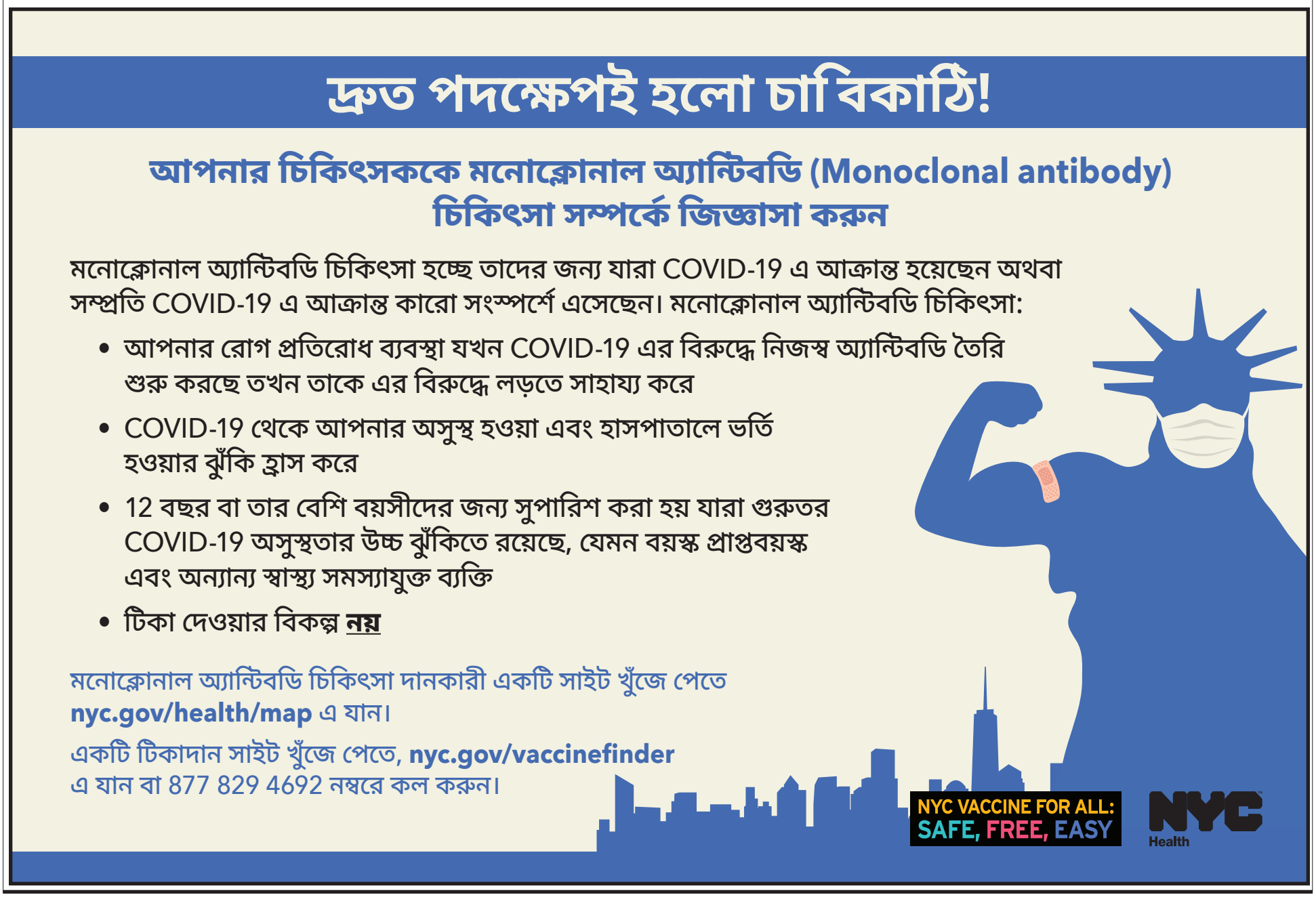
নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ নাসডাকে তালিকাভুক্ত হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটির দশ মিলিয়নের বেশি শেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে। বাংলাদেশী আমেরিকান ড. সাইফুল খন্দকার গত কয়েক বছর থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন তাদের কোম্পানী নাসডাকে তালিকাভুক্ত করার জন্য। গত ১৮ অক্টোবর কোম্পানীটি তালিকাভুক্ত হয় এবং পরদিন ১৯ অক্টোবর ফিনটেক ইকো সিস্টেম ডেভলপমেন্ট করপোরেশনের নাম ভেসে উঠে টাইমস স্কোয়ারে স্থাপিত নাসডাকের বিশাল বিলবোর্ডে। এর মধ্যদিয়ে ড. সাইফুল খন্দকার সৃষ্টি করলেন নতুন ইতিহাস।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সিকিউরিসিজ ডিলারস অটোমোটেড কোটেসনস বা নাসডাকে নিজেদের নাম রেজিস্টার করতে পারায় নব উদ্যোমে কাজ শুরু করেছে ফিনটেক। এই সুসংবাদটি জানাতে ফিনটেক গত ১ নভেম্বর বিকেলে ম্যানহাটনের টাইম স্কোয়ারে একটি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। ফিনটেকের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. সাইফুল খন্দকার সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর মাইকেল এস টমক্রিজেক ও মঞ্জুর হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, কেবলমাত্র নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে অন্তর্ভুক্ত হয়েই তিনি বসে থাকতে চান না। এর মাধ্যমে যাতে বাংলাদেশ ও বিশ্বের ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হতে পারেন সেটাই তার অন্যতম লক্ষ্য।

ড. সাইফুল জানান, ফিনটেক ভবিষ্যতে ই-ওয়ালেট, রেমিটেন্স, অত্যাধুনিক মোবাইল সেট, ক্রিপটো কয়েন এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং নিয়ে কাজ করবে। পৃথিবী জুড়ে একটি ডিজিটাল ব্যাংকিং সিস্টেম চালু করারও পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান ড. সাইফুল খন্দকার। তিনি বলেন, বাংলাদেশে আমার জন্ম। তাই বাংলাদেশী-আমেরিকান হিসেবে দেশ-জাতি আর কমিউনিটির জন্য কিছু করতে পারলে ভালো লাগে। তিনি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।





মিলিয়ন ডলারের নির্বাচন নিয়ে নানা প্রশ্ন

(প্রথম পাতার পর)

১৯টি পদে ৩৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। 'রব-রুহুল' প্যানেল থেকে সোসাইটির কার্যকরী পরিষদেও ১৯ পদে ১৯জন আর 'নয়ন-আলী' প্যানেল থেকে ১৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এছাড়াও সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন সভাপতি পদে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নিউইয়র্কের ৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং এজন্য নির্বাচন কমিশন (ইসি) সকল প্রস্তুতিও নিয়েছে।

সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল ইউ আহমেদ এই প্রতিনিধির সাথে আলপকালে বলেন, অবশেষে আমরা নির্বাচন করতে পারছি এটাই বড় কথা। আমরা অতীতের ভুল-ভ্রান্তি ভুলে যেতে চাই। নির্বাচন কমিশন শতভাগ নিরপেক্ষ থেকে সোসাইটির গঠনতন্ত্র ও বাইলজ অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করছে। আশা করছি সবাই মিলে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে পারবো। এজন্য তিনি সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, সিটির ৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। কুইন্সের গুলশান ট্যারেসে প্রধান ভোট কেন্দ্র হবে। এছাড়াও জ্যামাইকার ইকরা সেন্টার, ব্রুকলীনের পিএস ৭৯, ওজোনপার্কের দেশী সেন্টার আর ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে অন্যান্য ভোট কেন্দ্র হবে।

এদিকে নির্বাচনী মাঠে মুখোমুখি 'রব-রুহুল' ও 'নয়ন-আলী' এই দুই প্যানেলের পক্ষ থেকে চলছে ব্যাপক প্রচারণার পাশাপাশি সভা-সমাবেশ। প্রার্থীদের পরিচিত সভা ছাড়াও খন্ড খন্ড সভা, ফোন আর ফেসবুকের মাধ্যমে চলছে গণ সংযোগ। সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত



গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাটানো হয়েছে দুই প্যানেলের রং বে রং-এর পোষ্টার। দুই প্যানেলেই রয়েছেন কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সোসাইটি'র আসন্ন নির্বাচনে সদস্য/ভোটার নিবন্ধিত হয়েছেন ২৭,৫১৩। যা রেকর্ড ভোটার। এরমধ্যে ৪৮৮ জন আজীবন সদস্য/ভোটার রয়েছেন। সাধারণ ভোটার হচ্ছে ২৭,০২৫ জন। সোসাইটির ইতিহাসে এতো সংখ্যক সদস্য/ভোটার হওয়ার নজির নেই। এতো ব্যাপক ভোটার নিয়ে ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সোসাইটির নির্বাচন জমে উঠবে বলে সংশ্লিরা আশা প্রকাশ করছেন।

নির্বাচনে 'রব-রুহুল' প্যানেল থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আব্দুর রব সভাপতি পদে ও সোসাইটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী পুনরায় একই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অপরদিকে 'নয়ন-আলী' প্যানেল থেকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন সভাপতি পদে ও সোসাইটির বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উভয় প্যানেলে রয়েছেন কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা। ফলে সব মিলিয়ে নির্বাচন জমে উঠেছে। নির্বাচনে হড্ডাহাড্ডির লড়াইয়ের সম্ভাবনাও দেখছেন কেউ কেউ। তবে নিয়ম অনুযায়ী সোসাইটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে কোন সংগঠনের নেতৃত্ব থাকা কেউ প্রার্থী হওয়ার সুযোগ নেই। ফলে 'রব-রুহুল' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আব্দুর রব নোয়াখালী সমিতির সভাপতির পদ ত্যাগ করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতিতে পর পর তিন তিনবার নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। তার সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী রুহুল আমীন সিদ্দিকী বর্তমানে সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। কমিউনিটির একজন স্বজ্জন মানুষ হিসেবে তিনি মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর এসোসিয়েশন, শাপলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন।

অপরদিকে কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন মিরেশ্বরাই এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতির দায়িত্ব পালন ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তার সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মোহাম্মদ আলী বর্তমানে সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ্যের দায়িত্ব পালন করছেন। ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিটিতে একজন স্বজ্জন ও পরোপকারী মানুষ মোহাম্মদ আলী কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার সহ নারায়নগঞ্জ জেলা সমিতি, লায়ন্স ক্লাব ছাড়াও মূলধারার রাজনীতি ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত।

এদিকে মিলিয়ন ডলার ব্যয়ের এবারের নির্বাচন নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে নিজের পকেটের হাজার হাজার ডলার খরচ করে ভোটার বানিয়ে সোসাইটির নেতা বনে যাওয়ার প্রক্রিয়া কমিউনিটির জন্য শুভকর নয় বলে অনেক সচেতন প্রবাসী বাংলাদেশী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

'রব-রুহুল' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক আজিমুর রহমান বুরহান নির্বাচন বিষয়ে বলেন, আমাদের প্যানেল নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। আশা করছি সবার সহযোগিতায় পরীক্ষিত প্যানেল হিসেবে 'রব-রুহুল' প্যানেল জয়ী হবেন। এখন পর্যন্ত নির্বাচন বিষয়ে আমাদের কোন অভিযোগ নেই, আশা করছি ১৪ নভেম্বরের নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য হবে।

'নয়ন-আলী' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আবু নাসের বলেন, নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন। আশা করছি সবার দোয়া আর ভোটারদের ভোটে আমাদের প্যানেল জয়ী হবে। কেননা, যোগ্য প্যানেল হিসেবে 'নয়ন-আলী' প্যানেলে রয়েছেন যোগ্য প্রার্থী। তিনি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রত্যাশা করেন।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্থ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর এক্সিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটির 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বাইতুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলিন
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্ভাব্য
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law

225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007

Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্‌তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ভাগ্য ভাঙ্গা-গড়ার মালিক আল্লাহ

(শেষের পাতার পর)

রহমতের দরজা মানুষের জন্য খুলে দেন তা রুদ্ধ করার ক্ষমতা কেউ নেই এবং যা তিনি রুদ্ধ করে দেন তা আল্লাহর পরে আর কেউ খোলার নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।"(সুরা ফাতির: ২) যারা মনে করে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কেউ তাদের রিযিকদাতা, কেউ সন্তানদাতা, কেউ রোগ নিরাময়কারী এবং কেউ কেউ তাদের ভাগ্য খুলে দেয়ার প্রভূত ক্ষমতা রাখে তাদের ভুল দূর করার জন্য উল্লেখিত আয়াতটি অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা আমাদের চলার পথে অপ্রচ্ছন্নভাবে বা অবচেতনে এ ধরণের কিছু চিন্তা-চেতনা মন-মস্তিস্কে স্থান করে দিয়েছি। ফলে কোন কোন সময় তা আমাদের আচরণে প্রকাশিত হয়। এটি সম্পূর্ণভাবে শিরকের অন্তর্ভূক্ত। তাই আমাদের মস্তিস্ক সাদা কাপড়ের মতো ময়লামুক্ত করতে হবে। অন্যথায় আদালতে আখিরাতে মহান মালিকের কাছে ধরা পড়তে হবে। শিরকের এ সমস্ত ধারনা একেবারেই ভিত্তিহীন। কেউ আমাদের ভাগ্যকে ভাঙ্গতে পারে না এবং গড়তেও পারে না। নির্ভেজাল সত্য শুধুমাত্র এতটুকু যে, বান্দাদের কাছে যে ধরণের রহমতই আসে নিছক মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর অনুগ্রহেই আসে। অন্য কেহ এ রহমত দান করার ক্ষমতাও নেই এবং রোধ করার শক্তিও নেই। উল্লেখিত আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, "তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।" অর্থাৎ তিনি সবার উপড়ে প্রাধান্য বিস্তারকারী ও পূর্ণ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁর সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার পথে কেউ বাঁধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। আবার এই সংগে তিনি জ্ঞানীও। যে ফয়সালাই তিনি করেন পুরাপুরি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই করেন। কাউকে দিলে সেটিই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন এবং কাউকে না দিলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন না।

এ বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে বহু স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"বলো: হে আল্লাহ! বিশ্ব-জাহানের মালিক! তুমি যাকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে না। যাকে চাও মর্যাদা ও ইজ্জত দান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত ও হেয় করো। কল্যাণ তোমার হাতেই নিহিত। নি:সন্দেহে তুমি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী। তুমি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে জীবনহীন থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও এবং জীবন্ত থেকে জীবনহীনের। আর যাকে চাও তাকে তুমি বেহিসেব রিযিক দান করো।"(সুরা আলে ইমরান: ২৬-২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কত জীব-জানোয়ার আছে যারা নিজেদের জীবিকা বহন করে না। আল্লাহই তাদেরকে জীবিকা দেন এবং তোমাদের জীবিকাদাতাও তিনিই, তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।"(সুরা আনকাবুত:৬০) আল্লাহ তা'আলা বলেন, ভুপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর বর্তায় না এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না, কোথায় সে থাকে এবং কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়। সবকিছুই একটি পরিস্কার কিতাবে লেখা আছে।"(সুরা হুদ : ৬)

আল্লাহ এমন সূক্ষজ্ঞানী যে, প্রত্যেকটি পাখির বাসা ও প্রত্যেকটি পোকা-মাকরের গর্ত তাঁর জানা এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে তিনি তাদের জীবনোপাকরণ পাঠিয়ে দিচ্ছেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে। আমাদের চোখের সামনে এই যে, অসংখ্য পশুপাখি ও জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, এদের মধ্য থেকে কে তাদের জীবিকা বহন করে ফিরছে। আল্লাহই তো এদের সবাইকে প্রতিপালন করছেন। যেখানেই যায় আল্লাহর অনুগ্রহে এরা কোন না কোন প্রকারে জীবিকা লাভ করেই থাকে। আমরাও যেখানে যাই যেখানেই থাকি আল্লাহ তাঁর অসংখ্য সৃষ্টিকে যেখান থেকে রিযিক দেন সেখান থেকে আমাদেরকেও দেবেন।

একটি প্রশ্ন আমাদের ভেতর উঁকি দিতে পারে,তা হলো, যারা আল্লাহ, আখিরাত ও আল্লাহর শাস্তিকে বিশ্বাস করে না, অথচ দুনিয়ার জীবনে তাদের শান-শওকত ও প্রভাব প্রতিপত্তি এত বেশী কেন? তাদের উত্তর আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আসলে যারা আখিরাত বিশ্বাস করে না তাদের জন্য তাদের কৃতকর্মকে সুদৃশ্য করে দিয়েছি, ফলে তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং আখিরাতে এরাই হবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত।"(সুরা নামল: ৪-৫)

এটি আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম যে, যখন মানুষ জীবন ও প্রচেষ্টার ফলাফলকে কেবল এ দনিয়ায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করবে,যখন সে এমন কোন আদালত স্বীকার করবে না যেখানে মানুষের সারা জীবনের সমস্ত কাজ যাচাই-পর্যালোচনা করে তার দোষ-গুণের শেষ ও চুড়ান্ত ফায়সালা করা হবে এবং যখন সে মৃত্যুর পরে এমন কোন জীবনের কথা স্বীকার করবে না যেখানে দুনিয়ার জীবনের কর্মকা-ের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা অনুযায়ী যথাযথ পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে তখন অনিবার্যভাবে তার মধ্যে একটি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ লাভ করবে। তার কাছে সত্য ও মিথ্যা, হালাল-হারাম, তাওহীদ, পাপ,পূন্য এবং স্চ্চারত্র অসচ্চরিত্র যাবতীয় আলোচনা একেবারেই অর্থহীন মনে হবে। এ দুনিয়ায় যা কিছু তাকে ভোগ, আরাম-আয়েশ, বস্তুগত উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং শক্তি ও কতৃত্ব দান করবে, তা যে কোন দর্শন ও পদ্ধতি হোক না কেন এটিই তার কাছে কল্যাণকর পথ বা পদ্ধতি। সত্য-অসত্য, ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধ পার্থক্য করার কোন মাথা ব্যথা থাকবে না। এই পথ যে তাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে চিন্তা করার সময় তার নাই। বরং তার মতো যারা এ ধরণের বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধারে ডুব দেয়নি এবং চারিত্রিক সততা ও অসততা থেকে বিচ্যুত হয়ে বেপরোয়া হয়ে স্বেচ্ছাচারী হতে পারেনি তাদেরকে নির্বোধ গন্য করে।

যারা ভোগ, আরাম-আয়েশ, বস্তুগত উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং শক্তি ও কতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, দুনিয়াকে অর্জন করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে আল্লাহ তার এই অসৎকাজগুলোকে শোভন করে দেন অর্থাৎ তার জন্য এই পথটিই সমতল সুদৃশ্য অনুভুত হয়। আল কুরআনে শয়তান কর্তৃক তার কাজকে শোভন করে দেয়ার কথাও বলা হয়েছে। শয়তান শোভন করে দেয়ার অর্থ দাঁড়ায় শয়তান সবসময় একটি কাল্পনিক জান্নাত তার সামনে উপস্থাপন করতে থাকে এবং তাকে বলতে তাকে শাবাশ! বেটা ভালো ও চমৎকার কাজ করছো। এগিয়ে যাও।

এদের আখেরাত হবে তার জন্য শূন্য। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "এদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং আখিরাতে এরাই হবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত।" কারণ সে তো আখিরাতের পরিবর্তে সে দুনিয়ার ঘর গড়ার তৈরীর দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আর আল্লাহও তার আখিরাতকে শূন্য করে দুনিয়ার ঘর গড়ার চিন্তা-চেতনাকে সমৃদ্ধশালী করে দিয়েছেন। দুনিয়ার পথকে মসৃণ করে আখিরাতের পথকে কন্টকাকির্ণ করে দেন। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

লেখক: ম্যানেজার, আইবিবিএল, জিন্দাবাজার শাখা, সিলেট।

প্রধান আসামী প্রদীপ রায়সহ অপরাধীদের

(শেষের পাতার পর)

বচারের দাবি জানানো হয়েছে। গত ২ নভেম্বর, মঙ্গলবার দুপরে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন পার্টি হলে সংবাদ সম্মেলন করে এ দাবি জানান ক্যালিফোর্নিয়া আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি মুহাম্মদ কাজলনুর মিয়া। প্রদীপ রায় যেন জেল থেকে ছাড়া না পায়, সে জন্য প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে। সংবাদ সম্মেলনে কাজল নুর মিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ সভাপতি লুৎফুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে কাজলনুর মিয়া বলেন, 'প্রদীপ রায় স্থানীয় সংসদ সদস্যড. জয়া সেনগুপ্তার প্রতিনিধি পরিচয়ে প্রভাব খাটিয়ে উপজেলার প্রতিটি এলাকায় বিভাজন সৃষ্টি করে হত্যাকান্ডের মত ঘটনা ঘটাচ্ছে। গত (১৮ অক্টোবর) বিকালে প্রদীপ রায়সহ তার বাহিনীর লোকজন আমার ভাই রুহেদ মিয়াকে কুপিয়ে হত্যা করে। এ ব্যাপারে প্রদীপ রায়কে প্রধান আসামী করে থানায় মামলা হয়েছে। প্রদীপ রায়কে গ্রেফতারও করেছে র‍্যাব। আদালত তার দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। মামলার অন্য আসামীরা এখনো প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি। বর্তমানে আমার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাদেরকে হত্যার হুমকিও দেয়া হচ্ছে। এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে আমি আমেরিকায় বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগাযোগ করেছি। তারা এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।'

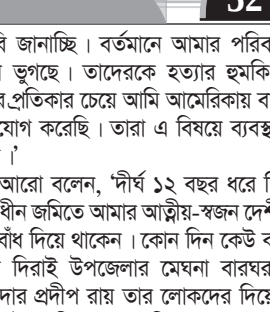
কাজলনুর মিয়া আরো বলেন, 'দীর্ঘ ১২ বছর ধরে দিরাইতে আমার মালিকানাধীন জমিতে আমার আত্মীয়-স্বজন দেশীয় ছোট মাছ ধরার জন্য বাঁধ দিয়ে থাকেন। কোন দিন কেউ বাধা দেয় নি। হঠাৎ করে দিরাই উপজেলার মেঘনা বারঘর বিলের অলিখিত ইজারাদার প্রদীপ রায় তার লোকদের দিয়ে আমার জমিতে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। মামলা-হামলার ভয় দেখিয়ে গরিব ও খেটে খাওয়া মৎস্যজীবীদের মাছ ধরা থেকে বঞ্চিত করছে। যারা বিগত উপজেলা নির্বাচনে নৌকাকে বিজয়ী করতে দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন, তাদের কথা না ভেবে প্রদীপ তার স্বার্থ ও কিছু আওয়ামী লীগ নেতার উন্নয়নে কাজ করছেন। দিরাইতে আমার নামে ৩০ কেদার জমি আছে। আমরা তাদের বিলের আশপাশেও যাই না। আমার নামের জমিতে আমার লোকজন মাছ ধরতে পারছে না। তাই আমার আত্মীয়-স্বজন ও ভায়েরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। থানায় ও স্থানীয়ভাবে একাধিক বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রদীপ রায় বৈঠকের কোন কথাই মানেন নি। প্রভাব খাটিয়ে আমার জলাশয়ের মাছ লুটে নেয়ার চেষ্টা করছে।' এ বিষয়ে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি কামনা করেন কাজলনুর মিয়া। প্রবাসে থাকলেও আওয়ামী লীগের জন্য সব সময়ই সক্রিয়ভাবে জন্য কাজ করে যাচ্ছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'দেশেও আমার আত্মীয়-স্বজন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। আমি প্রবাসে থাকলেও নৌকাকে বিজয়ী করার জন্য সব নির্বাচনে আমার অর্থ, শ্রম ও মেধা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।' সংবাদ সম্মেলনে মুহাম্মদ কাজলনুর মিয়া আরো জানান, দিরাই উপজেলার কুলঞ্জ ইউনিয়নের জারলিয়া জলমহাল দখল নিয়ে স্থানীয় যুবলীগের এক নেতার সাথে দ্বন্দের জের ধরে তিন জন নিরীহ জেলেকে হত্যার ঘটনা ঘটেছিল। যার অন্যতম আসামী প্রদীপ রায়। রফিনগর ইউনিয়নের একটি জলমহাল নিয়েও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের (হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের) লোকজনদের সাথে দ্বন্দের জেরে রফিনগর ইউনিয়ন যুবলীগের এক নেতার উপর হামলা হয়। সেখানেও প্রদীপ রায় জড়িত। পুরো এলাকায় প্রদীপ রায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। তার ভয়ে এলাকার মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনেও (দুদক) অভিযোগ রয়েছে। অদৃশ্য কারণে তার মামলার তদন্ত বন্ধ রয়েছে। প্রদীপ রায়ের বিরুদ্ধে মামলা পুনরায় তদন্তের দাবিও জানান তিনি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❋ ফিজিক্যাল এক্সাম ❋ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❋ টিএসি এক্সাম ❋ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❋ ডায়াবেটিস ❋ উচ্চ রক্তচাপ ❋ থাইরয়েড ❋ এজমা ❋ বাতের ব্যথা ❋ গ্যাষ্ট্রোলজি ❋ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে ব্লক পরীক্ষা, ইকেজি, শ্বাইরোমেট্রি, স্পেশালি, টিবি টেষ্ট, কান ভুটা করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, HIS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্সুরেন্স নেই তাদের জন্য ল্যসফ্রেড মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্সুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F টেন 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালটেন্ট

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এষ্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংড়ঃরধ খড়ঢ়ধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝধবরহধু ঝধবরবহ,
অংড়ঃরধ, ঘঢ
ঘ ঃবৎরহ ঃড় ৩০ অব. ঝধবরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

বিশেষ সাক্ষাৎকার : মোহাম্মদ আশরাফুল'

দেখে মনে হয়েছে ওরা খুব ভয়ে ভয়ে খেলছে

স্পোর্টস ডেস্ক: এত দিন তাঁরা আক্ষরিক অর্থেই থেকেছেন উৎসবের শহরে। কারণ দুবাইয়ে বাংলাদেশ দলের ঠিকানা যে ক্রাউন প্লাজা হোটেল, সেটির অবস্থান ফেস্টিভাল সিটির ভেতরই। সুপার টুয়েলভে সব ম্যাচ হারার বিষাদ নিয়ে ক্রিকেটাররা বৃহস্পতিবার (৪ নভেম্বর) যখন হোটেলে ফিরে পরদিন সকালের ফ্লাইট ধরার জন্য গোছগাছে ব্যস্ত, তখন মোহাম্মদ আশরাফুল ঢাকার মিরপুরের প্রিন্স হোটেলে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের পরের ম্যাচ খেলার অপেক্ষায় থাকা এই সাবেক অধিনায়ক হোটেলরুমে বসেই দেখেছেন অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে ব্যর্থতার ষোলোকলা পূর্ণ হতে। সেখান থেকেই ফোনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত করলেন ২০০৭ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২৭ বলে ৬১ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলা আশরাফুল। এই সংস্করণের বিশ্ব আসরের মূল পর্বে যা এখনো বাংলাদেশের একমাত্র জয় হয়েই আছে।

প্রশ্ন: আরেকটি হতাশার বিশ্বকাপ শেষ হলো। এত বছর পরও মূল পর্বে ওই একটিই জয়, যেটি ২০০৭ সালে আপনার ব্যাটে আসা। এখনো কি ওই ইনিংস নিয়ে আলোচনায় গর্বিত হন নাকি বিব্রত হন? সেই জয়ের পরের ১৪ বছরে আর একটিও ম্যাচ জিতল না।

মোহাম্মদ আশরাফুল: বিব্রত নই, এখনো গর্বিতই হই। কারণ আমি অধিনায়ক হিসেবে বিশ্বকাপে গিয়েছিলাম সেবার। আবার তখন আমার ইনিংসটা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেরও দ্রুততম ফিফটি ছিল। তখন ভেবেছিলাম, এই সংস্করণে আমরা ভালো দলই হয়ে উঠব। কারণ আমাদের ব্যাটাররা মারতে পছন্দ করে। কিন্তু ১৪ বছর পার করে এসে দেখছি, কোনো উন্নতিই হয়নি আসলে। আমাদের সময়েও আমরা হয়তো ব্যর্থ হয়েছি, তবে ক্রিকেট খেলেছি ভয়ডরহীন। এখনকার ছেলেরা কেন ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে পারছে না, সেটি আমি বুঝতেই পারি না। এত উন্নত সুযোগ-সুবিধার পরও কেন পারছে না, এটি ভেবে আমার দুঃখই হয়।



প্রশ্ন: এমন বাজে পারফরম্যান্সের কারণ কী বলে মনে হয় আপনার?

আশরাফুল: প্রথম ম্যাচ থেকেই পুরো দল চাপে ডুবে থেকে খেলেছে বলে আমার মনে হয়েছে। দেখে মনে হয়েছে, ওরা খুব ভয়ে ভয়ে খেলেছে। বিশেষ করে ওমান ম্যাচে আমাদের খেলোয়াড়দের চেহারা টিভিতে দেখে আঁতকেও উঠেছি। মনে হচ্ছিল, ওরা ভয়ে একদম শেষ এবং নিজেদের গুটিয়ে ফেলেছে। আর জেতার পর থেকে সংবাদ সম্মেলনে আসা খেলোয়াড়রা যা যা বলেছে, আমি মনে করি তা-ও আরো ভালো পারফরম করার চাপে ফেলে দিয়েছিল পুরো দলকে।

প্রশ্ন: ষষ্ঠ বিশ্বকাপে এসেও বাংলাদেশ দলের এই হাল কেন?

আশরাফুল: হ্যাঁ, ২০০৭-এর পর ৬ নম্বর বিশ্বকাপেও আমরা ওই একটি জয় নিয়েই আছি। তবে তাসকিনের কথার সঙ্গে আমি একমত। এবার যা খেলেছে, তার চেয়ে বাংলাদেশ অনেক ভালো দল অবশ্যই। যে যার নাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। কেন পারল না? আমি বলব আমাদের সব কিছুতেই সমস্যা ছিল।

প্রশ্ন: সব কিছুতেই?

আশরাফুল: হ্যাঁ, সব কিছুতেই। বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে আমরা এমন তিনটি দলের সঙ্গে খেললাম, যারা প্রতিটিই ছিল দুর্বল দল। জিম্বাবুয়ের কথা ধরুন। মুজারাবানি ছাড়া আর একজন ভালো বোলারও ওদের ছিল না। ব্যাটিংও জিম্বাবুয়ের খুব ভালো ছিল না। তবু একটু পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখুন। তিন ম্যাচেই ওরা পাওয়ার প্লেতে আমাদের বিপক্ষে ৬০ রানের ওপরে করেছে (তিন ম্যাচে ৫০, ৪৮ ও ৬৩)। অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডও অনেক দুর্বল ব্যাটিং লাইন নিয়ে এসেছিল। ওরা নামেই বড় ছিল; কিন্তু দল হিসেবে নয়। তাই বোলারদেরও আসল পরীক্ষা ওই দুই সিরিজে হয়নি।

প্রশ্ন: তাহলে বলতে চাচ্ছেন প্রস্তুতি পরিকল্পনা একদমই ঠিক ছিল না বাংলাদেশের?

আশরাফুল: বাইরে থেকে দেখে প্রস্তুতি ঠিক হয়েছে বলে আমার একদমই মনে হয়নি। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজ জিতেছি ঠিকই; কিন্তু রান করিনি কেউই। বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে দেখলাম প্রত্যেক খেলোয়াড়ই ব্যক্তিগত অনুশীলন করেছে টানা। মুশফিকও চট্টগ্রামে গিয়ে 'এ' দলের হয়ে এইচপির বিপক্ষে দুটো এক দিনের ম্যাচ খেলেছে। দুই ম্যাচে ৮০ পার করা ইনিংসও খেলেছে। কিন্তু আমি বলব ওই ম্যাচ দুটো খেলার দরকারই ছিল না। ওয়ানডে আর টি-টোয়েন্টির মেজাজ তো এক নয়।

প্রশ্ন: কী করা দরকার ছিল বলে মনে করেন?

আশরাফুল: মেনে নিলাম যে অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয় দরকার ছিল। কিন্তু জিতলেও আমাদের ব্যাটারদের কারো ফর্ম ছিল না। বোলারদেরও কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়নি। এগুলো আগেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বোঝা দরকার ছিল। বুঝলে সমাধানও বের হতো। বিকেএসপি হোক বা অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই একদম ফ্ল্যাট উইকেটে তিন-চারটি ম্যাচ খেললেও প্রস্তুতিটা হতো। ২০০ রান করার মতো উইকেটে খেলে গেলেও অভ্যাসটা হতো। তা না করে ওমানে গিয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নেওয়ার ভাবনাটাই ভুল ছিল।

প্রশ্ন: বিপিএল আছে, এবার ডিপিএলও (ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ) টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হলো। এরও কোনো সুবিধা পাওয়া গেল না?

আশরাফুল: দেখুন, বিপিএল করে আমাদের খুব লাভ হয় বলে মনে হয় না। এখানে প্রতিটি দলে চারজন করে বিদেশি খেলে। ওরাই বোলিং শুরু করে, ডেথ ওভারের চ্যালেঞ্জও ওদেরই দেওয়া হয়। আমাদের শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন ছাড়া কেউই সঠিক জায়গায় ব্যাটিং করার সুযোগ পায় না। কঠিন পরিস্থিতিতে বোলিং করে নিজেকে তৈরি করার সুযোগও আমাদের অনেক বোলারই পায় না।

প্রশ্ন: সাকিব-মুস্তাফিজ এই সংস্করণের বিশ্ব তারকা। আইপিএল খেলার পর তাঁদের ক্লান্ত বলে মনে হলো কি?

আশরাফুল: হ্যাঁ, মুস্তাফিজকে দেখে আমার সত্যি সত্যিই মনে হয়েছে যে আইপিএল খেলে দুর্বল হয়ে গেছে। বোলিং করল; কিন্তু না দেখলাম কোনো গতি, না দেখলাম অন্য কোনো কিছু। খুবই ক্লান্ত মনে হয়েছে। আর নিষেধাজ্ঞা থেকে ফেরার পর এখনো সাকিব ব্যাটিংয়ের ছন্দ ধরতে পারেনি। অন্তত যে সাবলীল ব্যাটিং সে করত আগে, সেটি এখনো 'মিসিং'।

প্রশ্ন: একাদশ গঠনের ভুলও কি এই ব্যর্থতায় বড় ভূমিকা রেখেছে?

আশরাফুল: চাইলে প্রতিটি ম্যাচেই একটা না একটা বড় ভুল ধরতে পারেন। শ্রীলঙ্কা ম্যাচের কথাই ধরুন। সাকিবের সঙ্গে খেলালাম নাসুমকে, অথচ ওদের ব্যাটিংয়ে বাঁহাতি ব্যাটারদের ছড়াছড়ি। দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে দারুণ সিমিং উইকেট দেখেও আমরা একজন পেস বোলার কম খেলালাম। আজকে আবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নাসুমকে খেলালাম না; কিন্তু দেখুন ওদের টপ অর্ডারে একজন ছাড়া সবাই ডানহাতি। আমি আসলে বুঝতেই পারিনি যে একাদশ কিভাবে হয়েছে!

প্রশ্ন: নতুন ভাবনার সময় হয়েছে কি না?

আশরাফুল: সিনিয়র ক্রিকেটারদের কাউকে কাউকে সরিয়ে দেওয়া বা অবসরে পাঠানোর কথা বলছেন তো? অনেকে হয়তো এ রকমই বলছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন, কাকে খেলাবেন? শামীম পাটোয়ারী? ব্যাটেই বল লাগাতে পারছে না। আফিফ? কাদের নিয়ে যাবেন? আমার কথা হলো, দলে জায়গা পাওয়ার জন্য পারফরম্যান্সই শেষ কথা। সেটি ঘরোয়া ক্রিকেটের পারফরম্যান্স হলেও। সর্বশেষ ডিপিএলের পারফরম্যান্স দিয়ে আমরা খুব সহজেই বিশ্বকাপের জন্য রনি তালুকদার বা মিজানুর রহমানের কথা চিন্তা করতে পারতাম। মিজানুর ১১ ম্যাচে ৪৫০-এর মতো রান করেছে। অনেকে বলে আমাদের খেলোয়াড় নেই। এটা একদম ভুল কথা। অনেকে মনে করে লিটন বা সৌম্য ছাড়া খেলোয়াড় নেই। আমি তো দেখি আছে। আসলে আমরা বর্তমান ভুলে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গিয়েই বিপদে পড়ছি। কেউ যদি দলে এসে দুই সিরিজও ভালো করে, তাকেও আমাদের নেওয়া উচিত। আমরা আগেই কারো কাছ থেকে ১০ বছরের সার্ভিস পাওয়ার কথা ভেবে ভুল করছি।



বোর্ড কর্তাদের মুখে কুলুপ আলোচনা হচ্ছে ভেতরে

স্পোর্টস ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হতশ্রী পারফর্মেন্স দেখিয়ে একরাশ লজ্জা নিয়ে দেশে ফেরা বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা শুক্রবার (৫ নভেম্বর) রাতে মুখ লুকিয়ে বিমানবন্দর ছেড়েছেন। মিডিয়ার সাথে কেউ কথা বলেননি। ক্রিকেট বোর্ড কর্মকর্তাদেরও একই অবস্থা। দলের এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানো এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে কেউ কোনো কথা বলেননি। তবে ভেতরে ভেতরে কাজ চলছে আসন্ন সিরিজের।

এ মাসেই বাংলাদেশ সফরে আসছে পাকিস্তান দল। সেই সিরিজ উপলক্ষে দ্রুতই শুরু হতে যাচ্ছে অনুশীলন ক্যাম্প। যাতে বিশ্বকাপ দল থেকে কয়েকজন বাদ পড়বেন আর সুযোগ পাবেন কমপক্ষে ৭ জন তরুণ ক্রিকেটার। তারা হলেন- নাজমুল হোসেন শান্ত, সাইফ হাসান, ইয়াসির আলী রাব্বি, পারভেজ ইমন এবং তৌহিদ হৃদয়। শোনা যাচ্ছে, এই তরুণদের নিয়ে কাল থেকেই কাজ শুরু করবেন খালেদ মাহমুদ সুজন। যিনি দ্রুতই বিসিবিতে নতুন পদ পেতে যাচ্ছেন।

বিশ্বকাপের মাঝে একাধিকবার মিডিয়ায় মুখ খুলেছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। তবে এখন তিনি মুখ খুলছেন না। জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে দুই নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু আর আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে একান্তে বসেছিলেন নাজমুল হাসান পাপন। আরও ছিলেন সিইও নিজামউদ্দীন চৌধুরী সুজনসহ একাধিক কর্মকর্তা। সেই বৈঠকে নাকি টাইগারদের পারফর্মেন্স বিশ্লেষণ করে পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

'তৃতীয় শ্রেণির ক্রিকেটেও এমন ব্যাটিংয়ের দেখা মেলে না'

স্পোর্টস ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভরাডুবির দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে বাংলাদেশের। বাজে ব্যাটিংয়ে অজিদের বিপক্ষে মাত্র ৭৩ রান সংগ্রহ করেছিল টাইগাররা। মামুলি লক্ষ্যে সহজেই ম্যাচ জিতে যায় অ্যারন ফিঞ্চরা। শুধু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই নয়, গোটা আসরেই বাংলাদেশি ব্যাটারদের শ্রী-হীন পারফরম্যান্সের দেখা মিলেছে। বিশ্বকাপ থেকে শূন্য হাতে ফেরার আগে ব্যাটিং বিভাগকেই দোষ দিয়েছেন অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। আর অজিদের বিপক্ষে লিটন-সৌম্যদের বেহাল দশা দেখে বাংলাদেশের ব্যাটিংকে 'তৃতীয় শ্রেণির' ক্রিকেটের কাতারেও রাখেননি সাবেক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার মার্ক ওয়াহ।



ম্যাচের প্রথম বলেই উইকেট বিলিয়ে দিলেন লিটন দাস। দেখতে দেখতে ৬.১ ওভারে উইকেট হারানোর তালিকায় যোগ দিলেন সৌম্য সরকার, মুশফিকুর রহীম, মোহাম্মদ নাঈম, আফিফ হোসেনরা। ৭৩ রানে প্যাকেট বাংলাদেশ।

ফক্স ক্রিকেটকে দেয়া সাক্ষাৎকারে মার্ক ওয়াহ বলেন, 'এটি একটি জঘন্য ব্যাটিং পারফরম্যান্স ছিল। আমি জানি অস্ট্রেলিয়া ভালো বল করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাটিং দেখে আন্তর্জাতিক মানের মনে হয়নি। এমন ব্যাটিং আপনি তৃতীয় শ্রেণির ক্রিকেটেও দেখতে পাবেন না। ব্যাটিং থেকে কোনো সাহায্যই পায়নি বাংলাদেশ।'

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টাইগার ব্যাটারদের কেউই ছুঁতে পারেনি বিশের কোঠা। দলীয় সর্বোচ্চ ১৯, শামীম হোসেন পাটোয়ারির। এমনকি চার ব্যাটারের হাত থেকে আসেনি এক রানও। গোল্ডেন ডাক মেরেছেন দুজন।

আগের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেও হতশ্রী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে বাংলাদেশের ব্যাটিং বিভাগ। প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টাইগারদের সংগ্রহ ছিল ৮৪ রান।

নিজেদের ব্যাটিং ব্যর্থতা নিয়ে মাহমুদুল্লাহ বলেন, 'আমাদের পারফরম্যান্সের যখন এমন বাজে দশা, তখন অনেক কিছু বলা যায় না। আমাদের অনেক দুর্বলতা রয়েছে, বিশেষ করে ব্যাটিং বিভাগে। দেশে ফিরে দলের ভুল-ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'





‘ঘুংঘুর’ সম্মাননা পেলেন তাজুল ইমাম

(শেষের পাতার পর)

দেওয়া হয়। উত্তর আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয় লিটল ম্যাগাজিন ঘুংঘুর। নতুন সংখ্যার প্রকাশনা ও ঘুংঘুর সম্মাননা দিতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

ঘুংঘুর সম্পাদক ও লেখক ডা. হুমায়ুন কবির অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। মৃদুল আহমেদের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক হারুন হাবীব, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক কবি মিনার মনসুর, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, টিভি ব্যক্তিত্ব বেলাল বেগ, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হাসান ফেরদৌস, খ্যাতিমান নাট্যাভিনেতা তৌকির আহমেদ ও প্রাবন্ধিক আহমাদ মাযহার।

অনুষ্ঠানে মিনার মনসুর বলেন, বিদেশে এসে এমন কর্মকান্ড দেখে আমি অবিভূত। আজ যে কৃতি শিল্পীকে সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে, তিনি আমাদের সূর্যসন্তান। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা। আমি তাকে এখানে সম্মান জানাতে পেরে গর্বিত। তিনি লিটল ম্যাগাজিন ও সাহিত্য নিয়ে কথা বলেন এবং নতুন লেখকদের সাহিত্য নির্মাণে অধ্যবসায়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

হারুন হাবীব বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধই একটি বড় ক্যানভাস। এই ক্যানভাসের একজন কর্মবীরকে আজ সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। এটা গৌরবের বিষয়। এজন্য তিনি আয়োজকদেও ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, লিটল ম্যাগাজিন ঘুংঘুর বিশ্বে একমাত্র বাংলা ছোটকাগজ, যেটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সংস্করণ প্রকাশ করেছে। ঢাকা, কলকাতা, নিউইয়র্ক, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড থেকে এর কয়েকটি সংখ্যা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

জিয়া নয়, আওয়ামী লীগই শেখ মুজিব হত্যাকারী

(শেষের পাতার পর)

রহমানের হত্যাকারী। কেননা, সেসময় জিয়া নন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিলো। আওয়ামী লীগ ক্ষমতার জোরে জিয়াকে শেখ মুজিবের হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করে ইতিহাস বিকৃত করছে, জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, ষড়যন্ত্র করছে। বক্তারা বলেন, দেশের জনগণ একজন সৎ আর দেশপ্রেমিক রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে জিয়াকে আজীবন মনে রাখবে। দেশের জনগণ জিয়ার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র সফল হতে দেবে না। খবর ইউএনএ’র।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টে গত শনিবার (৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ‘সাতই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ফোরামের সভাপতি নাছিম আহমেদ। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি ইউএসএ’র আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি ইউএসএ’র মিজানুর রহমান মিল্টন ভুইয়া। আলোচক ছিলেন মেজর (অবঃ) তমিজ উদ্দিন, মুক্তিযোদ্ধা-সাংবাদিক জয়নাল আবেদীন ও ফোরামের সাবেক সভাপতি ড. নূরুল আমিন পলাশ। আলোচনায় অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, সাবেক ছাত্রদল নেতা ফারুক হোসেন মজুমদার সহ জামালুর রহমান চৌধুরী, মাওলানা ওমর ফারুক, ছাইদুর খান ডিউক, মাহবুবুর রহমান মুকুল, শেখ হায়দার আলী, আনোয়ার হোসেন ও সুলতানা খানম। সভা পরিচালনা করেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন।

সভায় বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার চেতনার কথা বললেও তারা স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না বলেই ভোটার বিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে রেখেছে। বরং বিএনপিই স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী দল। জিয়া ছিলেন ১১টি সেক্টের কমান্ডের অন্যতম ‘জেড ফোর্স’ সেক্টরের অধিনায়ক। তিনিই সঙ্গত কারনে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা করে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। আর শেখ মুজিব সেজেগুজে পাকিস্তানী আর্মির কাছে ধরা দিয়ে পাকিস্তানে চলে যান। বক্তারা বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে মুজিব বাকশাল কায়েম করেন, আর তার কন্যা শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের আড়ালে স্বৈরতন্ত্র কায়েক করেছেন। আর জিয়া সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে কারামুক্ত হয়ে দেশ-জাতিকে ষড়যন্ত্রকারীদের কাছ থেকে রক্ষা করে বহুদলীয় গণতন্ত্র কায়েম করেন।

সভায় কোন কোন বক্তা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র নেতা-কর্মীদের অনৈক্যের সমালোচনা করে বলেন, দলকে ভালবাসলে দলের চেন অব কামান্ড মেনে চলতে হবে। কেন্দ্রর নির্দেশ ও নির্দেশিত কমিটি মেনে চলতে হবে। নিজেকে সবাই নেতা মনে করলে চলবে না। বড় দল হিসেবে বিএনপিতে নেতৃত্বের প্রযোগিতা থাকবে, তাই বলে প্রতিহিংসা নয়, পাল্টা-পাল্টি কমিটি বা সভা-সমাবেশ কাম্য নয়।

বক্তারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়াপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপিকে আরো শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সিটি কাউন্সিলে জয়ী বাংলাদেশী

(শেষের পাতার পর)

দ্বিতীয় কৃষ্ণাঙ্গ মেয়র। তিনি ব্রুকলীন বরোর নির্বাচিত প্রেসিডেন্টর দায়িত্ব পালন করছিলেন। অপরদিকে সিটি কাউন্সিলে শাহানা হানিফ এই প্রথম একজন বাংলাদেশী-আমেরিকান ও প্রথম মুসলমান নারী হিসেবে জয়ী হয়ে ইতিহাস গড়লেন। অপরদিকে কুইন্স কাউন্টির জাজ পদে অপর বাংলাদেশী-আমেরিকান সোমা সাঈদ প্রথমবারের মতো জয়ী হয়ে ইতিহাসের অংশ হলেন। মঙ্গলবার এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট-৩৯ (কেনসিংটন, পার্ক স্লোপ এবং সেন্ট্রাল ব্রুকলীন) থেকে শাহানা হানিফ জয়ী হন। তার নির্বাচনী এলাকায় বাংলাদেশী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক স্প্যানিশ ও জুইশ কমিউনিটির বসবাস। খবর ইউএনএ’র।

বোর্ড অব ইলেকশন অফিস সূত্রে প্রাথমিক ফলাফলে জানা গেছে, নির্বাচনে এরিক আদমস ৬,৭৬,৪৮১ ভোট অর্থাৎ শতকরা ৬৬ দশমিক ৫ ভাগ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি রিপাবলিকান পার্টিও প্রার্থী কুর্টিস স্লীওয়া পেয়েছেন ২,৯৩,১২৭ ভোট অর্থাৎ শতকরা ২৮ দশমিক ৮ ভোট। নির্বাচনে মেয়র পদে মোট ৯জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সিটি প্রশাসনের অন্য দুই গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে কম্পট্রোলার পদে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী ব্যাড ল্যান্ডার এবং পাবলিক এডভোকেট পদে একই দলের প্রার্থী জুমানী এবং উইলিয়ামস জয়ী হয়েছেন।

নির্বাচনে শাহানা হানিফ মোট ভোটের ৮৯% পেয়েছেন। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টির উইনকোফ পেয়েছেন মাত্র ৮% ভোট। চট্টগ্রামের সন্তান, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ’র সাবেক সভাপতি ও ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা মোহাম্মদ হানিফের জ্যেষ্ঠ কন্যা শাহানা হানিফ।

উল্লেখ্য, শাহানা হানিফের বাড়ি চট্টগ্রামের নাজিরহাটের পূর্ব ফরহাদাবাদে। ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা দিলারা হানিফ পূর্ণিমার ফুফাতো বোন শাহানা। বোনের সাফল্যের এই খবরে ভীষণ আনন্দিত পূর্ণিমা।

এদিকে কুইন্স কাউন্টির জাজ পদে সোমা সাঈদও বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন। সিটির জ্যামাইকায় বসবাসকারী টাঙ্গাইলের বিল্লাহ পরিবারের অন্যতম সদস্য সোমা ব্যক্তিগত জীবনে পেশায় এটর্নী। তার দেশের বাড়ী টাঙ্গাইলের মির্জাপুর। তার বাবা মরহুম আফতাব সৈয়দ বাংলাদেশ সরকারের একজন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনএ) ছিলেন।

এদিকে, শাহানা হানিফ ও সোমা সাঈদের বিজয়ের সংবাদে উল্লাস করেছেন প্রবাসীরা। দলমত-নির্বিশেষে সকলেই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শাহানা-সোমাকে। বিশেষ করে শাহানাকে নিয়ে ব্রুকলীনে আর সোমাকে নিয়ে জ্যামাইকায় বিজয় উৎসব হয়েছে। এই উৎসবে মিষ্টি খাওয়ার ধুম লক্ষ্য করা যায়।

উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে আরো দুই বাংলাদেশী অংশ নেন। কুইন্সের কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ থেকে কনারভেটিভ পার্টি থেকে মুজিব-উর রহমান ও কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৫ থেকে রিপাবলিকান পার্টি থেকে শাহ শহীদুল হক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন।

যুক্তরাষ্ট্র সফরে সাবিনা ইয়াসমিন

(শেষের পাতার পর)

দেশের বাইরে সফরে যাননি এই গানের পাখি। এবার আমেরিকা এলেন দীর্ঘ সফরে। শো টাইম মিউজিকের আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে গানের শো-তে অংশ নেবেন সাবিনা।

জনপ্রিয় এই শিল্পী তার অনুষ্ঠানের প্রথম অংশ হিসেবে রোববার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের কুইন্স থিয়েটারে শো করেন। আগামী ২৩ নভেম্বর তিনি অংশ নেবেন আটলান্টিক সিটির শোতে। এরপর তিনি ২৭ নভেম্বর গান গাইবেন মেরিল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য ওয়াশিংটনের ফোবানা সম্মেলনে। পরবর্তীতে তিনি আগামী ৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য নিউইয়র্কে ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডে অংশ নেবেন। সবশেষ ১১ ডিসেম্বর সাবিনা ইয়াসমীন সংগীত পরিবেশন করবেন টেক্সাসে।

শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম বলেন, সাবিনা ইয়াসমিন আপার মতো কিংবদন্তি সংগীতশিল্পীকে নিয়ে আমরা অনেক দিন পর শো আয়োজন করছি। করোনা মহামারির কারণে মাঝে আমরা শো আয়োজন খুব বেশি করতে পারিনি। তবে এখন থেকে শুরু করছি আমরা। তারই ধারাবাহিকতায় সাবিনা আপার এই দেড় মাসের সফর।

সাবিনা ইয়াসমিন মিডিয়া-কে বলেন, করোনার কারণে ঘর থেকেই তেমন বের হইনি। দেশের শোতেও তেমন অংশ নেইনি। তবে পরিস্থিতি এখন আগের থেকে ভালো। এবার যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসেছি দীর্ঘ সময় পর। ভালো লাগছে এখানে এসে। বেশকিছু রাজ্যের শোতে অংশ নেবো। আশা করছি ভালো সফর হবে এটি। শো’র পাশাপাশি এখানে আমার আপনজন রয়েছেন, বন্ধু-বান্ধব রয়েছেন, তাদের সঙ্গে দেখা হবে আশা রাখি। বিভিন্ন স্থানে ঘুরতেও যাবো শো এর ফাঁকে ফাঁকে। এই সফর ভালোভাবে শেষ করে যেন দেশে ফিরতে পারি সবাই সেই দোয়া করবেন।

সাবিনা ইয়াসমীন আরও বলেন, করোনা মহামারি আমাদের অনেক ভুগিয়েছে। অনেকটা সময় চলে গেছে। প্রিয়জনদের হারিয়েছি আমরা। সবদিক দিয়ে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গেছে। এখন একটাই চাওয়া, সব যেন আগের মতো হয়ে যায়। শিল্পীরা যেন তাদের ছন্দে ফিরতে পারেন। আল্লাহ্‌র কাছে সব সময় এই দোয়াই করি।

ফাইজারের কোভিড-১৯ পিল

(প্রথম পাতার পর)

শতাংশ হ্রাস করে। শুক্রবার এক ঘোষণায় এ তথ্য জানিয়েছে কোম্পানিটি। এর একদিন আগেই মার্কের কোভিড-১৯ পিল মলনুপিরাভির অনুমোদন দিয়েছে বৃটেন। এটিই এখন পর্যন্ত বিশ্বে কোভিডের একমাত্র অনুমোদিত মুখে খাওয়ার ওষুধ। এই পিল হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর হার কমিয়ে আনে অর্ধেকে। সে তুলনায় ফাইজারের এন্টিভাইরাল পিল অনেক বেশি কার্যকর বলে স্কাই নিউজের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে দ্রুতই ট্রায়ালের মাধ্যমে পাওয়া এই তথ্য যুক্তরাষ্ট্রের ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশনের (এফডিএ) কাছে সাবমিট করবে ফাইজার। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কাছেও অনুমোদনের আবেদন করবে ফাইজার। এর আগে ৭৭৫ জন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের উপরে এই ওষুধ পরীক্ষা করা হয়। এতেই দেখা যায় এই ওষুধ ৮৯ শতাংশ কার্যকরি। এই ওষুধ নেয়া মাত্র ১%কে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। পরীক্ষায় যারা অংশ নিয়েছেন তারা সবাই ছিলেন কোভিড আক্রান্ত এবং কোনো ধরণের ভ্যাকসিন গ্রহণ না করা। ফাইজারের এন্টিভাইরাল খাওয়া অংশগ্রহণকারীদের কারো মৃত্যু হয়নি। ফাইজারের প্রধান সায়েন্টিফিক কর্মকর্তা মাইকেল ডলস্টার বলেন, আমরা অসাধারণ কিছুর আশা করছি। এই ওষুধের সামান্য কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। তবে সব বয়সের মানুষের মধ্যেই এই প্রতিক্রিয়ার মাত্রা কাছাকাছি।



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২১
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2021

১৪ নভেম্বর, রোববার নির্বাচনে

ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি, বাংলাদেশ ও আমেরিকার
মূলধারায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গিকারবদ্ধ

নিষ্ঠাবান, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন

নয়ন-আলী
পরিষদ



কাজী নয়ন
সভাপতি প্রার্থী
Kazi Ashraf Hossain (Nayan), President



মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী
Mohammad Ali General Secretary



আব্দুর রহিম হাওলাদার
সিনিয়র সহ-সভাপতি
Abdur Rahim Howladar
Sr. Vice President



মোঃ রেজাউল করিম (সগীর)
সহ-সভাপতি
Md. Rezaul Karim (Sagir)
Vice President



মিয়া মোহাম্মদ দুলাল
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Mia Mohammad Dulal
Asst. General Secretary



মোহাম্মদ জে. খান (ডিউক)
কোষাধ্যক্ষ
Mohammed Z Khan (Duke)
Treasurer



আহসান হাবিব
সাংগঠনিক সম্পাদক
Ahsan Habib
Organizing Secretary



মনিকা রায়
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Manika Roy
Cultural Secretary



শেখ হায়দার আলী
জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
Public Relation & Sekh Haider Ali
Public Relation & Publicity Secretary



আবুল কাশেম চৌধুরী
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
Abul Kashem Chowdhury
Social Welfare Secretary



মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
সাহিত্য সম্পাদক
Mohammed Hassan (Zilani)
Literary Secretary



মোঃ এইচ রশিদ (রানা)
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
Mohammed H Rashid (Rana)
Sports & Ent. Secretary



মোঃ সামাদ মিয়া (জাকের)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
Md. Samad Miah (Zaker)
School & Edu. Secretary



ছাইদুর খান (ডিউক)
কার্যকরী সদস্য
Saidur Khan (Duke)
Executive Member



মোঃ মাহমুদ আলম
কার্যকরী সদস্য
Md. Mahmood Alam
Executive Member



মোঃ এ. সিদ্দিকী
কার্যকরী সদস্য
Md. A. Siddique
Executive Member



আহসান উল্লা (মামুন)
কার্যকরী সদস্য
Ashan Ullah (Mamun)
Executive Member

নয়ন-আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী

ELECTION DATE: NOVEMBER 14 , 2021

PLEASE VOTE FOR NAYAN-ALI PANEL

প্রচারে ঃ নয়ন-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

PLEASE VOTE FOR NAYAN-ALI PANEL

অনুগ্রহ করে নয়ন-আলী পরিষদে ভোট দিন

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY

Authorized IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432

Phone: 718-262-8991

Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100

- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা



আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO

Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

করোনা চিকিৎসায় ট্যাবলেট

(প্রথম পাতার পর)

খাওয়ার বড়ির পরীক্ষায় উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল পেয়েছে। এ ছাড়া বি-ষণ্নতাপ্রতিরোধী এক ওষুধও কোভিড চিকিৎসায় ভালো ফল দেখিয়েছে।
বার্তা সংস্থা এএফপি এসব তথ্য জানিয়ে বলেছে, মুখে খাওয়ার এ বড়ি মহামারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি নতুন অধ্যায় খুলতে পারে।

এটা কী ধরনের চিকিৎসা?

কোভিড-১৯এর উপসর্গ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুখে খাওয়ার এই বড়ি গ্রহণ শুরু করতে হয়। এতে গুরুতর অসুস্থতা ও হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার বিষয়টি এড়ানো সম্ভব। বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারি শুরুর পর থেকেই এ ধরনের ওষুধের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল। কয়েক মাস ধরে গবেষণার পর মার্ক ও ফাইজার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে।
গত অক্টোবরের শুরুতে মার্ক কর্তৃপক্ষ বলেছিল, করোনার চিকিৎসায় তারা মলনুপিরাভির নামের বড়ি ব্যবহারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ প্রশাসনের কাছে অনুমোদন চেয়েছিল। আর গত শুক্রবার ফাইজার অনুমোদন চাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছে। এই দুই কোম্পানির ওই বড়ি অ্যান্টি-ভাইরাল বা ভাইরাসপ্রতিরোধী হওয়ায় তা ভাইরাসের অনুরূপ সৃষ্টির বিষয় কমিয়ে দিতে পারে। এতে রোগ ছড়িয়ে পড়ার গতি কমে আসে। দুটি কোম্পানির পক্ষ থেকেই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অত্যন্ত ভালো ফল পাওয়ার দাবি করা হয়েছে। এতে রোগীর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমতে দেখা গেছে।
পরীক্ষায় দেখা গেছে, মলনুপিরাভিরের কার্যকারিতা যাচাইয়ে ৭৭৫ জন রোগীর ওপরে একটি গবেষণা চালায় মার্ক। সেখানে দেখা যায়, যেসব রোগীর চিকিৎসায় এটি ব্যবহার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৭ দশমিক ৩ শতাংশকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।
আর এটি গ্রহণ করা কোনো রোগী মারা যাননি। এদিকে প্যাক্সলোভিড বড়ি গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝুঁকি ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে বলে দাবি করেছে ফাইজার। তবে মার্ক ও ফাইজারের বড়ির সরাসরি তুলনা করা ঠিক হবে না। কারণ, দুই কোম্পানির ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের নিয়মনীতি ছিল আলাদা।
এদিকে বাজারে থাকা ফ্লুভক্সামিন নামে বিষণ্নতাপ্রতিরোধী ওষুধ ব্যবহারেও কোভিড রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়ার দাবি করেছেন গবেষকেরা। গত অক্টোবর মাসে ব্রাজিলের গবেষকেরা এসংক্রান্ত নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন 'ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথ' নামের সাময়িকীতে।

মুখে খাওয়ার বড়ি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

কোভিড ঠেকাতে মুখে খাওয়ার বড়িগুলোর কার্যকারিতা যদি নিশ্চিত করা যায়, তবে তা মহামারি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠতে পারে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে টিকার পাশাপাশি মুখে খাওয়ার বড়িও গুরুত্বপূর্ণ থেরাপি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বর্তমানে করোনার যে চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে, তার বেশির ভাগই সিনথেটিক অ্যান্টিবডি আকারে। তবে এ ধরনের অ্যান্টিবডি চিকিৎসা কেবল গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। আর মুখে খাওয়ার বড়ি সহজেই বাড়িতে বসে গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিতে পারবেন চিকিৎসকেরা।
মার্ক ও ফাইজারের তৈরি করা বড়িতে এখন পর্যন্ত গুরুতর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। পাঁচ দিনে ১০টি বড়ি গ্রহণ করতে হয় রোগীকে।
ব্রিটিশ ভাইরোলজিস্ট স্টিফেন গ্রিফিন বলেন, 'এই ওষুধের সাফল্য সার্স কোভ-২ সংক্রমণের গুরুতর পরিণতি প্রতিরোধ করতে একটি নতুন যুগের সূচনা করবে।'

সীমাবদ্ধতা কী কী?

মার্ক ও ফাইজার এখন পর্যন্ত কেবল বড়ির কার্যকারিতা নিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করেছে। তাদের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের তথ্য এখনো সামনে আনেনি। তাই তাদের বড়ি দিয়ে চিকিৎসার বিষয়টি ঠিক ঠিক মূল্যায়ন করা এখনই কঠিন।
ফ্রান্সের সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ কারিন ল্যাকোম্ব গত সেপ্টেম্বরে সতর্ক করে বলেছিলেন, যত দিন পর্যন্ত গবেষণা মূল্যায়ন না করা হয়, তত দিন পর্যন্ত এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের ঘোষণা সতর্কতার সঙ্গে নেওয়া উচিত। এ ধরনের চিকিৎসা ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রুপগুলোর জন্য সম্ভাব্য বাজার সৃষ্টি করে থাকে।
অবশ্য মার্ক ও ফাইজারের ক্ষেত্রে কিছু তথ্য শুধু প্রতিশ্রুতি বলে মনে হচ্ছে না। তারা গবেষণার ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম মেনেছে। স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ কমিটি তা মূল্যায়ন করেছে। ফ্লুভক্সামিনের ক্ষেত্রে তথ্য সহজলভ্য হলেও তা নিয়ে সমালোচনা রয়েছে।

কখন বাজারে আসবে?

গত বৃহস্পতিবার করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসায় প্রথমবারের মতো 'মলনুপিরাভির' বড়ি ব্যবহার করার বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাজ্যের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। করোনায় আক্রান্ত ঝুঁকিপূর্ণ রোগীর ক্ষেত্রে মলনুপিরাভির বড়ি দিনে দুবার প্রয়োগ করতে হবে বলে জানা গেছে।
যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাজিদ জাভিদ বলেন, যেসব ব্যক্তি দুর্বল ও যাঁদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম, তাঁদের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, 'আমাদের দেশের জন্য আজ এক ঐতিহাসিক দিন। কেননা, বিশ্বে এখন যুক্তরাজ্যই প্রথম দেশ, যেখানে কোভিডের চিকিৎসায় একটি অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হলো।'
যুক্তরাজ্যের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা এমএইচআরএ বলেছে, যাঁদের মৃদু থেকে মধ্যম ধরনের করোনার উপসর্গ রয়েছে ও জটিলতার মুখে পড়ার অন্তত একটি ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান যেমন স্থূলতা, বেশি বয়স, ডায়াবেটিস বা হৃদ্যন্ত্রের অসুখ রয়েছে, তাঁদের ওপর এ ওষুধ প্রয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষও জরুরিভাবে ওষুধটি পর্যালোচনা করছে। ইউরোপিয়ান মেডিসিন এজেন্সি বৃহস্পতিবার বলেছে, তারা দ্রুত বিষয়টি পর্যালোচনা করবে। তবে তারা নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করেনি।
ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশ 'মলনুপিরাভির' বড়ির ফরমাশ দিয়েছে। এর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি প্রথম দফায় ১৭ লাখ কোর্সের বড়ির ফরমাশ দিয়েছে। এক একজনের পাঁচ দিনের কোর্সের জন্য বড়ির দাম পড়ছে ৭০০ মার্কিন ডলার।
ফাইজারের প্যাক্সলোভিড বড়ির দাম এখনো জানা যায়নি। তবে তারা সাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধ সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
ভাষান্তর: মিন্টু হোসেন

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
ভিসেতে কন্সিডেশন
এভিডেন্সিটি অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুপাস
ডিভিডিয়ি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড কেয়ার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটেলমেন্ট
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত

(শেষের পাতার পর)

আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্ত্র বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আাপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।

এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

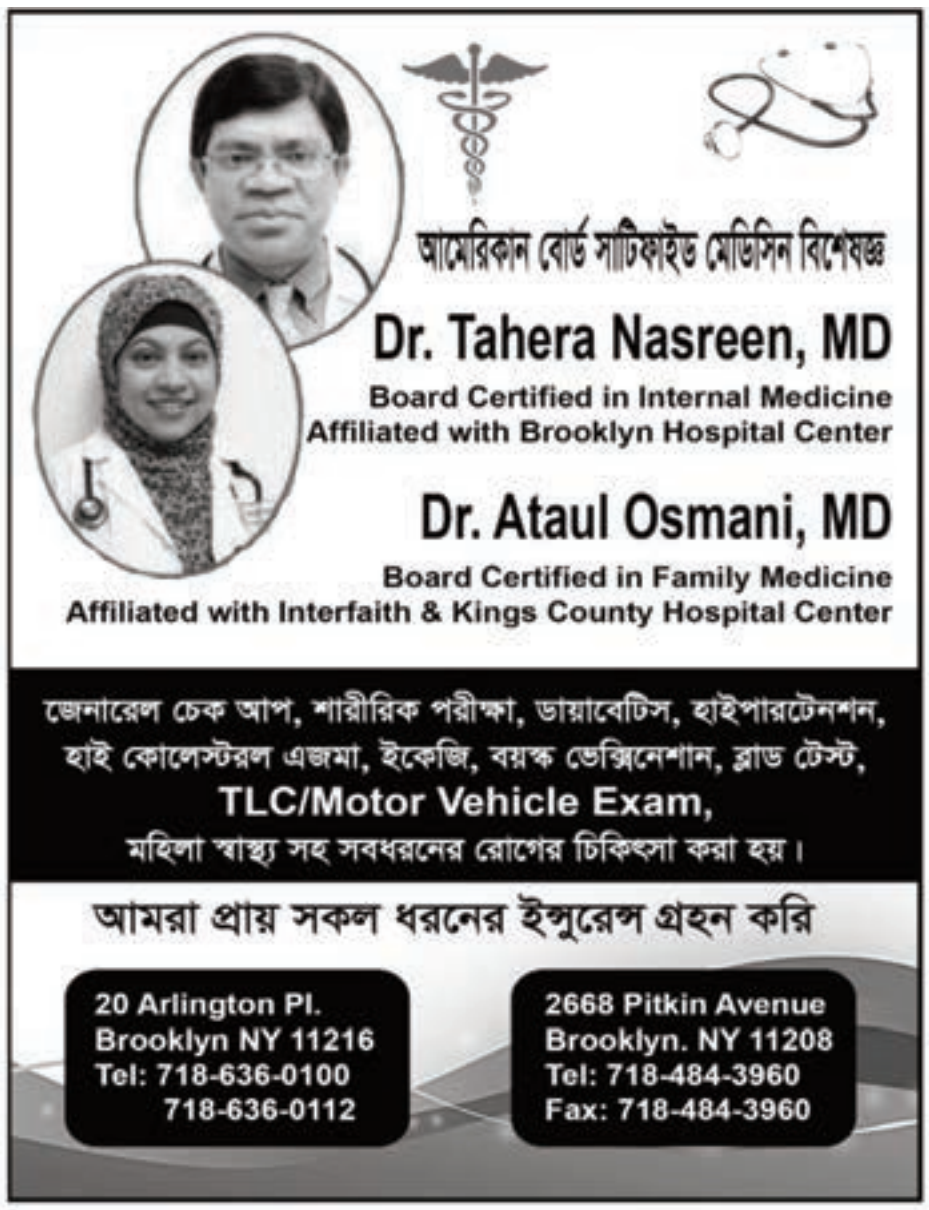
এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

উপরে উল্লেখিত টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার বাড়ি বিক্রয়ে সেরা সফলতা লাভ করতে পারেন।







আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

রুম ভাড়া

করোনা এলাকায় সেভেন ট্রেনের কাছে একটি এপার্টমেন্টে একটি আলাদা রুম ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। কেবলমাত্র পুরুষরা যোগাযোগ করুন। মাসিক ভাড়া ৩৫০ ডলার। কোন অতিথি আনা যাবে না। ফোন: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯
অ-২৫/ন-০১

সাহায্যকারী আবশ্যক

নিউজার্সীর নিউ ব্রুন্সউইক-এ বসবাসরত একজন বয়স্কা প্যারালাইজড মহিলা রোগিনীকে সবসময় দেখাশুনা করার জন্য রোগিনীর বাসায় থাকতে আগ্রহী মহিলা সাহায্যকারী দরকার। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৯৭৩-৯৩১-৬০৫৯ (কলি)
অ-২৫/ন-০১/০৮/১৫

রুম ভাড়া

ওজনপার্কের ৯৪-৫৭ ১৩৩ স্ট্রীট ঠিকানায় নিরিবিলি পরিবেশে বসবাসের জন্য শুধুমাত্র একজন কর্মজীবী মেয়ে অথবা নারী অথবা ছাত্রীকে রুম ভাড়া দেওয়া হবে। এ ট্রেন সাবওয়ে এবং বাস সার্ভিস বাসার কাছেই। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৯২৯-৬০২-৯৯৬৬ অথবা ৫১৬-৮৮১-১১২৫
অ-২৫/ন-০১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে-এর ৯৩ এভিনিউ এবং ২১০ প্লেস-এ এক বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার কাছেই কিউ১১০, কিউ৭৭, কিউ৩৬ আর কিউ১ এর বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯১৭-২২৬-৪৪২৩ (বাবলু)
অ-২৫/ন-০১

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনের এফ ট্রেনের বেলপার্কওয়ে সাবওয়ে ষ্টেশন ও বি৬ বাস স্টপ একই ব্লকের মধ্যে ১ রুমের বাসা ভাড়া হবে। আলাদা লিভিং ও কিচেন। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৫৯-৫১৪৯ অথবা ৭১৮৫৫২৬৯৩১
অ-২৫/ন-০১/০৮

কন্ডো বিক্রয়

ব্রঙ্কস, পার্কচেস্টার, নিউইয়র্ক, ১ বেডরুমের কন্ডো বিক্রয় হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং মেসির নিকটে। Asking price $210000. Please contact # **934-234-7361**

সেমিবেসমেন্টভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ সেমিবেসমেন্ট ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া হবে। **যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

রুম ভাড়া

কুইন্সের পার্সন্স বলেভার্ড ও হিলসাইড এভিনিউ এলাকায় কর্মজীবি সিঙ্গেল অথবা স্বামী স্ত্রী'র কাছে একটি প্রাইভেট হাউজের রেনোভেটেড রুম ভাড়া হবে (দুটি ফুল বাথরুম আছে)। নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। যোগাযোগ: ৯১৭-৮০৬-৪৩৮৮
আ-০২

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ৮৮ এভিনিউ এবং ২১২ প্লেসে ডুপ্লেক্স বাড়ী ভাড়া হবে, ১লা নভেম্বর থেকে। ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম (সেকেন্ড ফ্লোর), ১/২ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন (ফানস্ট ফ্লোর)। এফ ট্রেন এর লাস্ট স্টপেজ (১৭৯ স্ট্রীট)। বাস কিউ১, কিউ৩৬ ও কিউ৪৩। যোগাযোগ: ড্যানী (৬৪৬) ৫২৯-৫২৪০।
অ-০৪/১১

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের প্রাইভেট হাইজে ৭১ স্ট্রীট ও ৩৫ এভিনিউ, মাছ বাজার সংলগ্ন ২ জন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-৭৩৩-৭২৯৬ অথবা ৬৪৬-৭৩৩-৭২৭৯
অ-০৪/১১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ডিসেম্বর মাস থেকে দ্বিতীয় তলায় তিন রুম, ১ বাথরুম, লিভিং রুম, এবং ডাইনিং ও কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযাগে: ৭১৮-৬০০-৬০৫৮
ন-৮/১৫

অ্যাটিক ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায়, জেরেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র দুই ব্লকের মধ্যে এক বেডরুম, এক বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং স্পেস ও কিচেন সহ অ্যাটিক ভাড়া দেয়া হবে। বাংলাদেশী গ্রোসারী, মসজিদ ও স্কুল এক ব্লকের মধ্যে।
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা স্টেটের ৮৭ এভিনিউ এবং ১৮৮ স্ট্রীটের মাঝে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট আগষ্ট মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৭-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৭৭৪
জু-২৮/জু-০৫

আবশ্যক

একটি গ্যাস ষ্টেশনে কাজ করবার জন্য ফুল টাইম কেশিয়ার আবশ্যক। বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক হলে আলোচনা সাপেক্ষে তাকে পার্টনারশীপ দেয়া যেতে পারে। যোগাযোগ: **৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮**

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেডরুম/১ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। (হিন্দু হলে ভালো হয়। কারণ বাসার সবাই হিন্দু)। যোগাযোগ: গোপ (৩৪৭-৬০৫-৯৫৮২)
আ-৩০/সে-০৬

আবশ্যক

বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ৩৫-৪৭ বছর বয়সী প্রার্থীকে ভালো ইংলিশ জানতে হবে। সেলারী ১৭ ডলার ঘন্টা। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ অথবা ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের নিরিবিলি পরিবেশে দুজন থাকার জন্য বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট সকল ইউটিলিটি ও ইন্টারনেট ভাড়া হবে। কিউ২ ও কিউ৮৩ বাস কাছাকাছি। ভাড়া ১১০০ ডলার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারনেট ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন ২ বাথরুম সহ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ওজোনপার্কের ১০৬-২৪ ৭৫ স্ট্রীটের সেকেন্ড ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৭ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪ [illegible]

বাড়ী ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে (১৪৬৮ হোয়াইট প্লেইন্স রোড, ফাস্ট ফ্লোর) তিন বেডরুম ও ২ বাথরুমের বাড়া নভেম্বর মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ২৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৬৭-৮১২৯ অথবা ৭১৮-৫৬১-০৬৯৯
ন-০১/০৮

বাসা ভাড়া

সাউথ ওজনপার্কে ১২৮ স্ট্রীট ও ১১১ এভিনিউতে সম্পূর্ন রেনুভেটেড দুই বেডরুমের বাসা নভেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-৩৫৯-৪০৪৪ অথবা ৩৪৭-৫৯২-৬৮৫২
ন-০১/০৮

কন্ডো বিক্রি

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে নিউলি রেনোভেটেড ২ বেডরুমের কন্ডো বিক্রি করা হবে। এটি এখনই বসবাসযোগ্য। যোগাযোগ: ৯১৭-৮৯২-৭৫০০
অ-২৫/ন-০১

আবশ্যক

ব্রঙ্কসে বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৮:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ইংলিশ জানা ৩৫ থেকে ৪৭ বছরের মধ্যে। প্রতি ঘন্টা ১৭ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ আবশ্যক ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
অক্টো-১১/১৮

সেমিবেমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ ষ্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে সেমিবেসমেন্ট নামাজি কর্মজীবি ২ জন মহিলা অথবা স্বামী/স্ত্রীর নিকট ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-৮৯২৩
অক্টো-১১/১৮

পারমিট ভাড়া

দুই বৎসরের সিটিওয়াইড ফুলটাইম জায়রোর পারমিট ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ টিপু আহমেদ
৩৪৭-৪৫৯-৪৮৯১
অ-০৪/১১

জমি বিক্রয়

খুলনা শহরের বানিয়া খামার মৌজার মিস্ত্রি পাড়ায় খালপাড় রোডে ৫ কাঠা জমি বিক্রি হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৪৪-৪১৮১ (সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত)
অক্টো-১১/১৮

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

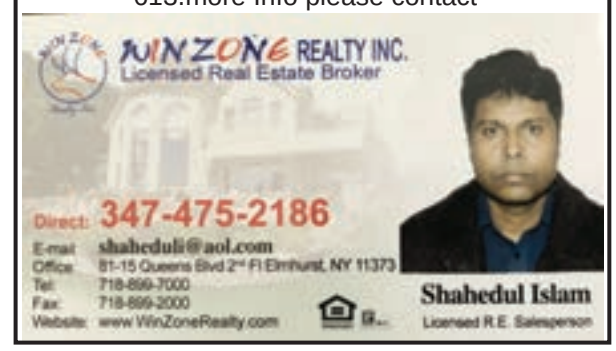
টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪**

ফ্লোরিডায় গ্রোসারীতে লোক আবশ্যক

ফ্লোরিডায় একটি গ্রোসারী স্টোরে জরুরী ভিত্তিতে আকর্ষনীয় বেতনে ক্যাশিয়ার বা সেলস ক্লার্ক আবশ্যক।
ফোন অথবা টেক্সট করুন: ৭৮৬-৮৩৮-৭৬৫৭
ন-০৮/১৫/২২/৩৯

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



আবশ্যক

ফ্লোরিডার কিওয়েষ্ট-এ গ্রোসারী স্টোরে কাজের জন্য জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। ভালো সুযোগ-সুবিধা সহ থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। শান্তিপ্রিয় এলাকা, জিরো ক্রাইম, যাতায়াতের জন্য গাড়ীর প্রয়োজন নেই। বাসা থেকে স্টোর হাঁটা পথ। প্রার্থীর কমপিউটার ব্যবহার জানা থাকলে ভালো।
যোগাযোগ: ৩০৫-৮৯৬-৯৫৪৭
জুন-২১/২৮

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

মিশিগানে মেয়র হলেন দুই মুসলিম

(প্রথম পাতার পর)

মিশিগানের ডিয়ারবর্ন ও হ্যামট্রেমিক শহরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ডিয়ারবর্ন শহরে লেবানিজ বংশদ্ভুত তরুণ আরব-আমেরিকান রাজনীতিবিদ আবদুল্লাহ হামমুদ মিশিগান রাজ্যের প্রতিনিধি সভার সাবেক সদস্য গেরি ওরোনচাককে পরাজিত করে জয়ী হন। নির্বাচনে মোট ভোটের ৫৫ ভাগ লাভ করেন তিনি। এর মাধ্যমে আরব-আমেরিকানদের রাজধানী হিসেবে পরিচিত বিপুল আরব বংশদ্ভুত অধিবাসীর এই শহরটিতে প্রথম আরব বংশদ্ভুত ও অশেতাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে মেয়র নির্বাচিত হলেন আবদুল্লাহ হামমুদ। শহরটির বর্তমান মেয়র জন বি ওরেইলি ২০০৭ সাল থেকে এই পদে রয়েছেন। দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের পর চলতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। অপরদিকে হ্যামট্রেমিক শহরে বর্তমান মেয়র ক্যারেন ম্যাজেয়স্কিকে পরাজিত করে ইয়েমেন থেকে অভিবাসী হয়ে আসা মার্কিন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আমর গালিব নতুন মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হন। মোট ভোটের ৬৮ ভাগই তিনি লাভ করেন। আমর গালিবের বিজয়ের মাধ্যমে এক শ্ব বছরের মধ্যে প্রথম অ-পোলিশ ও আরব মেয়র পেলো হ্যামট্রেমিক। নির্বাচনে জয়ের পর আবদুল্লাহ হামমুদ সমর্থকদের কাছে এই বিজয়কে 'ডিয়ারবর্নের জন্য নতুন যুগ্ব হিসেবে উল্লেখ করেন। ৩১ বছর বয়সী তরুণ এই রাজনীতিবিদ বলেন, 'সেই বালক-বালিকা যারা তাদের বিশ্বাস বা নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তার জন্য উপহাসের স্বীকার হয়েছে, আপনাদের যারা কখনো কখনো অনুভব করেছেন তাদের নাম অবাঞ্ছিত এবং আমাদের বাবা-মা ও মুরব্বীরাসহ অন্যরা যারাই তাদের ভাঙা ইংরেজির কারণে অপমানিত হয়েছেন এবং এখনো হচ্ছেন, আজকের দিন তাদের জন্য প্রমাণ যে আপনি অন্য যে কারো মতোই মার্কিন নাগরিক্ব অপরদিকে ৪২ বছর বয়সী আমর গালিব সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আজকের রাত আমেরিকান স্বপ্ন জীবন্ত থাকার বাস্তব উদাহরণ্ব তিনি বলেন, 'আমাদের আজকের রাতের বিজয় সেই সম্ভাবনার স্বাক্ষ্য যে আমার মতো এক অভিবাসী যে ১৭ বছর বয়সে কারখানার কাজ নিয়ে এখানে এসেছে। এখন সে পরবর্তী মেয়র হিসেবে স্থানীয় কমিউনিটির সেবা করার সুযোগ ও মর্যাদা লাভ করেছে

আংটি দিয়ে বাদশাহ আব্দুল্লাহকে

(প্রথম পাতার পর)

সাদ আল-জাবরি। সিবিএস-এর 'সিক্সটি মিনিটস' অনুষ্ঠানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাদ আল-জাবরি বলেন, তিনি এমন একটি ভিডিওর কথা জানেন, যেখানে বাদশাহ আবদুল্লাহকে চাইলেই খুন করতে পারেন বলে দম্ভ করেছিলেন বিন সালমান। সাক্ষাৎকারে সাদ আল-জাবরি বলেন, ওই সময় সালমান বলেছিলেন, তাঁর কাছে রাশিয়ার এমন একটি বিষাক্ত আংটি আছে, যা দিয়ে করমর্দন করেই সৌদি বাদশাহ আব্দুল্লাহকে খুন করা সম্ভব। বাবার জন্য সৌদি আরবের সিংহাসনে আরোহণের পথ পরিষ্কার করতেই তিনি এই খুন করতে চান বলে ২০১৪ সালে চাচাতো ভাই ও তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিন নায়েফকে জানিয়েছিলেন বিন সালমান। তথ্যমতে, সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে তখন সৌদি রাজ পরিবারের মধ্যে বেশ উত্তেজনা চলছিল। এদিকে সৌদি আরবের পক্ষ থেকে জাবরিকে নিন্দিত এক সাবেক সরকারি কর্মকর্তা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সিবিএসকে পাঠানো এক বিবৃতিতে সৌদি বলছে, জাবরির কথা বাড়িয়ে বলার ইতিহাস আছে। সাক্ষাৎকারে জাবরি জানান, মোহাম্মদ বিন নায়েফকে তখন বিন সালমান বলেছিলেন, 'আমি বাদশাহ আব্দুল্লাহকে হত্যা করতে চাই। রাশিয়া থেকে একটি বিষাক্ত আংটি পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে শুধু করমর্দন করলেই যথেষ্ট। তিনি শেষ হয়ে যাবেন।' সাক্ষাৎকারে জাবরি আরও বলেন, 'তিনি দম্ভ করেও এটি বলতে পারেন। তবে তিনি এটি বলেছেন এবং আমরা তাঁর এ কথাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলাম।' জাবরি বলেন, বৈঠকটি রাজদরবারে গোপনীয়তার সঙ্গে হয়েছিল। তবে গোপনে বৈঠকটি ভিডিও করা হয় এবং ভিডিও রেকর্ডিংয়ের দুইটি কপি কোথায় আছে তা তিনি জানেন।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৫ সালে ৯০ বছর বয়সে মারা যান সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহ। তাঁর সৎ ভাই এবং মোহাম্মদ বিন সালমানের বাবা সালমান বিন আব্দুল আজিজ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মোহাম্মদ বিন নায়েফকে তখন ক্রাউন প্রিন্স করেছিলেন বাদশাহ সালমান। এরপর ২০১৭ সালে বিন নায়েফের জায়গায় ক্রাউন প্রিন্স হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন মোহাম্মদ বিন সালমান। বিবিসির তথ্যমতে, বিন নায়েফকে তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি গৃহবন্দী করা হয় বলে খবর বের হয়েছিল। এরপর গত বছর বেশ কিছু অভিযোগে তাঁকে আটক করে সৌদি সরকার। বিন নায়েফকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর সাদ আল-জাবরি কানাডায় পালিয়ে যান। সাক্ষাৎকারে যুবরাজ সালমান সম্পর্কে জাবরি বলেন, দেশের ডি ফ্যাক্টো শাসক এবং বাদশাহ সালমানের ছেলে মধ্যপ্রাচ্যে অসীম সম্পদের অধিকারী। তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ, খুনি, নিজ দেশের জনগণ, আমেরিকা এবং সারা বিশ্বের জন্যই তিনি হুমকি। এদিকে সৌদি সাংবাদিক জামাল খাশোগজি খুন হওয়ার পর জাবরি তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে সতর্কবার্তা পেয়েছিলেন যে, সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান তাঁকে হত্যার উদ্যোগ নিয়েছেন। সাক্ষাৎকারে জাবরি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে একটি গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানে কাজ করা তাঁর এক বন্ধু তাঁকে এ সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, ২০১৮ সালের অক্টোবরে তাঁকে খুন করতে মোহাম্মদ বিন সালমান একটি 'হিট টিম' পাঠাচ্ছেন।

স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন

(প্রথম পাতার পর)

প্রথম চারটি ম্যাচ জিতে আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে রেখেছিল তারা। এবার পঞ্চম ও শেষ ম্যাচটি জিতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলো। রবিবার (৭ নভেম্বর) শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্কটল্যান্ডকে ৭২ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে দলটি। টস জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮৯ রানের বিশাল সংগ্রহ দাঁড় করায় তারা। জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১১৭ রানেই থেমে যায় স্কটিশদের ইনিংস।

মাত্র ১৮ বলে ৫৪ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেছেন শোয়েব মালিক

দলটির পক্ষে সর্বোচ্চ ৫৪ রানে অপরাজিত থাকেন রিচি ব্যারিংটন। কিন্তু অন্যান্য ব্যাটারদের ব্যর্থতায় দলকে জেতাতে পারেননি। এছাড়া জর্জ মুন্সি ১৭ ও মিচেল লিস্ক ১৪ রান করেন। পাক বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২টি উইকেট শিকার করেছেন শাদাব খান। এছাড়া শাহিন আফ্রিদি, হারিস রউফ ও হাসান আলি নেন একটি করে উইকেট।

এর আগে শুরুতে ব্যাটিং করে পাকিস্তানি ব্যাটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৬ রান করেন অধিনায়ক বাবর আজম। এছাড়া শোয়েব মালিক ৫৪, মোহাম্মদ হাফিজ ৩১ ও মোহাম্মদ রিজওয়ান করেন ১৫ রান। এর মধ্যে মালিক ৬টি ছক্কা ও এক চারের সাহায্যে মাত্র ১৮ বলে এই রান সংগ্রহ করেন। যা চলমান আসরের সবচেয়ে দ্রুতগতির অর্ধশত রান।

পুরুষদের দুই বিয়ে করতে

(প্রথম পাতার পর)

বড়জোর ৬০০ মানুষের বাস গ্রামটিতে।

কিন্তু এই গ্রামের অদ্ভুত এক রীতি গোটা ভারতে পরিচিতি এনে দিয়েছে। দেরাসরের প্রতিটি পুরুষের অন্তত দু'জন করে স্ত্রী। এ নিয়ে নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আনন্দবাজার পত্রিকা।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, এ গ্রামের বাসিন্দাদের বিশ্বাস, প্রথম স্ত্রী থেকে কোনো স্বামীরই সন্তান হবে না। সন্তানের মুখ দেখতে গেলে দ্বিতীয় বিয়ে করতেই হবে। এই অদ্ভুত বিশ্বাস থেকেই দ্বিতীয় বিয়ে করেন দেরাসর গ্রামের পুরুষরা।

এমন রীতির সূত্রপাত অতীতের একটি ঘটনা থেকে। গ্রামের এক লোকের নাকি কিছুতেই সন্তান হচ্ছিল না। পরে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করতেই সন্তানলাভ করেন।

এরপর যখনই গ্রামের কোনো পুরুষ এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতেন, তার দ্বিতীয় বিয়ে দেওয়া হত। আর তাতেই নাকি মিলত ফল। এভাবে পুরুষের বহুবিবাহ গ্রামের রীতিতে পরিণত হয়।

অবশ্য এটি ছাড়াও অন্য একটি কারণ রয়েছে এমন রীতির পিছনে। দেরাসর গ্রামে শুরু থেকেই তীব্র পানি সঙ্কট চলে আসছে। অন্তত পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে পরিবারের নারীদের পানি আনতে হয় এই গ্রামে। অন্তঃসত্ত্বা হলে কোনো নারীর পক্ষেই হেঁটে এতদূর থেকে পানি আনা সম্ভব নয়। সে কারণেও দ্বিতীয় বিয়ে করে থাকেন পুরুষরা।

সে ক্ষেত্রে প্রথমজনকে সে অর্থে স্ত্রীর কোনো অধিকারই দেওয়া হয় না। তারা বরং বাড়ির পরিচারিকার মতো জীবন কাটিয়ে থাকেন। প্রথম স্ত্রীকে বলা হয় 'জল স্ত্রী'।

সাধারণত প্রথম স্ত্রী সারা জীবনে সন্তানধারণের অধিকার পান না। স্বামীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনেরও অধিকার নেই তাদের।

কোনো পুরুষ যদি এই রীতির বিরোধিতা করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে পুরো গ্রাম একজোট হয়। এমনকি নিজের পরিবারও তাকে পরিত্যাগ করবে। গ্রাম থেকেই বিতাড়িত করা হয় তাকে। দ্বিতীয় স্ত্রীও যদি সন্তানধারণ না করে থাকেন সে ক্ষেত্রে স্বামীকে আরও একটি বিয়ে করতে হয়। উপার্জনকারী স্বামীকে নিতে হয় পুরো পরিবারের দায়িত্ব।

হিলারীর সহকর্মী হুমা আবেদিনের

(প্রথম পাতার পর)

তার বাইরে তিনি সাবেক ফার্স্টলেডি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হিলারি ক্লিনটনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। হিলারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে নিশ্চয় হুমা আবেদিনের জীবনের চাকা ঘুরতো অন্যভাবে। সেই হুমা আবেদিন এখন জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা শেয়ার করছেন। জানাচ্ছেন কিভাবে তার সাবেক স্বামী, সাবেক কংগ্রেসম্যান অ্যাথনি ওয়েইনারের পরকীয়া তার সংসার জীবনকে তছনছ করে দিয়েছিল।

কিভাবে স্বামীর পরকীয়া তার হৃদয়কে বার বার ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। হুমা আবেদিনকে একজন সিনেটর যৌন নির্যাতন করেছেন- সে কথাও সবিস্তারে জানিয়েছেন।

'বোথ/অ্যান্ড: এ লাইফ ইন মেনি ওয়ার্ল্ডস' শীর্ষক স্মৃতিকথায় জীবনের গোপন অধ্যায়গুলো তুলে এনেছেন ৪৫ বছর বয়সী হুমা আবেদিন।

সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্নটি তাকে শুনতে হয়েছে, তা হলো, স্বামী ওয়েইনারের পরকীয়ার খবর তিনি জানতে পেরেছিলেন। তবে কেন, কেন তিনি তার সঙ্গে অতোটা দিন অতিবাহিত করেছেন? ২০১১ সালে অনলাইনে নারীদের কাছে নিজের গোপনাঙ্গের ছবি পোস্ট করেছিলেন ওয়েইনার। সেই ঘটনা ধরা পড়ে যায় হুমা আবেদিনের কাছে। জানাজানি হয়। এর ফল হিসেবে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করতে হয় ওয়েইনারকে। এরপর ২০১৩ সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে মেয়র নির্বাচন করেন ওয়েইনার।

ওই সময়ে হুমা আবেদিন কি ভোটারদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তিনি ওয়েইনারকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? এরপরও যখন নারীদের কাছে ওয়েইনার তার গোপনাঙ্গের ছবি পাঠাতে থাকেন এবং তা ধরা পড়ে তখনও কেন হুমা আবেদিন তার সঙ্গে দিন অতিবাহিত করেছেন? ২০১৬ সালে হুমা আবেদিন বিছানায় তার ছেলে জর্ডানকে যখন সামলাচ্ছিলেন, তখন পাশেই শুয়ে অন্য এক নারীকে নিজের ছবি পাঠাচ্ছিলেন ওয়েইনার। এ কথা জানার পরেও কেন হুমা আবেদিন তার সঙ্গে বিচ্ছেদে না গিয়ে আলাদা থেকেছেন? হিলারি ক্লিনটন ও হুমা আবেদিনের মধ্যে বিনিময় করা অফিসিয়াল ইমেইল কেন ওয়েইনারের ল্যাপটপে? এ ঘটনার পরই এফবিআইয়ের তখনকার পরিচালক জেমস কমি ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন আগে হিলারির ইমেইল নিয়ে তদন্ত শুরু করেন। কিন্তু কেন এসব সুযোগ ওয়েইনারকে দিয়েছিলেন হুমা?

এসব প্রশ্নেরই উত্তর ওই স্মৃতিকথায় দেয়ার চেষ্টা করেছেন হুমা। এসব নিয়ে তিনি লন্ডনের প্রভাবশালী একটি পত্রিকাকে সাক্ষাতকার দিয়েছেন। পত্রিকাটি প্রকাশিত বইয়ের চুম্বক অংশও প্রকাশ করেছে। প্রশ্নের জবাবে হুমা আবেদিন বলেছেন, আমি মনে করেছি মানুষ যখন চেয়েছে যে আমি লিখি, তখনই এই বই লেখায় হাত দিয়েছি। বইটি হতে পারে অধিক পরিমাণ কষ্টে ভরা। তিক্ততায় ভরা। এটা লিখতে আমার সময় লেগেছে। গত ২০ টি বছরে আমার জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটে গেছে যা মানুষকে জানানো উচিত। হয়তো কেউ একজন আমাকে নিয়ে রিপোর্ট লিখেছে। কিন্তু আমি মনে করেছি, আমাকেই আমার সম্পর্কে লেখার জন্য এটাই উত্তম সময়।

হিলারি ক্লিনটনের সঙ্গে তার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের, প্রায় ২৫ বছরের। ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় হিলারি ক্লিনটনের প্রচারণা বিষয়ক প্রধান ছিলেন হুমা আবেদিন। হিলারির সঙ্গে তার এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখে তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করতো অনেকেই। ওদিকে তিনি যখন হোয়াইট হাউজে হিলারির পাশে, তখন তার অজান্তেই অন্য নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন তার সাবেক স্বামী ওয়েইনার। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের মনিকা লিউনস্কি কেলেঙ্কারির সঙ্গে ওয়েইনারকে তুলনা করা শুরু করেন কেউ কেউ। হুমা আবেদিন বলেন, বাইরের মানুষের কাছে বিষয়টি একই রকম মনে হতো। কিন্তু আমার কাছে তা মনে হতো না। হুমা আবেদিন একজন মুসলিম। তিনি বিয়ে করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের একজন ইহুদি ওয়েইনারকে। পরে যৌন অপরাধের কারণে ওয়েইনারকে জেলে যেতে হয়েছে। হুমা আবেদিনের জন্ম মিশিগানের কালামাজুতে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত পিতামাতা, যারা দু'জনেই প্রফেসর. তাদের কন্যা তিনি। হুমা আবেদিনের বয়স যখন দুই বছর, তখন জেদ্দায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দু'জনকেই চাকরির প্রস্তাব দেয়া হয়। পুরো পরিবার তখন চলে আসে সৌদি আরবে। সেখানে তার পিতামাতা হুমা আবেদিনকে মুসলিম, তবে আধুনিক হিসেবে বড় করে তোলেন। হুমা আবেদিন লিখেছেন, এতে তার কোনো সমস্যা ছিল না। নারীরা তাদের পছন্দ মতো যখন লম্বা হিজাব পরেন, তা দেখে তার কাছে কোনো সমস্যা মনে হয়নি। হুমা আবেদিনের বয়স যখন ১৭ বছর, তখন মারা যান তার পিতা। পিতার এই অসুস্থতা সন্তানদের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন পিতামাতা।

সেই পিতার কাছ থেকে কি শিক্ষা পেয়েছেন? এমন প্রশ্নের জবাবে হুমা আবেদিন বলেছেন, বাবার কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তা হলো তোমাকে তোমার পছন্দ বাছাই করতে হবে। তবে সে সম্পর্কে জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করো, তাড়াহুড়ো করো না।

মা তাকে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে উৎসাহিত করেন। হুমা আবেদিন যোগ দেন ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে। তিনি পুরো গ্রীষ্ম কাটান যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানকার সংস্কৃতি তাকে খুব বেশি হতাশ করেনি। নিজের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে পান করেননি এলকোহল। অন্য শিক্ষার্থীদের থেকে এটাই তার ভিন্নতা।

হুমা আবেদিন লিখেছেন, আমার মতো ব্যাকগ্রাউন্ডের যেকোনো মেয়ে যেটা প্রত্যাশা করেন, তাহলো যাকে বিয়ে করবো তাকেই উপহার দেবো সতীত্ব। হুমা আবেদিনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। ৩৩ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন ওয়েইনারকে। তার কাছেই তুলে দেন নিজের সতীত্ব।

এ সময়ে তিনি কলেজে থাকা অবস্থায় ইন্টার্নের জন্য হোয়াইট হাউজে আবেদন করেন। তাকে তখনকার ফার্স্টলেডি হিলারি ক্লিনটনের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। গ্রাজুয়েশন শেষ করার আগেই তাকে সেখানে স্থায়ী একটি পদ প্রস্তাব করা হয়। এ সম্পর্কে হুমা আবেদিন লিখেছেন, হিলারিল্যান্ড নামে পরিচিত একটি ক্লাবের যাবজ্জীবন সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে নিয়োগ দেয়া হয়।

হোয়াইট হাউজে প্রবেশের পর থেকেই হিলারি ক্লিনটনের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন হুমা আবেদিন। এর ফল হিসেবেই তাকে ২৫ বছর সময় নিজের পাশে পাশে রাখেন হিলারি ক্লিনটন। হুমা আবেদিন বৃটিশ সাংবাদিককে বলেছেন, তিনি যেসব কারণে স্মৃতিকথা লিখেছেন তার অন্যতম হলো- 'তিনি (হিলারি ক্লিনটন) একজন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ, এটা বিশ্বকে দেখাতে চেয়েছি। আমি তাকে একজন মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি'। হিলারি ক্লিনটন সম্পর্কে তিনি এভাবেই কথা বলেছেন।

তবে তার সমালোচনাও করেছেন বইয়ে। হিলারি ক্লিনটনের পোশাকের রুচি নিয়ে সমালোচনা করেছেন। লিখেছেন, 'হিলারি ক্লিনটন কখনো কখনো যে কোট পরতেন, তা কার্পেটের মতো। তিনি হয়তো মনে করতেন সেটাতেই তাকে সুন্দর দেখাবে, চমৎকার হবে'।

বিশ্বে ১০ বছরের মধ্যে খাবারের

(প্রথম পাতার পর)

সর্বোচ্চ। এ তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)।

এফএওর হিসেবে, বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে ভোজ্যতেল ও খাদ্যশস্যের দাম। গত অক্টোবরেই ভোজ্যতেলের দাম প্রায় ১০ শতাংশ বেড়ে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়া, কারখানা বন্ধ হওয়া, সরবরাহে সমস্যা ও বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে খাবারের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থাগুলো বলেছে, এক বছর আগের তুলনায় খাদ্যশস্যের দাম ২২ শতাংশ বেড়েছে। গত ১২ মাসে গমের দাম ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি খাদ্যশস্যের দাম বাড়ায় বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। বলা হচ্ছে, প্রধান রপ্তানিকারক দেশ কানাডা, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে গমের আবাদ কম হওয়াই এর দাম বাড়ার কারণ।

এছাড়া খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে যাওয়ার পেছনে জলবায়ু পরিবর্তনকেও দায়ী করেছে এফএও।

জিনগত কারণে করোনায় বেশি

(প্রথম পাতার পর)

জেনেটিকসের এই গবেষণা দক্ষিণ এশিয়া ও যুক্তরাজ্যের কিছু জনগোষ্ঠী কেন করোনার উচ্চঝুঁকির মধ্যে রয়েছে–সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছে। তবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা মেলেনি।

গবেষকরা জিন সংক্রান্ত আগের গবেষণা পর্যালোচনা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এই জিনটিকে চিহ্নিত করেছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে এলজেডটিএফএর১।

এদিকে, পাকিস্তানে গতকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৫১৫ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণবিষয়ক জাতীয় কমান্ড ও অপারেশন সেন্টারের (এনসিওসি) পরিসংখ্যানের তথ্যের বরাত দিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এই খবর প্রকাশ করে। মোট ৪৪ হাজার ১৪৮টি নমুনা পরীক্ষার পর এসব রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ ছাড়া আগের ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মারা গেছে ১১ জন। পাকিস্তানে এ পর্যন্ত করোনায় প্রাণ হারিয়েছে সাড়ে ২৮ হাজারেরও বেশি মানুষ।

ফাইজারের উদ্ভাবিত মুখে খাওয়ার ওষুধ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের অবস্থা খারাপ হওয়ার ঝুঁকি ৮৯ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করে। গত শুক্রবার ফাইজার কর্তৃপক্ষ জানায়, তাদের ট্রায়ালে দেখা যায়, ভাইরাস প্রতিরোধী বড়ি হাসপাতালে যাওয়ার ঝুঁকি ও প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুঝুঁকি হ্রাস করে।

ফিরোজায় ফিরলেন খালেদা

(প্রথম পাতার পর)

খালেদা জিয়া। রোববার বিকাল ৫টা ৪০ মিনিটে ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শর্মিলা রহমানের সঙ্গে বাসায় ফেরেন তিনি। বাড়িতে পৌঁছানোর পর তাকে হাত ধরে গাড়ি থেকে নামান পুত্রবধূ। বাসায় তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, কেন্দ্রীয় নেতা আমান উলাহ আমান, আবদুস সালাম, শিরিন সুলতানা ও আফরোজা আব্বাসসহ নেতারা। বিএনপির কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে, খালেদা জিয়া শারীরিকভাবে সুস্থ বোধ করায় তাকে এখন থেকে বাসায় রেখে চিকিৎসা দেয়া হবে। এর আগে ১২ অক্টোবর খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর ২৫ অক্টোবর তার অস্ত্রোপচার করা হয়। ওই দিন গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক জাহিদ হোসেন জানিয়েছিলেন,খালেদা জিয়ার একটি মাইনর অপারেশন করা হয়েছে। এখন তিনি আইসিইউতে আছেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা নেন সাবেক এ প্রধানমন্ত্রী। এর আগে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর এভারকেয়ার হাসপাতালে ৫৩ দিন চিকিৎসা শেষে ১৯ জুন বাসায় ফেরেন খালেদা জিয়া। এর পর থেকে গুলশানের ভাড়া বাসা 'ফিরোজা'য় ছিলেন তিনি। খালেদা জিয়া বহু বছর ধরে আথ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, দাঁত ও চোখের সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন। এপ্রিলে তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন। নানা শারীরিক জটিলতায় ২৭ এপ্রিল খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একপর্যায়ে তাকে সিসিইউতে নেওয়া হয়।প্রায় দুই মাস তিনি সিসিইউতে ছিলেন। ১৯ জুন বাসায় ফেরেন। এর মধ্যে করোনার টিকা নেওয়ার জন্য খালেদা জিয়া দুই দফায় মহাখালীর শেখ রাসেল ন্যাশনাল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হাসপাতালে যান। ১৯ জুলাই করোনার প্রথম ডোজ টিকা নেওয়ার পর ১৮ আগস্ট দ্বিতীয় ডোজ টিকা নেন তিনি।

দুর্নীতির মামলায় দন্ডিত হয়ে খালেদা জিয়া ২০০৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কারাগারে যান। করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে গত বছরের ২৫ মার্চ সরকার শর্ত সাপেক্ষে তাকে সাময়িক মুক্তি দেয়। এ পর্যন্ত তিন দফায় খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়। তবে বিএনপির নেতারা খালেদা জিয়ার শর্তসাপেক্ষে এ মুক্তিকে 'গৃহবন্দি' বলছেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে বারবার আবেদন করা হলেও সরকার তা নাকচ করে দেয়। তাকে দেশে থেকেই চিকিৎসা নিতে হবে বলে শর্তও দেওয়া হয়।

রাস্তাঘাট উন্নয়নে বাইডেনের প্রস্তাবিত

(প্রথম পাতার পর)

কংগ্রেস। এ উদারনৈতিক কর্মসূচিতে দেশজুড়ে শুরু হবে ব্যাপক নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ কাজ।

সিএনএনএর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডেমোক্রেটিক দলের সদস্যদের মধ্যেই নানা টানাপোড়েনের পর স্থানীয় সময় গত শুক্রবার ডেমোক্রেটিক দল এ আইন প্রস্তাব পাস করে। ২২৮-২০৬ ভোটে প্রতিনিধি পরিষদে পাস হয় এ আইন প্রস্তাব।

এখন আইন প্রস্তাবটি সরাসরি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কাছে যাবে। প্রস্তাবে তিনি স্বাক্ষর করলেই তা পুরো আইনে পরিণত হবে এবং তা বাস্তবায়নে আর কোনো বাধা থাকবে না।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডেমোক্রেটিক দলের অতি উদারনৈতিক পক্ষের ছয় সদস্য এ আইন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। আর এদিকে রিপাবলিকান দলের ১৩ সদস্য নিজ দলের বিরোধিতা করে ডেমোক্র্যাটদের এ আইন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পরিকাঠামো আইন প্রস্তাব পাস হওয়াটা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জন্য অনেক বড় বিজয় বলে মনে করা হচ্ছে। আইন প্রস্তাবটি বাইডেনের অনুমোদন পাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ব্রিজ, সড়ক পুনর্নির্মাণসহ ব্যাপক উন্নয়নকাজ শুরু হবে। আধুনিকায়ন করা হবে ব্রিজ, রেলপথ ও নৌপথ। এ কর্মসূচি শুরু হলে বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অভিবাসন, পরিকাঠামো উন্নয়ন, জলবায়ুবান্ধব এ উদারনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ত্রিমুখী সমস্যায় পড়তে হয়েছিল।

রক্ষণশীলদের এককাট্টা বিরোধিতা ছাড়াও নিজের দলের অতি উদারনৈতিক এবং মধ্যপন্থীদের চাপের মধ্যে ছিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। ডেমোক্রেটিক দলের অতি উদারনৈতিক পক্ষ বেপরোয়া উদার কর্মসূচি গ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন। মহামারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাসে মাসে নগদ প্রণোদনা, বেকার ভাতা পাওয়ার মেয়াদ বৃদ্ধিসহ এসব কর্মসূচির ঘোর বিরোধিতা করা হয় মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাটদের পক্ষ থেকেও। শেষমেশ গতকাল রাতে আলোচনা করে সব পক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গে সমঝোতা করতে সক্ষম হয় বাইডেন প্রশাসন। এরপরই তা মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ পা













বিউটি দাসের একক সঙ্গীতানুষ্ঠানে মুগ্ধ দর্শক-শ্রোতা

যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বিউটি দাসের একক সঙ্গীতানুষ্ঠান গত ৩০ অক্টোবর শনিবার রাতে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়। বিডি সাউন্ড অ্যান্ড ওয়ারফেয়ার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কণ্ঠশিল্পী বিউটি দাস বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে মোট ২২টি গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বিউটি দাসের সাথে মিউজিশিয়ান হিসেবে ছিলেন রাজীব (কি-বোর্ড), নাঈম (বেস), তুষার (ড্রামস), মিথুন (তবলা), সাইফুল মিঠু (কী-বোর্ড) রাসেল (ফ্লুট, সেক্সোফোন) ও নিবিড় (শব্দ প্রকৌশলী)। অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার ছিল



বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // November 0 8 // 2021

টেক্সাসে সংগীত উৎসবে হুড়োহুড়ি, নিহত ৮

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে একটি সংগীত উৎসবে হুড়োহুড়িতে কমপক্ষে আটজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অনেকে। গত শুক্রবার রাতে অঙ্গরাজ্যের হাউস্টন শহরে এ ঘটনা ঘটে। খবর এএফপির। হাউস্টনের অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের প্রধান স্যামুয়েল পেনা এক সংবাদ সম্মেলনে হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, অ্যাস্ট্রোওয়ার্ল্ড সংগীত উৎসবে মঞ্চের সামনের দিকে যেতে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। এর জের ধরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হুড়োহুড়িতে অনেকেই আহত হন।স্যামুয়েল পেনা আরও বলেন, শুক্রবার রাতে অন্তত আটজনের নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। চিকিৎসকদের নিরীক্ষার আগপর্যন্ত মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। এ ছাড়া বহু মানুষ আহত হয়েছেন। ১৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১১ জন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।



সাংবাদিক কিরনের দু'টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও গুণীজন সম্মাননা

আশরাফুল হাবিব মিহির: সাউথ এশিয়ান রাইটার্স এ্যান্ড জার্নালিস্টস ফোরামের আয়োজনে গত ৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় নিউইর্য়কের জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরনের কবিতাগ্রন্থ 'সেভেন ট্রেন ও কিছু পুরনো প্রেমের কবিতা' এবং স্মৃতিচারণমূলক রচনা 'জ্যাকসন হাইটস জার্নাল' এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান। আয়োজনের শুরুতে কবি-সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরনকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান নাট্যজন রেখা আহমেদ।

অনুষ্ঠানে আকবর হায়দার কিরনের স্মৃতিচারণমূলক রচনা 'জ্যাকসন হাইটস জার্নাল' এর প্রকাশক অন্বয় প্রকাশ এর স্বত্বাধিকারী হুমায়ুন কবীর ঢালী এবং কবিতাগ্রন্থ 'সেভেন ট্রেন ও কিছু পুরনো প্রেমের কবিতা' বইয়ের প্রকাশক অনন্যা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মনিরুল হক বই প্রকাশ করা নিয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং বই নিয়ে কথা বলেন প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেকপ্রযোজক বেলাল বেগ, নাট্যজন রেখা আহমেদ, কবি শামস আল মমিন, বিশিষ্ট রাজনীতিক নিজাম চৌধুরী, সাংবাদিক মাইনউদ্দিন আহমেদ, বিশিষ্ট গীতিকার মাহফুজুর রহমান মেহবুব, চিত্রশিল্পী রাগিব আহসান, লেখক-সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ, কবি হাসান আল আবদুল্লাহ, অভিনেতা-উপস্থাপক খাইরুল ইসলাম পাখি, সাংস্কৃতিজন শহীদ উদ্দীন এবং ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী।

অনুষ্ঠানে কবির কবিতা আবৃত্তি করেন আবৃত্তিকার মিথুন আহম্মেদ, আবৃত্তিকার ও সংগঠক আবীর আলমগীর, লেখক-সাংবাদিক রওশন হক, লেখক শেলী জামান খান, শারমীন রেজা ইভা, ভায়লা সালিনা, এইচ বি রিতা, রোকেয়া দীপা, সুলতানা ফেরদৌসী সুফী এবং মাকসুদা আহমেদ। কবির ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করেন আমেরিকান লেখক এলিজাবেথ অর্টিস ও নতুন প্রজন্মের জেরিন মাইশা।

অনুষ্ঠানে শিল্পসাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য 'সাউথ এশিয়ান রাইটার্স এন্ড জার্নালিস্ট ফোরাম' এর পক্ষ থেকে অনন্যা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মনিরুল হক, শিশুসাহিত্যিক ও প্রকাশক হুমায়ুন কবীর ঢালী, কবি-সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরন, লেখক-সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ, লেখক-সাংবাদিক মনিজা রহমান এবং ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকীকে বিশেষ সন্মাননা দেওয়া হয়।

আইরিন রহমান ও মনিজা রহমানের চমৎকার উপস্থাপনা পুরো আয়োজনকে প্রাণবন্ত করে তোলে। মাকসুদা আহমেদ ও মামুন রহমান কবিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, আকবর হায়দার কিরনের বই দুটির প্রচ্ছদ এবং অনুষ্ঠানের ব্যাকড্রপ করেছেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী রাগিব আহসান।

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন-২০২১

এ ছিদ্দীকের প্রতি চাঁদপুরবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন

নিউইয়র্ক: আগামী ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিব্য বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে চাঁদপুরের একমাত্র প্রার্থী ও 'নয়ন-আলী' প্যানেল থেকে কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী মো: এ ছিদ্দীকের (ই১৬) সমর্থনে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সভা হয়েছে। গত ২ নভেম্বর মঙ্গলবার জ্যাকসন হাইটস'র বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে আয়োজিত চাঁদপুরবাসীদেরর নির্বাচনী সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মামুন মিয়াজী ও পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মো: সাইফুল ইসলাম।





সভায় চাঁদপুরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সোসাইটির নির্বাচনে উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে মো: এ ছিদ্দীকের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন করে ১৪ নভেম্বরের নির্বাচনে তাকে নির্বাচিত করার জন্য দলমত নির্বিশেষে চাঁদপুরের সকল ভোটারদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানানো এবং নির্বাচনে কিভাবে তাকে জিতানো যায় তার কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা ও রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো: জামান তপন, সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা ও ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি বাবুল চৌধুরী, সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা ও ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার, ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা অধ্যাপক শাহদাৎ হোসেন, সাবেক সভাপতি মোস্তফা হোসেন মুকুল, সাবেক সভাপতি হারুন ভূঁইয়া, সাবেক সভাপতি আমিন খান জাকির, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সহ সভাপতি মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাসুম, সহ সভাপতি মোহাম্মদ কবির, সহ সভাপতি আব্দুল মবিন, সহ সভাপতি মো: সাইফুল ইসলাম লিটন, সহ সাধারণ সম্পাদক মোবারক হোসেন, সহসাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, কোষাধক্ষ মোহাম্মদ নুরা আলম মোল্লা, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক আব্দুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম মিলন, ক্রীড়া সম্পাদক বেলায়েত হোসেন সোহাগ, কার্যকরি সদস্য হাছান মাহমুদ সোহেল, আব্দুস সামাদ টিটু, এবি ছিদ্দিক পাটওয়ারী, মোহাম্মদ আব্দুর রহীম ভূঁইয়া, মামুন রহমান মজুমদার, গিয়াস মাতাব্বর, সোহেল গাজী, মো: আল আমিন, শাফায়াত হোসেন রোমান, ফায়সাল আহমেদ রিপন, আবু বক্কর প্রমুখ।

সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন, বিশিস্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক মোহাম্মদ আজাদ, সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী জয়নুল আবেদীন, নয়ন-আলী প্যানেলের সহ সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মিয়া মোহাম্মদ দুলাল ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী।

সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও নয়ন-আলী প্যানেলের সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী আবদুর রহিম হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ প্রার্থী মোহাম্মদ ডিউক এবং স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী মো: সামাদ মিয়া উপস্থিত

ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট এবং কাউন্সিলওম্যানের বিজয় উৎসবে বাংলাদেশীদের অংশগ্রহন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: গত ২ নভেম্বরের নির্বাচনে ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট হিসাবে ভেনিসা গিবসন এবং সিটি কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট-১৮ থেকে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী আমান্দা ফারিয়াস বিজয় লাভ করেন। সেদিন রাতেই দু'জনের বিজয় উৎসব যথাক্রমে হোয়াইট প্লেইনস এবং ওয়েস্টচেস্টারের দুটি পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়।



এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশী কমিউনিটির ভূমিকা ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দু'জনের নির্বাচনেই বাংলাদেশীদের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহন ছিলো চোখে পরার মতো। তাই বিজয়ের পর দুজনেই প্রবাসী বাংলাদেশীদের তাদের বিজয় উৎসবে অংশ নেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী কমিউনিটির পক্ষে সাংবাদিক হাবিব রহমান, মাওলানা শহীদউল্লাহ, শেফ খলিলুর রহমান, কামরুজ্জামানবাবু, এ ইসলাম মামুন, মির্জা মামুন রশীদ, ফটো সাংবাদিক মুতাসিম বিল্লাহ তুশার সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বরো প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ভেনেসা গিবসন এবং কাউন্সিল ওম্যান ইলেক্ট আমান্দা ফারিয়াস অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের জন্যবাংলাদেশীদের ধন্যবাদ জানান।

বিজয় অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভিদা সহ মুলধারার অনেক রাজনীতিবিদ উপস্হিত ছিলেন।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.B.(CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ

এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale

ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়

শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429

1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472





বস্টনে নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জেল হত্যা দিবস পালিত

বস্টন: যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যে বস্টনে নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জেল হত্যা দিবস পালন করা হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইউসুফ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ইউসুফের সঞ্চালনায় গত ৩ নভেম্বর বুধবার স্থানীয় এক রেস্তোরাঁয় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় চার নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং বঙ্গবন্ধু, জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

উল্লেখ্য, পঁচাত্তরের ৩ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও জাতীয় চার নেতা যথাক্রমে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এএইচএম কামারুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

আলোচনায় বক্তারা জাতীয় চার নেতার সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরে বলেন, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের এ দেশের মানুষ সারা জীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। আলোচনায় অংশ নেন নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ নূর হোসেন, কাজী গোলাম রহমান, সেলিম জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ মিয়াজী, সৈয়দ মুজিবুল্লাহ, মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, জিল্লুর রহমান, সংস্কৃতিকর্মী বাসন্তী গোমেজ প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates · ETIHAD · SAUDIA · QATAR · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · SINGAPORE AIRLINES · AA American Airlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

ফেসবুক ফ্রেন্ডশীপে প্রতারণা বাড়ছে!

বিশেষ প্রতিনিধি: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ফেসবুকের জুড়ি নেই। এমন কোন সচেতন মানুষ নেই যে ফেসবুক ব্যবহার ব্যবহার করেন না। ফেসবুক ব্যবহারে ভালো-মন্দ দুই দিকই লক্ষনীয়। শুরুকেত ফেসবুক ভালোর দিকটি বেশী পরিলক্ষিত হলে বর্তমানে ফেবুকের অপব্যবহার বেড়েই চলেছে। ফলে খোদ ফেসবুক কর্তৃপক্ষ সহ অনেকেই বিব্রতবোধ করছেন, উঠছে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ, হচ্ছে নতুন নতুন আইন। এমনি প্রেক্ষাপটে ফেসবুক ফ্রেন্ডশীপে নানা প্রতারণা বাড়ছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এক শ্রেনীর লোক ফেসবুক ব্যবহারের মাধ্যমে বন্ধুত্ব গড়ে তুলে নানাভাবে প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোন কোন (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)



যুক্তরাষ্ট্র সফরে সাবিনা ইয়াসমিন

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন। গত ৫ নভেম্বর তিনি নিউইয়র্কে পৌঁছেন। প্রায় দেড় মাস থাকবেন আমেরিকায় এবং বিভিন্ন রাজ্যের শোতে অংশ নেবেন। করোনার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

'ঘুংঘুর' সম্মাননা পেলেন তাজুল ইমাম

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে 'ঘুংঘুর' সম্মাননা পেলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও চিত্রকর তাজুল ইমাম। গত ২৯ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি মিলনায়তনে আয়োজিত এক তাকে এই সম্মননা (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

নিউইয়র্কের পরবর্তী মেয়র এরিক আদমস

সিটি কাউন্সিলে জয়ী বাংলাদেশী শাহানা, কাউন্টি জাজ পদে সোমা



সোমা স্নাইদ



শাহানা হানিফ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির নির্বচনে এরিক আদমস (৬১) বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন। তিনি মেয়র বিল ডি ব্লাজিও স্থলাভিক্ত হচ্ছেন। নি-উইয়র্ক সিটির ইতিহাসে তিনি হবেন (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)



ড. নূরুন নবী পুনরায় কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরুন নবী (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

জাতীয়তাবাদী ফোরামের বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

জিয়া নয়, আওয়ামী লীগই শেখ মুজিব হত্যাকারী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনক আয়োজিত পচাত্তরের সাতই আগষ্ট স্মরণে পালিত 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস'-এর আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন-স্বাধীনতার ঘোষক, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নয়, আওয়ামী লীগের নেতারাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

'অভিযুক্তকে আমি চিনি না'

বিশ্বজিৎ সাহার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের মুক্তধারার কর্ণধার বিশ্বজিৎ সাহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট অব দ্যা ষ্টেট অব নিউইয়র্ক কাউন্টি অব কাইন্স কোর্টে প্রতারণার মামলা হয়েছে। বাদীর নাম ফারহানা আক্তার। গত ১৭ অক্টোবর এই মামলার অভিযোগ করা হয় বলে জানা গেছে। মামলার ইডেক্স নং ৭২৪৩২৭/২০২১, (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

ইতিহাস সৃষ্টি করলেন ড. সাইফুল খন্দকার

স্টক এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশী নাসডা তালিকাভুক্ত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রথমবারের মতো বাংলাদেশী আমেরিকান মালিকানাধীন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)



সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ড. সাইফুল খন্দকার

রুয়েদ হত্যা মামলার বিচার দাবীতে সংবাদ সম্মেলন

প্রধান আসামী প্রদীপ রায়সহ অপরাধীদের দৃষ্টান্ত শাস্তি দাবী



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের সু-নামগঞ্জ জেলার দিরাইয়ের ভাটিপাড়া গ্রামের 'উদির হাওর' জলমহাল দখলকে কেন্দ্র করে রুয়েদ মিয়া (৪০) হত্যা মামলার প্রধান আসামী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ রায়সহ অন্য আসামীদের (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

ইয়েলো ক্যাব চালকদের হতাশা

দেড়মাসের আন্দোলন সফল মানা হলো মেডালিয়ন মালিকদের দাবী

এমদাদ চৌধুরী দীপু: টানা দেড়মাসের আন্দোলন সফল হয়েছে ট্যাক্সি ওয়ার্কার এসোসিয়েশন। মেডালিয়ন মালিকদের পক্ষে ঐতিহাসিক এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে ১৫ দিন আমরন অনশন পালন করেন তারা। এই আন্দোলন গুরুত্ব পেয়েছে নিউইয়র্ক-এর মূলধারার গণমাধ্যমে। তবে চরম হতাশায় রয়েছেন সর্বস্তরের ইয়েলো ক্যাব চালকরা। বড় বড় গ্যারেজগুলোতে পড়ে আছে শত শত ইয়েলো (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-৭

মুক্তারা বেগম নদী: গত অগাস্ট মাসের কথা, প্রায় ৩ সপ্তাহ পর কাজে গিয়েছিলাম। দেখলাম বাসে এক বয়স্ক মহিলা (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)



ভাগ্য ভাঙ্গা-গড়ার মালিক আল্লাহ

জাফর আহমাদ

ভাগ্য ভাঙ্গা-গড়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। দুনিয়ার কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আপনার আমার ভাগ্য গড়া বা ভাঙ্গার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ যে (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

খেলার খবর

বিশ্বকাপে ভারতের বিদায়

স্পোর্টস ডেস্ক: চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত হওয়ার পরও রোববার সুপার টুয়েলভের শেষ ও নিয়মরক্ষার (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

হেলথ টিপস

সুস্থ থাকতে বয়স্করা কখন-কীভাবে হাঁটবেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একটা বয়স পর শরীরে নানান রোগবালাই বাসা বাঁধে। তাই শরীর সুস্থ রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। আর (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

বিনোদন

মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় যাচ্ছে না বাংলাদেশ

বিনোদন ডেস্ক: চলতি বছর ডিসেম্বরে ইসরাইলের শহর এইলাটে বসছে 'মিস ইউনিভার্স ২০২১'-এর আসর। করোনার জেরে গত বছর এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা আয়োজিত(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416

বিস্তারিত ৩৮ পাতায়
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com